CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 17 October, 2023 ■ আগরতলা ১৭ অক্টোবর ২০২৩ ইং ■ ২৯ আশ্বিন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

উদ্বাস্তু সমিতির বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে

সরকারের উপর মানুষের বিশ্বাস ও ভরসা রয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ অক্টোবর।। রুদ্রসাগর উদ্বাস্তু মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সামাজিক কাজ প্রশংসার দাবি রাখে। মানুষ হিসেবে আমাদের প্রত্যেকের একটা কর্তব্য রয়েছে। এই কর্তব্য হলো দুঃস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানো। আজ মেলাঘরের রাজঘাট মুক্তমঞ্চে রুদ্রসাগর উদ্বাস্তু মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির উদ্যোগে বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। শারদোৎসব উপলক্ষে রুদ্রসাগর উদ্বাস্তু মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি এই ব' বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

তাছাড়াও অনুষ্ঠানে রুদ্রসাগর উদ্বাস্তু মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির পক্ষ থেকে এবছরের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, বর্তমান সরকারের উপর মানুষের বিশ্বাস ও ভরসা রয়েছে। রাজ্যে এখন শান্তির পরিবেশ রয়েছে। সরকার সবকা সাথ সবকা বিকাশ, বিশ্বাস ও প্রয়াস নীতিকে সামনে রেখে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের প্রকল্পগুলি প্রান্তিক জনপদের মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে।

মানুষের সার্বিক কল্যাণই বর্তমান সরকারের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র। মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন, রুদ্রসাগর উদ্বাস্তু মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি আগামীদিনেও তাদের সমাজসেবামূলক কাজের ধারা অব্যাহত রাখবে।

অনুষ্ঠানে সমবায়মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া বলেন, রাজ্যের সব অংশের মানুষের কল্যাণে বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে সরকার কাজ করছে। তিনি সমবায় দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচির কথাও তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিধায়ক কিশোর বর্মণ। উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, সমাজসেবী বিশ্বজিৎ দাস, সমাজসেবী দেববত ভ-াচার্য, রুদ্রসাগর উদ্বাস্তু মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সভাপতি প্রমুখ। অনুষ্ঠানে এলাকার ২ হাজার পরিবারের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

তাছাড়াও এবছরের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৫০ জন কৃতী ছাত্রছাত্রীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য অতিথিগণ তাদের হাতে ব' ও শংসাপত্র তুলে দেন।

বিমান বন্দরে কং নেতাদের সঙ্গে বৈঠক

রাজ্যে আসার আশ্বাস দিয়ে আইজল গেলেন রাহুল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ অক্টোবর।। আসন্ন পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনের পর ত্রিপুরায় দুই দিনের সফরে আসবেন সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতা তথা সাংসদ রাহুল গান্ধী। আজ মিজোরামে নির্বাচনী প্রচারে যাওয়ার আগে এমবিবি বিমানবন্দরে রাহুল গান্ধীর সাথে প্রদেশ কংগ্রেসের শীর্ষস্তরের নেতাদের বৈঠকের শেষে একথা জানালেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন।

প্রসঙ্গত, মিজোরামে নির্বাচনী প্রচারে যাওয়ার পথে ত্রিপুরায় এমবিবি বিমানবন্দরে অবতরন করেছেন কংগ্রেস নেতা তথা সাংসদ রাহুল গান্ধী। আজ সকাল ১০ টা ১৬ মিনিটে রাহুল গান্ধী চার্টার্ড বিমানে এম বি বি বিমানবন্দরে অবতরন করেছেন। তারপর কিছুক্ষণের জন্য রাহুল টার্মিনাল ভবনের ভিআইপি লাউঞ্জে এসে বসেন। সেখানে উপসিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিষ সাহা, বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন, দিবাচন্দ্র রাংখল, বাপটু চক্রবর্তী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। তারপরেই তিনি আইজলের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন। এদিন বৈঠকের শেষে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন বলেন, মিজোরামে নির্বাচনী প্রচারে যাওয়ার পথে চার্টার্ড বিমানে আগরতলা বিমানবন্দের অবতরণ করেছিলেন। কাল বিকেলে আগরতলা বিমানবন্দর হয়ে দিল্লি ফিরে যাবেন।

তাঁর কথায়, আগরতলায় এসে ত্রিপুরাবাসীর খোঁজ খবর নিলেন রাহুল গান্ধী। তিনি আশ্বস্ত করেছেন আসন্ন পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনের পর ত্রিপুরায় দুই দিনের সফরে আসবেন।

ডেঙ্গি নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ অক্টোবর।। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ডেঙ্গির প্রকোপ নিয়ন্ত্রণে স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ সুপ্রিয় মল্লিকের পৌরহিত্যে আজ গোর্খাবস্তিস্থিত স্বাস্থ্য অধিকর্তার কার্যালয়ে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক অধিকারের অধিকর্তা ডাঃ অ'ন দাস এবং আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ এণ্ড জিবিপি হসপিটাল এবং আইজিএম হাসপাতালের বিশেষ' চিকিৎসকগণ। উক্ত সভায় ডেঙ্গির প্রতিরোধে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে সে বিষয়ে আলোচনা হয়। এছাড়াও জনগণের মধ্যে ডেঙ্গি সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য সিদ্ধান্ত হয়। যে সমস্ত জায়গায় মশা ও মশার লার্ভা বংশবৃদ্ধি পায় সেই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভাগ্নেকে কুড়োল দিয়ে কুঁপিয়ে খুন মামার যাবজ্জীবন কারাবাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ অক্টোবর।। ভাগনেকে কুড়োল দিয়ে কুপিয়ে খুনের অপরাধে মামাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছে আদালত। ঘটনাটি ঘটেছিল বিগত ২০১৯ সালের ১৭ই জুলাই সন্ধ্যায় খোয়াই থানাধীন পূর্ব সোনাতলা পঞ্চায়েত অফিস সংলগ্ন এলাকায় দুলাল তাঁতির বাড়ীতে। দুই পরিবারের মধ্যে পারিবারিক কোনো বিবাদ নিয়ে মামা দুলাল তাঁতির সাথে ভাগনে রাহুল তাঁতির রেষারেষির পরিণতিতেই ঘটনাটি ঘটে। সেদিন বিকেলে পাড়ার কোন একস্থানে দুলাল তাঁতি নাকি তার বোন শঙ্করী তাঁতি ও তার দুই ভাগনে রাহুল তাঁতি ও রাজেশ তাঁতিকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে। রাজেশ তাঁতি তখন সেখানে উপস্থিত ছিল। সে বাড়ীতে গিয়ে তার মা ও দাদাকে মামার গালিগালাজের

বিষয়টি জানায়। রাজেশের দাদা রাহুল তাঁতি সন্ধ্যার সময় গালিগালাজের কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে তার মামা দুলাল তাঁতির বাড়ীতে যায়। সেখানে মামা ও ভাগ্নের মধ্যে তুমুল তর্কাতর্কি শুরু হয়। দুলাল তার মেয়ের সাথে রাহুলের অবৈধ সম্পর্কের অভিযোগ আনলে বিবাদ তুঙ্গে উঠে। শুরু হয় হাতাহাতি। তখনই মামা দুলাল তাঁতি তার ভাগ্নে রাহুল তাঁতির ঘাড়ে ধারালো কুড়োল দিয়ে কোপ বসিয়ে দেয়। এতে মারাত্মকভাবে আহত হয় রাহুল তাঁতি। রক্তাক্ত রাহুল তাঁতি(২০)কে জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। নিহত রাহুলের মা শঙ্করী তাঁতি তার ভাই দুলাল তাঁতির বিরুদ্ধে রাহুল তাঁতিকে খুনের অভিযোগ আনলে পুলিশ একটি মামলা লিপিবদ্ধ করে। যার নাম্বার (৭০/২০১৯)। পুলিশের তদন্তের শুরুতেই পালিয়ে যায় অভিযুক্ত দুলাল তাঁতি।পরে একসময় আদালতে আত্মসমর্পণ করে।তদন্ত শেষে এস আই মোহাম্ম☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বর্ধিত বিদ্যুৎ মাশুল প্রত্যাহারের দাবিতে দপ্তরের সামনে বামেদের গণঅবস্থান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ অক্টোবর।। বর্ধিত বিদ্যুৎ মাশুল প্রত্যাহার সহ বিদ্যুতের বেসরকারিকরণ বন্ধ করা, বিদ্যুৎ পরিষেবার বেহাল দশা দূর করার দাবিতে বিদ্যুৎ দপ্তরের অফিসের সামনে দুই ঘন্টার গণঅবসান সংগঠিত করে সিপিআইএম পশ্চিম জেলা কমিটি। তাঁদের দাবি অতিসত্বর পূরণ করা হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে।এ বিষয়ে জেলা সম্পাদক রতন দাস অভিযোগ, রাজ্য সরকার সাধারণ মানুষের উপর চাপের বোঝা বাড়িয়ে দিচ্ছে। আগরতলা শহরের ১২টি মহকুমাকে লুঠ করার জন্য বিদ্যুৎ বেসরকারির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি রাজ্যের ৫টি ডিভিশনকে বেসরকারির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের এই নীতিকে সরাসরি বিরোধীতা করেন তিনি। তাঁদের আরও অভিযোগ, রাজ্য সরকার বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করে চলছে। তাই তাঁদের দাবি, বর্ধিত বিদ্যুৎ মাশুল প্রত্যাহার, বিদ্যুতের বেসরকারিকরণ বন্ধ করা, বিদ্যুৎ পরিষেবার বেহাল দশা দূর করা হোক।

স্মার্ট সিটির কাজ নিয়ে ঠিকাদারের উপর হামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ অক্টোবর।। নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে শহর আগরতলা। স্মার্ট সিটির কাজ নিয়ে শহরে দুইভাগে বিভক্ত ঠিকাদারদের মধ্যে চলছে লড়াই। এবার আগরতলা শহরে প্রাণকেন্দ্র মেলার মাঠ এলাকায় দুর্বৃত্তদের দ্বারা আক্রান্ত হলেন নন্দন সেন নামে এক ঠিকাদার। আহত ঠিকাদারের অভিযোগ অশ্বিনী ধানুক নামে এক দুর্বৃত্ত তাকে মারধর করেছে।ঘটনার সূত্রপাত স্মার্ট সিটির কাজ নিয়ে। শহরে চলছে স্মার্ট সিটির কাজ। নন্দন সেন স্মার্ট সিটির অন্তর্ভুক্ত পি ডব্লিউ ডি ভিশন ওয়ান দ্বারা কাজ পায়। তিনি আগরতলা শহরের রোড সেফটির কাজ করাচ্ছেন। কিন্তু এ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গোমতী জেলায় পর্যালোচনা বৈঠকে

কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সঠিক রূপায়ন ও বাস্তবায়নে জোড় ভগবন্ত খুবা'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ অক্টোবর।। কেন্দ্রীয় সরকারের রাসায়নিক ও সার এবং নতুন পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী ভগবন্ত খুবা বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পগুলির রূপায়ণ সঠিক সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবেন সরকারি পরিষেবা নাগরিকদের কাছে যথাযথভাবে পৌঁছে দেয়ার জন্য তিনি আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। আজ গোমতী জেলা ভিত্তিক এক পর্যালোচনা সভায় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী এই কথাগুলো বলেন।

আজ উদয়পুর গোমতী জিলা পরিষদের কনফারেন্স হলে আয়োজিত জেলা ভিত্তিক পর্যালোচনা এই সভায় মৎস্য, কৃষি দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্প সহ, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ), গ্রামীণ জীবিকা মিশন, মুদ্রা যোজনা ইত্যাদি দপ্তরের অন্তর্গত কেন্দ্রীয় বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এই দিনের সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গোমতী জেলার জেলাশাসক তড়িৎকান্তি চাকমা, অতিরিক্ত জেলাশাসক সুমিত লোধ, জেলার কর্মরত বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ। জেলাশাসক তড়িৎকান্তি চাকমা প্রজেক্টর এর মাধ্যমে গোমতী জেলার সার্বিক উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরেন।

পর্যালোচনা সভা শেষে শ্রী খুবা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পগুলির বাস্তবায়নের চিত্র সরোজমিনে খতিয়ে দেখেন। তিনি জামজুরি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দিল্লির রামলীলা ময়দানে কর্মচারী সংঘের সমাবেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ অক্টোবর।। শিক্ষক কর্মচারী সহ জনগণের বিভিন্ন দাবিকে সামনে রেখে আন্দোলনে নামতে চলেছে ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটি। সোমবার মেলারমাঠস্থিত সমন্বয় ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে আন্দোলনের ঘোষণা দেন ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক স্বপন বল। তিনি বলেন, সারা ভারত রাজ্য সরকারি কর্মচারী মহাসংঘ ৭ দফা গুরুত্বপূর্ণ দাবি নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরেই সারা দেশব্যাপী লড়াই করলেও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাবালিকা ধর্ষণের অভিযোগ শাসকদলের নেতা পুত্রের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৬ অক্টোবর।। বর্তমানে আধুনিক সমাজে সামাজিক অবক্ষয়ের এক করুন দৃশ্য দেখা গেল সোমবার বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে।এক নয় বছরের নাবালিকা মেয়ে ধর্ষিতা হয়ে অসহ্য ব্যথায় কাতরাচ্ছিল।ধর্ষণকারী ছেলেটি ও নাবালক।একাদশ শ্রেণীতে পড়ে।বয়স আনুমানিক সতের। ঘটনার বিবরণে জানা যায় বিশালগড় বিজেপির প্রাক্তন বুথ সভাপতির নাবালক ছেলের দ্বারা ধর্ষনের শিকার নয় বছরের এক নাবালিকা। ঘটনা বিশালগড় থানার অন্তর্গত সরকার টিলা এলাকায়। অভিযোগ সোমবার দুপুরে নাবালিকার মা এবং বাবা কাজে চলে যায়, তারপর পাশের

বাড়ির অপর একাদশ শ্রেণীতে পড়ুয়া নাবালক ছেলে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ুয়া নাবালিকার বাড়িতে গিয়ে নির্জনতার সুযোগে ওই নাবালিকাকে ধর্ষণ করে। পরে নাবালিকার চিৎকার চেঁচামেচি শুনে ছুটে আসে এলাকাবাসী। এলাকাবাসী আসতেই পালিয়ে যায় ওই অভিযুক্ত নাবালক। খবর পেয়ে বাড়িতে ছুটে আসে নাবালিকার মা এবং বাবা। তারপর নাবালিকার শারীরিক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পূজা পরিক্রমা

শহর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ অক্টোবর।। শুরু হয়ে গেছে কাউন্ট ডাউন বাঙ্গালীদের শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাৎসবের। ঘোড়ার পিঠে চড়ে মা মর্তে আসছেন। প্রতিটি ক্লাবে চলছে শেষ সময়ের প্রস্তুতি। এবার পূজায় মন্ডপ সজ্জায় অনেকগুলি প্যান্ডেলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে রাজ্যের বাঁশ এবং ট্যারাকুটার বিভিন্ন সামগ্রী দিয়ে প্যান্ডেল তৈরি করতে। তবে কি মোদিজীর লোকাল ফর ভোকালে জোর দিচ্ছে ক্লাবগুলিও !, দশমি ঘাট ক্লাব এরকমই বাঁশ, মাটির গ্লাস এবং মাটির প্রদীপ দিয়ে তৈরি করছে তাদের প্যান্ডেল। এবং প্রতিমা তৈরি হচ্ছে বেল পাতার তিনটি পাতার আদলে। একটিতে আছেন মা দুর্গা অপর পাতাতে আছেন গণেশ কার্তিক এবং আরেকটিতে আছেন লক্ষ্মী সরস্বতী। মন্ডপ শয্যায় রয়েছেন গৌতম দেবনাথ পাশাপাশি প্রতিমা শিল্পী ও রাজ্যেই। পুজোয় দুস্থদের মধ্যে থাকবে বস্ত্র বিতরণ এমনটাই জানান পূজো কমিটির সেক্রেটারি সুমন কল্যাণ পাল। এদিকে আগরতলার শহরে আরেকটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মফঃস্বল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ অক্টোবর।। আর মাত্র কয়েকটা দিন বাকি, তারপরেই মণ্ডপে মণ্ডপে কাসাঁ,শঙ্খ, ঘন্টা আর ধুপ প্রদীপে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হবে বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গা পূজা। শাস্ত্র মতে পুজোর পাঁচ দিন পুজিঁত হবেন দেবী। আর এই পুজোকে সামনে রেখে মণ্ডপে মণ্ডপে চলছে তারই জোর প্রস্তুতি। ইতিমধ্যে নাওয়া খাওয়া ছেড়ে প্রতিটি মন্ডপে পুজোর প্যান্ডেল তৈরীতে ব্যস্ত পুজো উদ্যোক্তারা। অন্যদিকে মূর্তি পাড়ায় শেষ তুলির টান দিতে ব্যস্ত মৃৎশিল্পী।

বলা যায় দুর্গা পূজাকে ঘিরে এমুহূর্তে চারিদিকে শুধু সাজো সাজো রব। সারা রাজ্যের সঙ্গে এবার মনুবাজার থানা এলাকায় ও বেড়েছে পুজোর সংখ্যা। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য আকর্ষনীয় পুজা অনুষ্ঠিত হয় মনুবাজার বনেদি ক্লাব - ক্লাব আজাদ হিন্দ, দেশবন্ধু ক্লাব, ভারত মাতা সংঘ, রাজীব নগর ক্লাব জনকল্যাণ, সাতচান্দ সমাজ শিক্ষা ক্লাব, এছাড়াও মনুবাজার থানা এলাকার সিন্দুক পাথর, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ১৬ ▫ ১৭ অক্টোবর ২০২৩ ইং ▫ ২৯ আশ্বিন ▫ মঙ্গলবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

এক দেশ এক পরিচয় পত্র

এক দেশ এক রেশন কার্ড নীতি চালু পরিবার পর কেন্দ্রীয় সরকার এক দেশ এক পরিচয় পত্র চালু করবার উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছে। ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে এই প্রয়াস কার্যকর করিবার উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন রাজ্যে বিষয়টি নিয়ে তৎপরতা শুরু হইয়াছে। আধার কার্ডকে অনুসরণ করিয়া পড়ুয়াদের জন্য নির্দিষ্ট ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন নম্বর আনিতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার। নয়া জাতীয় শিক্ষা নীতির অংশ হিসাবে 'এক দেশ এক পরিচয় পত্র' পড়ুয়াদের জন্য চালু করিতে চাইছে তাহারা। এই ক্ষেত্রে আধার কার্ডের পাশাপাশি প্রতিটা পড়ুয়ার একটি করিয়া আলাদা কার্ড থাকিবে, যেখানে তাহার একটি নির্দিষ্ট ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন নম্বর থাকিবে। কেন্দ্রের যুক্তি এর ফলে সহজেই একজন পড়ুয়ার লেখা পড়া সংক্রান্ত বিষয় জানা যাইবে।উল্লেখ্য এমনিতেই মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষার সময় প্রতি পড়ুয়ার আলাদা আলাদা রেজিস্ট্রেশন নম্বর থাকে যাহার মাধ্যমে তাহারা তাহাদের পরীক্ষার ফলাফল সহ বিভিন্ন বিষয় জানিতে পারে। রাজ্য ভিত্তিক যখন এই ব্যবস্থা আছে তখন হঠাৎ করিয়া আলাদা পরিচয় পত্রের কেন প্রয়োজন পড়িলো তাহা নিয়া প্রশ্ন তুলিয়াছে শিক্ষা মহলের একাংশ।শিক্ষকদের একাংশ মনে করিতেছে নয়া শিক্ষা নীতির মাধ্যমে ইতিমধ্যে মাধ্যমিক পরীক্ষা তুলিয়া দেওয়া
হইয়াছে। চালু হইবে সেমিস্টার। এই নতুন কার্ডের ফলে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে সরকার কেন্দ্রীকরণ করিতে চাইছে বলিয়া অনেকে মনে করাতেছেন।

কেন্দ্রের পক্ষ থেকে এই কার্ডের নাম দেওয়া হইয়াছে অটোমেটেড পার্মানেন্ট অ্যাকাডেমিক অ্যাকাউন্ট রেজিস্ট্রি (এপিএএআর)। ইতিমধ্যে রাজ্যে এবং কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল গুলোকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে এই বিষয় কাজ শুরু করিবার জন্য। কেন্দ্রীয় সরকার এক দেশ এক পরিচয় পত্র প্রদানের যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে তাহা কতখানি বাস্তবায়িত করা সম্ভব হইবে তাহা নিয়া কিন্তু বিভিন্ন রাজ্যে প্রশ্ন দেখা দিয়াছে।

ভূপেশ বাঘেল সরকারের আমলে শুধুমাত্র গান্ধী পরিবারই খুশি : অমিত শাহ

রাজনন্দগাঁও, ১৬ অক্টোবর (হি.স.): ছত্তিশগড়ের ভূপেশ বাঘেল সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন প্রবীণ বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সোমবার ছত্তিশগড়ের রাজনন্দগাঁও-এ একটি নির্বাচনী জনসভা থেকে অমিত শাহ বলেছেন, 'ভূপেশ বাঘেল সরকার অনেক কিছুর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তাঁরা বিনামূল্যে গ্যাস সিলিন্ডার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, গোটা রাজ্যে মদ নিষিদ্ধ করার কথা বলেছিল, সে সব কী হল? তাঁরা বিদ্যুৎ বিল অর্ধেক কমানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সেটার কী হল? ভূপেশ বাঘেলের সরকারের অধীনে ওবিসি, আদিবাসী, মহিলা, কৃষক কেউই সুখী নয়...শুধুমাত্র গান্ধী পরিবারই খুশি।'

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আরও বলেছেন, রমন সিংয়ের অধীনে ছত্তিশগড় উন্নত রাজ্যে পরিণত হয়েছিল; পূর্ববর্তী কংগ্রেস শাসনের অধীনে হয়ে উঠেছে বিমারু। অমিত শাহ আরও বলেছেন, আমি ভূপেশ বাঘেলকে প্রশ্ন করতে চাই, এই পাঁচ বছরে তিনি কী কী করেছেন? এই আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন সরকার অথবা নেতা নির্বাচনের নয়, এটি প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে সোনার ছত্তিশগড় গড়ার নির্বাচন।'

পুজো পাগল কলকাতা 'রোনাল্ডিনহো' জ্বরে আক্রান্ত, শ্রীভূমিতে খেললেন ফুটবল

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর (হি.স.): ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি রবিবার রাতেই কলকাতায় পা রেখেছেন। সোমবার সকালে তিনি পা রাখলেন কলকাতার জনপথে। জনপথে পা দিয়েই সকলের মন জয় করলেন। তাকে নিয়ে উন্মাদনা আজ শহর জুড়ে। বলা যেতে পারে সোমবার সকাল থেকেই পুজো-পুজো আমেজের মধ্যেই ডুবে ছিল কলকাতা এই ব্রাজিলিয়ান সুপারস্টারকে নিয়ে।

আজ তিনি সকালে হোটেলে মিট অ্যান্ড গ্রিট সেশনের পর পৌঁছে গেলেন তার নামাঙ্কিত রাজারহাটের অ্যাকাডেমিতে। সেই অ্যাকাডেমির উদ্বোধন করলেন তিনি। রোনাল্ডিনহোকে দেখার জন্য ছিল চারদিকে উপচে পড়া ভিড়। ভক্তদের উদ্দেশে তিনি হাত নেড়ে পর্তুগিজ ভাষায় বললেন, 'তোমাদের অনেক ধন্যবাদ।' ব্রাজিলের ফুটবল কিংবদন্তি কলকাতার এদিন শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবে মন্ত্রী সুজিত বসুর সঙ্গে ফুটবলও খেলেছেন।

গগনযান নিয়ে বড় আপডেট দিল ইসরো, ২১ অক্টোবর প্রথম পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর (হি.স.): মহাকাশে ভারতীয় নভশ্চর পাঠানোর বিষয়ে বড় আপডেট দিল ইসরো। সোমবার সামাজিক মাধ্যম এক্স হ্যান্ডেলে ইসরো জানিয়েছে, 'মিশন গগনযান : টিভি-ডি১- টেস্ট ফ্লাইটটি আগামী ২১ অক্টোবর সকাল ৭টা থেকে ৯টার মধ্যে এসডিএসসি-এসএইচএআর, শ্রীহরিকোটা থেকে নির্ধারিত হয়েছে।' অর্থাৎ আগামী ২১ অক্টোবর প্রথম পরীক্ষামূলক মহড়া উড়ান হবে গগনযানের।

ইসরোর অন্যতম স্বপ্নের প্রকল্প এই গগনযান। এর জন্য বিশেষ ভাবে প্রস্তুতি নিয়েছে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা। সাধারণত মহাকাশ থেকে ফেরার সময় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঢুকলে ঘর্ষণের ফলে মহাকাশযানে আগুন লাগার একটা আশঙ্কা থাকে। কিন্তু গগনযানের ক্ষেত্রে যাতে তেমনটা না হয় ইসরো তা নিশ্চিত করতে চায়। আর তা খতিয়ে দেখে তবেই চূড়ান্ত অভিযানে সবুজ সংকেত দেওয়া হবে। গগনযান মিশনের চূড়ান্ত মিশনে ভূপৃষ্ঠ থেকে ৪০০ কিলোমিটার উচ্চতার কক্ষপথে পাঠানো হবে তিন মহাকাশচারীকে। মিশনটি হবে তিনদিনের। তারপর তাঁদের পৃথিবীতে ফিরেয়ে আনা হবে। সমুদ্রের জলে অবতরণ করবে গগনযান।

বিধাননগরের অবৈধ নির্মাণ দুপুরেই ভাঙা শুরু করার নির্দেশ বিচারপতির

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর (হি.স.) : বিধাননগরের একটি অবৈধ নির্মাণ দ্রুত ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিলেন কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। বিচারপতির নির্দেশ, সোমবার দুপুরের মধ্যে ভাঙার কাজ শুরু করতে হবে।

বিধাননগর পুরসভাকে পাঁচ তলা ভবনটির জল এবং বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। অবৈধ নির্মাণটি ভাঙার কাজ শুরু হওয়ার পর মঙ্গলবার সকালে হাই কোর্টে প্রাথমিক রিপোর্ট জমা দিতে হবে পুরসভাকে।

বিধাননগর সেক্টর ফাইভ এলাকার শান্তিনগরে একটি ভবনকে ঘিরে দীর্ঘ দিন ধরেই বিতর্ক রয়েছে। মামলাকারী পাঞ্চিবালা পোল্লে অবৈধ নির্মাণের বিষয়ে বিধাননগর পুরসভাকে অভিযোগ জানান। কিন্তু পুরসভা কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ার অভিযোগ তুলে আদালতের দারস্থ হন তিনি।

পদার্থবিজ্ঞানের অদ্ভুত মানুষ

প্রদীপ দেব

বিংশ শতাব্দীর তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার কোয়ান্টাম মেকানিকস। শতাব্দী প্রাচীন ক্ল্যাসিক্যাল মেকানিকস পরমাণু ও পরমাণুর চেয়ে ছোট অতিপারমাণবিক কণার গতিপ্রকৃতি সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। পরমাণুর গঠন ও গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে নতুন নতুন ধারণা তৈরি হবার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য একটা নতুন গাণিতিক প্রক্রিয়ার যে ভীষণ দরকার, তা বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই বুঝতে পেরেছিলেন বিজ্ঞানীরা। ম্যাক্স প্ল্যাংক, ম্যাক্স বর্ন, নীলস বোরসহ যে কজন বিজ্ঞানীর হাতে কোয়ান্টাম মেকানিকসের জন্ম ও বেড়ে ওঠা, পল ডিরাক তাঁদের অন্যতম।

কোয়ান্টাম মেকানিকসের দুটো প্রধান সমীকরণের একটি হলো শ্রোডিঙ্গার সমীকরণ এবং অন্যটি ডিরাক সমীকরণ। কোয়ান্টাম মেকানিকসে আইনস্টাইনের থিওরি অব রিলেটিভিটির প্রয়োগ করে রিলেটিভিস্টিক কোয়ান্টাম মেকানিকসের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন পল ডিরাক। কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডায়নামিকসের সূচনা হয় ডিরাকের হাতে। পরে রিচার্ড ফাইনম্যান ইলেকট্রোডায়নামিকসের সম্প্রসারণ করেন। পদার্থবিজ্ঞানে অ্যান্টিম্যাটার বা প্রতি-পদার্থের ধারণা ডিরাকের সমীকরণ থেকে উদ্ভূত। ১৯২৮ সালে ডিরাকই প্রথম পজিট্রন কণার অস্তিত্বের ধারণা দেন। পরে ১৯৩২ সালে পরীক্ষাগারে এই পজিট্রন আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানী কার্ল অ্যান্ডারসন। ১৯৩০ সালে প্রকাশিত পল ডিরাকের বই প্রিন্সিপলস অব কোয়ান্টাম মেকানিকসকে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের 'বাইবেল' মনে করা হয়। কারণ ওটাই কোয়ান্টাম মেকানিকসের প্রথম সার্থক বই। কোয়ান্টাম মেকানিকসের গাণিতিক ভিত্তির স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৩৩ সালে পদার্থবিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কার দেয়া হয় আরউইন শ্রোডিঙ্গার ও পল ডিরাককে। পল ডিরাকের বয়স তখন মাত্র ৩১ বছর। নোবেল পুরস্কারের ইতিহাসে সবচেয়ে কমবয়সী নোবেলবিজয়ী তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী হলেন পল ডিরাক। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের গাণিতিক ভিত্তি রচনায় পল ডিরাকের ভূমিকা অনস্বীকার্য। স্ট্যান্ডার্ড মডেল অনুযায়ী মৌলিক কণাগুলোকে দুভাগে ভাগ করা যায়বোসন আর ফার্মিয়ন। বোসন কণাগুলো সত্যেন বসু ও আলবার্ট আইনস্টাইনের 'বোস-আইনস্টাইন পরিসংখ্যান' মেনে চলে, আর ফার্মিয়ন কণাগুলো মেনে চলে এনরিকো ফার্মি ও পল ডিরাকের 'ফার্মি- ডিরাক পরিসংখ্যান'।

ত্রিশ বছর বয়স হবার আগেই ডিরাক হয়ে ওঠেন গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞানের উজ্জ্বল নক্ষত্র। মাত্র ২৮ বছর বয়সেই রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৩২ সালে মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে লুকাসিয়ান প্রফেসর পদে যোগ দেন। যে পদে স্যার আইজাক নিউটন অধিষ্ঠিত ছিলেন এক সময়। পরের বছর নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর খ্যাতির শিখরে উঠে যান পল ডিরাক। অথচ এই খ্যাতি তিনি কখনোই চাননি। কারণ তিনি ছিলেন স্মরণকালের সবচেয়ে প্রচারবিমুখ পদার্থবিজ্ঞানী। প্রয়োজনের বাইরে তিনি কারো সঙ্গে একটা কথাও বলতেন না।

দুই

পলের বাবা চার্লস ডিরাক ছিলেন সুইজারল্যান্ডের নাগরিক। ১৮৮৮ সালে চার্লস ইংল্যান্ডে আসেন এবং ব্রিস্টলের স্কুলে ফরাসি ভাষার শিক্ষকতা শুরু করেন। পলের মা ফ্লোরেন্স হল্টেন ছিলেন ইংল্যান্ডের কর্নওয়েলের অধিবাসী। ফ্লোরেন্স তখন লাইব্রেরিয়ান হিসেবে কাজ করতেন ব্রিস্টলে। লাইব্রেরিতেই চার্লসের সঙ্গে ফ্লোরেন্সের পরিচয় হয় এবং ১৮৯৯ সালে তাঁদের বিয়ে হয়। পরের বছর ডিরাক দম্পতির প্রথম সন্তান রেগিনাল্ডের জন্ম হয়। তারপর ১৯০২ সালের ৮ই আগস্ট জন্ম নেয় তাঁদের দ্বিতীয় সন্তান পল এবং কয়েক বছর পর জন্ম হয় পলের ছোটবোন বিয়াট্রিসের।

চার্লস ডিরাক তাঁর ভাষা ও পারিবারিক সংস্কারের ব্যাপারে ছিলেন ভীষণ গোঁড়া। পরিবারের ছেলেমেয়েদের নামের অনেকগুলো অংশ। চার্লসের পুরো নাম ছিলচার্লস আঁদ্রিয়েন ল্যাডিসলাস ডিরাক। ঐতিহ্য অনুসারে তিনি বড়ছেলের নাম রাখলেন রেগিনাল্ড চার্লস ফেলিক্স ডিরাক, ছোটছেলের নাম রাখলেন পল আঁদ্রিয়েন মরিস ডিরাক, আর মেয়ের নাম রাখলেন বিয়াট্রিস ইসাবেল মার্গারিট ওয়ালা ডিরাক।

পরিবারের অধিকর্তা হিসেবে চার্লস ডিরাক ছিলেন ভীষণ কড়া। বাড়িতে তাঁর কথার বাইরে কারো কিছু করার উপায় ছিল না। ভালবেসে বিয়ে করলেও ফ্লোরেন্সের সাধ্য ছিল না চার্লসের মতের বিরুদ্ধে কিছু করেন। চার্লসের মাতৃভাষা ফরাসি। তাই তিনি ছেলেমেয়েদের ফরাসি ভাষা শেখানোর উদ্দেশ্যে বাড়িতে ফরাসি ভাষায় কথা বলা বাধ্যতামূলক করে দিলেন।

চার্লস যখন বাড়িতে থাকেন ছেলে-মেয়েরা ভয়ে ভয়ে ফরাসি ভাষায় কথা বলে, কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতিতে চলে ইংরেজি। চার্লস ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। তিনি নতুন নিয়ম চালু করলেন - খাবার টেবিলে বিশুদ্ধ ফরাসি ভাষায় কথা বলতে হবে। ভাষা যতক্ষণ না শুদ্ধ হচ্ছে ততক্ষণ খেতে পাবে না।

ক'দিন পরেই ছেলে-মেয়েরা নিজেদের নিয়ম চালু করলো। তারা চার্লসের সঙ্গে ডাইনিং টেবিলে না বসে মায়ের সঙ্গে রান্নাঘরে বসে খেতে শুরু করলো। কিন্তু এরকম অবাধ্যতা চার্লস কেন সহ্য করবেন? তিনি ছেলে-মেয়েদের ধরে মার দিলেন। কিন্তু তাতেও তেমন কোনো লাভ হলো না। পল ছাড়া আর কেউই তাঁর সঙ্গে খেতে বসল না।

পল খুবই সরল ছেলে। তার শারীরিক গঠন বয়সের তুলনায় এতই ছোট যে বাড়িতে তার নামই হয়ে গেছে টাইনি। ডাক্তার যদিও সব রকমের পরীক্ষানিরীক্ষা করে বলেছেন যে পলের বড়ধরনের কোন অসুখ নেই, কিন্তু হজমশক্তি তার খুবই কম।

বাবাকে ভীষণ ভয় পেতেন পল। আর বাবাও তার ওপরই সমস্ত ভাষাজ্ঞান প্রয়োগ করতে শুরু করেন। পল কোনো ফরাসি শব্দ ঠিকমত উচ্চারণ করতে না পারলে খাবার পেতো না। ফলে প্রচন্ড মানসিক চাপে উচ্চারণ ভুল হয়ে যাবার ভয়ে কোনো কথাই বলতে পারতো না সে। ধীরে ধীরে দেখা গেলো পল প্রয়োজন না হলে কোন কথাই বলে না; আর যদিও বলে তাও মাত্র একটা বা দুটো শব্দ।

ব্রিস্টলের বিশপ প্রাইমারি স্কুলে পড়ালেখা শুরু হয় পলের। স্কুলে গণিতের প্রতি ভালোবাসা এবং অসম্ভব গাণিতিক দক্ষতা দেখা দেয় তার। বারো বছর বয়সে প্রাইমারি স্কুলের পড়াশোনা শেষ করে হাইস্কুলে ভর্তি হলো পল। তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। স্কুলের সিনিয়র সব ছেলেরা বাধ্য হয়ে সৈন্যদলে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করছে। ফলে স্কুলে নিচু ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের লাইব্রেরির উঁচুক্লাসের বই পেতে সুবিধে হলো। পল লাইব্রেরিতে গিয়ে উঁচুক্লাসের গণিত ও বিজ্ঞানের বই পড়তে শুরু করে। ১৯১৮ সালে তার স্কুলের পড়াশোনা শেষ হলো।

গণিত নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার ইচ্ছে ছিল পলের। কিন্তু তখন গণিতে পাস করে শুধুমাত্র গণিতের শিক্ষক হওয়া ছাড়া আর কোনো সুযোগ ছিল না। পল তাঁর বাবার মতো শিক্ষক হতে চাননি কখনো, ইঞ্জিনিয়ার হওয়াও তাঁর লক্ষ্য নয়। কিন্তু তাঁর বাবার নির্দেশে ব্রিস্টল ইউনিভার্সিটিতে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি হতে বাধ্য হলেন। বাবার মতের বিরুদ্ধে যাবার মত মানসিক জোর তাঁর নেই। দুবছর আগে পলের বড়ভাই রেগিনাল্ডকেও তাঁর বাবা বাধ্য করেছেন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি হতে। ১৯২১ সালে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেন পল। অনেক জায়গায় দরখাস্ত করেও কোন ভালো চাকরি পেলেন না। আবার গণিতে পড়াশোনা করার ইচ্ছে মাথাচাড়া দিলো। কিন্তু পল জানেন পড়াশোনার খরচ নিজেকেই জোগাড় করতে হবে। বাবা একটা টাকাও দেবেন না। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কলারশিপ পরীক্ষা দিলেন ১৯২১ সালে। কেমব্রিজের সেন্ট জোন্স কলেজে গণিতে পড়াশোনা করার জন্য একটা স্কলারশিপ তিনি পেলেন। কিন্তু স্কলারশিপের টাকা দিয়ে পড়াশোনার পুরো খরচ চালানো সম্ভব নয়। বাবার সামর্থ্য থাকলেও টাকা দেবেন না। স্থানীয় সরকারের কাছ থেকে অর্থসাহায্যের জন্য দরখাস্ত করলেন পল। কিন্তু অর্থসাহায্য পাওয়া গেলো না। কারণ, তার বাবা চার্লস ডিরাক জন্মসূত্রে ব্রিটিশ নন। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার স্বপ্ন ভেঙে গেলো পল ডিরাকের।

ব্রিস্টল ইউনিভার্সিটিতে গণিত বিষয়ে ভর্তির সুযোগ মিললো স্কলারশিপসহ। ১৯২৩ সালে গণিতে ফার্স্ট ক্লাস অনার্স ডিগ্রি পেলেন পল ডিরাক। এবার সুযোগ এলো কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে পড়ার। কেমব্রিজের একটি রিসার্চ ফেলোশিপ পেলেন তিনি। পিএইচডির গবেষণা শুরু করলেন কেমব্রিজের সেন্ট জোন্স কলেজে।

তিন

ডিরাক প্রথমে কাজ শুরু করেছিলেন প্রফেসর কানিংহামের অধীনে। কিন্তু কানিংহামের ছাত্রসংখ্যা ছিল অনেক। তাই ডিরাক চলে আসেন প্রফেসর রালফ ফাউলারের অধীনে। কোয়ান্টাম থিওরির ওপর কাজ শুরু করেন। দুবছরের মধ্যে তিনি ছয়টি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। এর পরের বছর আরও পাঁচটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। ১৯২৬ সালে তিনি গণিতে পিএইচডি ডিগ্রি সম্পন্ন করলেন। ডক্টরেট থিসিস সাবমিট করার আগেই তাঁর ১১টি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়। যা সেই সময়ের সবচেয়ে প্রতিভাশালী পদার্থবিদদের জন্যেও খুব একটা সহজ কাজ ছিল না। ডিরাকের পিএইচডি থিসিসের শিরোনাম ছিল কোয়ান্টাম মেকানিকস। পিএইচডির পর তিনি কোপেনহেগেনে গিয়ে নীলস বোরের সঙ্গে কাজ করেন কিছুদিন। বোর ডিরাককে কয়েকদিন দেখেই বুঝতে পারেন, ছেলেটি জানে প্রচুর, কিন্তু বলে না কিছুই। ডেনমার্ক থেকে জার্মানির গোটিংগেনে গেলেন ১৯২৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। সেখানে তিনি পরিচিত হলেন রবার্ট ওপেনহেইমার ও ম্যাক্স বর্নের সঙ্গে। সেখান থেকে ফিরে এসে যোগ দিলেন কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে সেন্ট জোনস কলেজের ফেলো হিসেবে। এসময় তিনি আইনস্টাইনের জেনারেল থিওরি অব রিলেটিভিটি সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

১৯২৮ সালে রিলেটিভিটি ও কোয়ান্টাম মেকানিকসের সঙ্গে গাণিতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন ডিরাক। তাঁর বিখ্যাত ডিরাক সমীকরণের জন্ম হয় এসময়। ডিরাকই প্রথম ব্যক্তি যিনি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডের ওপর কোয়ান্টাম মেকানিকস প্রয়োগ করেন। কোয়ান্টাম থিওরির এই ভিত্তিকে ডিরাক নাম দিলেন কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডায়নামিকস। কোয়ান্টাম মেকানিকসের সিঙ্গুলার ডেল্টা ফাংশান ডিরাকের অবদান। স্টেট- ভেক্টর ও তাদের আইগেন ভ্যালু প্রকাশ করার জন্য নতুন চিহ্নের প্রচলন করলেন করলেন ডিরাক। ব্র্যাকেট ভেঙে চালু করলেন 'ব্রা' । ও 'কেট'। ফাংশান। ১৯৩০ সালে ডিরাকের প্রিন্সিপালস অব কোয়ান্টাম মেকানিকস বইটি প্রকাশিত হয়। একই বছর তিনি রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। মাত্র আটাশ বছর বয়সে রয়েল সোসাইটির ফেলোশিপ তাঁর আগে আর কেউ পাননি। রয়েল সোসাইটির ফেলোশিপ পাবার পর কেমব্রিজ ফিলসফিক্যাল সোসাইটি'র হপকিন্স মেডেল পান ডিরাক। ১৯৩২ সালে কেমব্রিজের লুকাশিয়ান প্রফেসর পদে নিযুক্ত হন তিনি। কোয়ান্টাম মেকানিকসের প্রথম কোর্স তিনিই পড়াতে শুরু করেন। রবার্ট ওপেনহাইমার, চন্দ্রশেখর সুব্রাহ্মনিয়াম, আবদুস সালাম, ডেনিস শিয়ামা। এঁরা যারা পরে খ্যাতিমান হন। তবে ডিরাক তাঁর পিএইচডি স্টুডেন্টদের সঙ্গেও খুব একটা কথা বলতেন না। তাই তাঁর ছাত্রদের হতে হতো অনেকটাই স্ব-নিয়ন্ত্রিত। ডেনিস শিয়ামা ডিরাকের অধীনে পিএইচডি করে পরে কেমব্রিজে যোগ দেন। স্টিফেন হকিং শিয়ামার অধীনে পিএইচডি করেন। ক্লাসে ডিরাক তাঁর কোয়ান্টাম মেকানিকস বই থেকে হুবহু লাইনের পর লাইন বলে যেতেন। একটা শব্দও কম বা বেশি বলতেন না। ক্লাসের বাইরে কারো সঙ্গে কথা বলার তো প্রশ্নই ওঠে না। ডিপার্টমেন্টের সহকর্মীদের সঙ্গেও ইয়েস, নো' কিংবা আই ডোন্ট নোর বেশি কথা হয় না তাঁর। কেমব্রিজে ডিরাকের ছাত্ররা ততোদিনে ডিরাক নামে একটা নতুন একক চালু করে ফেলেছেন। কথা বলার একক। এক ডিরাক মানে এক ঘন্টায় একটি শব্দ। ১৯৩৩ সালে ডিরাকের ল্যাগ্রেঞ্জিয়ান কোয়ান্টাম মেকানিকস পেপার প্রকাশিত হয়। সেখান থেকেই অনুপ্রেরণা পেয়ে পরে রিচার্ড ফাইনম্যান তাঁর বিখ্যাত পাথ ইনটিগ্র্যাল সমীকরণ প্রতিষ্ঠা করেন।

চার

১৯৩৩ সালে পদার্থবিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কার পাওয়ার কথা শুনে ভীষণ অবাক হন পল ডিরাক। এরউইন শ্রোডিঙ্গার নোবেল পাবেন তা তিনি জানতেন, কিন্তু শ্রোডিঙ্গাগারের সঙ্গে নিজেও যে নোবেল পুরস্কার পাবেন, তা তিনি আশা করেননি। নোবেল পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানীরা যে পাবলিক সেলিব্রেটি হয়ে যান, তা ডিরাক জানেন। ডিরাক জনসমক্ষে আসতে চান না। স্টকহোমে গিয়ে নোবেল পুরস্কার নিতে হবে, নোবেল বক্তৃতা দিতে হবে, পার্টিতে যোগ দিতে হবে এসব ভাবতেই ডিরাকের অস্বস্তি লাগতে শুরু করল। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করবেন। ১৯০৮ সালের রসায়নে নোবেলবিজয়ী বিজ্ঞানী আর্নেস্ট রাদারফোর্ড ডিরাকের সুপারভাইজার রালফ ফাউলারের শ্বশুর। ডিরাককে খুব স্নেহ করেন রাদারফোর্ড। তিনি ডিরাককে অভিনন্দন জানালেন। জবাবে ডিরাক বললেন, "আমি নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করবো ভাবছি।" "কেন?" 'হৈচৈ ভাল লাগে না।' রাদারফোর্ড বুঝতে পারলেন ডিরাক কী বলতে চাইছেন। বললেন "প্রত্যাখ্যান করলে তো হৈচৈ বেড়ে যাবে।"

"কীভাবে?" "পুরস্কার নিলে এক বছরের মধ্যেই লোকে তোমাকে ভুলে যাবে। পরের বছর অন্য কেউ নোবেল পুরস্কার পাবে, তখন তাকে নিয়ে মেতে উঠবে। কিন্তু পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করলে প্রত্যেক বছরই লোকে তোমাকে নিয়ে হৈচৈ করবে।" "ইয়েস।" ডিসেম্বরে নোবেল পুরস্কার নিতে স্টকহোমে গেলেন পল ডিরাক। ডিরাক সাংবাদিকদের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ালেও নাছোড়বান্দা সাংবাদিকদের কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতেই হল। "প্রফেসর ডিরাক, আপনার কোয়ান্টাম মেকানিকস মানুষের দৈনন্দিন জীবনে কী কাজে লাগবে?" "কোন কাজে লাগবে না।" "ভবিষ্যতে কি কোন কাজে লাগতে পারে?" "আমি জানি না। আমি আমার তত্ত্ব নিয়ে কাজ করছি। এই তত্ত্বকে কে কীভাবে কাজে লাগাবে তা জানা আমার কাজ নয়।"

"এখন কী নিয়ে কাজ করছেন?" "পজিটিভ ইলেকট্রনের তত্ত্ব নিয়ে কাজ শুরু করেছি।" "গবেষণা ছাড়া আপনার আর কী কী বিষয়ে আগ্রহ আছে?"

"মানে?" "সাহিত্য, "আমি সাহিত্য পছন্দ করি না। আমি থিয়েটার দেখতে যাই না। আমি কোন গান শুনি না। আমি আমার পারমাণবিক তত্ত্ব নিয়েই সুখে আছি।" "আপনার গবেষণার ফল কি আপনার দৈনন্দিন জীবনে কোনো প্রভাব ফেলেছে?" "না। আমি যখন ঘুমাই, বা হাঁটতে যাই, বা ভ্রমণ করি তখন আমি কোন কাজ করি না। আমার মস্তিষ্ক তখন পারমাণবিক তত্ত্ব নিয়ে ভাবে না। আমি এক সঙ্গে একাধিক কাজ করতে পারি না।" "অদ্ভুত হলেও সত্যি যে ডিরাক এক সঙ্গে দুটো সাধারণ কাজও করতে পারতেন না। একবার রাশিয়ায় গিয়েছিলেন আমন্ত্রিত হয়ে। রিসার্চ স্টুডেন্টদের সেমিনারে। ডিরাক চুপচাপ সেমিনার বক্তাদের বক্তব্য শুনলেন এবং যথারীতি কোনো মন্তব্য করলেন না। সেমিনার শেষে অধ্যাপক আর স্টুডেন্টরা ডিরাককে জিজ্ঞেস করলেন, "প্রফেসর ডিরাক, আমাদের প্রেজেন্টেশান কেমন লাগলো আপনার?" "আমার তো এখন তা বলার সময় নেই। আমি এখন পোস্ট অফিসে যাচ্ছি।" "স্যার, আমরাও আপনার সঙ্গে আসি। আপনি হাঁটতে হাঁটতে বলবেন।" "আমি তো একসঙ্গে দুটো কাজ করতে পারি না।"

কেমব্রিজে ডিরাকের কাজের ধরন ছিল নিয়মে বাঁধা। দিনে পাঁচ ঘন্টার বেশি গবেষণায় বিশ্বাসী ছিলেন না তিনি। গ্রিষ্মকালে কাজের শেষে তিনি সাইকেল চালিয়ে চলে যেতেন অনেক দূরে। পথে কোন বড় গাছ দেখলে হঠাৎ সাইকেল থেকে নেমে গাছে উঠে যেতেন স্যুট, কোট, টাই সহ। (শীত- বসন্ত- গ্রীষ্ম- হেমন্ত সব ঋতুতেই তাঁর একই পোশাক। একটা কোট না ছেঁড়া পর্যন্ত তিনি অন্য কোন কোট কেনেন না।) গাছের ওপর কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে নেমে আসেন। ফিরে আসাসবার সময় কোনো লেকের পাশে থেমে জামা-কাপড় ছেড়ে নেমে যেতেন লেকের পানিতে। কিছুক্ষণ সাঁতার কাটতেন। নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পরেও তাঁর রুটিনে কোনো পরিবর্তন হয়নি।

গণিত ও তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণার মাঝে মাঝে তিনি পরীক্ষামূলক কাজও করতেন। তিনি যে একজন ফার্স্ট ক্লাস ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়র, সেটা তিনি ভুলে যাননি। পরে নিউক্লিয়ার আইসোটোপ সেপারেশনের কাজে উৎসাহ পান ডিরাক।

পাঁচ

জার্মানিতে তখন হিটলারের স্বৈর শাসন শুরু হয়ে গেছে। দেশ ছেড়ে চলে গেছেন আইনস্টাইনসহ অনেক জার্মান বিজ্ঞানী। ১৯৩৩ সালে আইনস্টাইন যোগ দেন প্রিন্সটনের ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড স্টাডিজে। সেখানে এক বছর ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে কাটানোর জন্য আমন্ত্রণ আসে ডিরাকের কাছেও। ১৯৩৪ সালের অক্টোবরে ডিরাক প্রিন্সটনে যোগ দেন। ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড স্টাডিজের ফাইন হলে ডিরাকের অফিস। ডিরাকের পাশের রুমেই বসেন ইউজিন উইগনার এবং তাঁর পাশের রুমে আইনস্টাইন। ডিরাক আর আইনস্টাইনকে একই সঙ্গে প্রিন্সটনে পেয়ে বৈজ্ঞানিক মহলে একটা বিরাট আশার সঞ্চার হয়েছিল, দুই মহারথী একসঙ্গে কাজ করবেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কোন রকমের বৈজ্ঞানিক সৌহার্দ গড়ে ওঠেনি। কারণ আইনস্টাইন ভালো ইংরেজি জানতেন না আর ডিরাক তাঁর স্বভাবমতো আইনস্টাইনের সঙ্গেও কথা বলতে আগ্রহী ছিলেন না। ১৯৩৭ সালের ২ জানুয়ারি সেন্ট্রাল লন্ডনের হলবর্ন রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে বিয়ে করেন ডিরাক, পদার্থবিজ্ঞানী ইউজিন উইগনারের বোন মার্গিটকে। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে হৈচৈ পড়ে যায় ডিরাকের বিয়ের সংবাদে। কেউ চিন্তাও করতে পারেননি যে ডিরাক মার্গিটের মত বিপরীত-স্বভাবের কাউকে বিয়ে করতে পারেন। রাদারফোর্ড তাঁর স্বভাবসুলভ উচ্চস্বরে বলেন, "ডিরাকের মতো লোককে সামলানোর জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কাউকে দরকার ছিল। উইগনারের বোনের আট বছরের অভিজ্ঞতা আছে।" আসলে মার্গিটের আগে একবার বিয়ে হয়েছিল, সেখানে এক ছেলে এবং এক মেয়েও ছিল। সহকর্মী সহ-পদার্থবিজ্ঞানীদের সঙ্গে মার্গিটকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময় ডিরাক সবসময় 'উইগনারের বোন'-ই বলতেন, কখনোই 'আমার স্ত্রী' বলতেন না। কেন ? সে প্রশ্নের জবাব কখনো দেননি ডিরাক। ১৯৩৭ সালের এপ্রিলে মার্গিট ফিরে আসে কেমব্রিজে তাঁর ছেলে-মেয়েদের নিয়ে। ডিরাক মার্গিটের ছেলে-মেয়েকে আইনগতভাবে নিজের করে নেন। দুই সন্ধান গ্যাব্রিয়েল ও জুডিথ ডিরাক পদবী গ্রহণ করে। কেমব্রিজের কাছে একটা বড় বাড়ি কেনেন ডিরাক ও মার্গিট। ১৯৪০ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি তাঁদের প্রথম কন্যা মেরির জন্ম হয়। দু'বছর পর ১৯৪২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর জন্ম নেয় তাঁদের দ্বিতীয় কন্যা মনিকার।

বাবা হিসেবে নিষ্ঠার সঙ্গে সব দায়িত্ব পালন করেছেন ডিরাক। চার সন্তানের প্রতিই তিনি সমান স্নেহশীল ছিলেন। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কখনোই রাগ করেননি। তাদের সঙ্গে নিয়মিত খেলাধূলা করেছেন। প্রত্যেক গ্রীষ্মকালে সবাইকে নিয়ে ছুটি কাটাতে চলে যেতেন দূরে কোথাও। প্রত্যেক রবিবার সকালবেলা মেয়েদের নিয়ে সাইকেল চালাতে যেতেন। বাড়ির লনে বাগান করেছেন নিজের হাতে। প্রতি শনিবার ও রবিবার বিকেলে বাগানের কাজ করতেন। নিজেদের গাছ থেকে আপেল পেড়ে একটা একটা করে ধুয়ে মুছে গ্যারেজের দোতলায় সাজিয়ে রাখতেন অনেক যত্নে। স্কেল দিয়ে মেপে দেখতেন যেন প্রত্যেকটা আপেল পরস্পর থেকে সমান দূরত্বে থাকে।

কুকুর পছন্দ করতেন না ডিরাক। কিন্তু মেয়েদের আবদারে তাদের বিড়াল কিনে দিয়েছিলেন। বিড়াল ঢোকার জন্য দরজা তৈরি করতে গিয়ে বিড়ালের গোঁফের দৈর্ঘ্য মেপে দেখতেন দরজার মাপ ঠিক করতে।

গ্যাব্রিয়েল ও জুডিথ বড় হয়ে যাবার পর যে যার ইচ্ছেমত কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে পড়েছে। মেরি আর মনিকাকে প্রতি সন্ধ্যায় নিজের হাতে গণিত আর পদার্থবিজ্ঞান শেখাতেন ডিরাক। তারা যখন জিজ্ঞেস করতো তাঁদের জীবনের লক্ষ্য কী হওয়া উচিত? ডিরাক বলতেন, "তোমার যা ভালো লাগে তাই হও। মনযোগ ও ভালোবাসা থাকলে অবশ্যই ভালো করবে।"

মার্গিটের সঙ্গে ডিরাকের সম্পর্কটা ভালোভাবেই টিকে গিয়েছিল। ডিরাক বিয়ের পরও খুব একটা বদলাননি। মানুষের সঙ্গ তিনি এড়িয়ে চলেছেন বরাবরই। অপ্রয়োজনীয় কথা বলতে পছন্দ করেন না বলে কোন ধরনের দাম্পত্য-কলহ তাঁদের কখনোই হয়নি। সংসারে যা বলার একা মার্গিটই বলে গেছেন। আর ডিরাক চুপচাপ শুনেছেন। এভাবেই নীরবে সুখে কেটেছে তাঁদের ৪৭ বছরের দাম্পত্য জীবন। তবে মার্গিটের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছেন ডিরাক। গান শুনতে শিখেছেন। যদিও কনসার্টে কখনো যেতেন না। কারণ সেখানে দর্শকের কাশির শব্দে নাকি তাঁর মনযোগ ব্যাহত হত। তিনি ক্লাসিক্যাল মিউজিক শুনতেন রেডিওতে, আলো নিভিয়ে, চোখ বন্ধ করে।

সারাজীবনে দুই শতাধিক গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে তাঁর। নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পরেও অনেক পুরস্কার পেয়েছেন। রয়েল সোসাইটির রয়েল মেডেল পেয়েছেন ১৯৩৯ সালে, ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক মেডেল ১৯৫২ সালে, ১৯৬৯ সালে পেয়েছেন মায়ামি ইউনিভার্সিটির ওপেনহেইমার প্রাইজ আর ১৯৭৩ সালে পেয়েছেন অর্ডার অব মেরিট।

১৯৬৯ সালে ডিরাক লুকাসিয়ান প্রফেসর পদ থেকে অবসর নেন। ১৯৭১ সালে সপরিবারে ফ্লোরিডা চলে যান। সেখানে ফ্লোরিডা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে যোগ দেন। সেখানেই ছিলেন আমৃত্যু। ১৯৮৪ সালের ২০ অক্টোবর ৮২ বছর বয়সে মারা যান পল ডিরাক।

বাবা হিসেবে নিষ্ঠার সঙ্গে সব দায়িত্ব পালন করেছেন ডিরাক। চার সন্তানের প্রতিই তিনি সমান স্নেহশীল ছিলেন। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কখনোই রাগ করেননি। তাদের সঙ্গে নিয়মিত খেলাধূলা করেছেন। প্রত্যেক গ্রীষ্মকালে সবাইকে নিয়ে ছুটি কাটাতে চলে যেতেন দূরে কোথাও। প্রত্যেক রবিবার সকালবেলা মেয়েদের নিয়ে সাইকেল চালাতে যেতেন।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

নিঠারিকাণ্ডে দুই আসামিরই ফাঁসি রদ, পান্ধের ও কোলিকে বেকসুর ঘোষণা এলাহাবাদ হাইকোর্টের

প্রয়াগরাজ, ১৬ অক্টোবর (হি.স.): নিম্ন আদালতে ফাঁসির সাজা হয়েছিল তাদের। ২০০৬ সালে উত্তর প্রদেশের নয়ডার নিঠারি হত্যা মামলার সেই দুই মূল অভিযুক্ত মণীন্দ্র সিং পান্ধের এবং সুরেন্দ্র কোলির ফাঁসির সাজা রদ করল এলাহাবাদ হাইকোর্ট। আদালত সূত্রে খবর, সুরেন্দ্রকে ১২টি মামলায় এবং মণীন্দ্রকে দু'টি মামলায় 'বেকসুর' ঘোষণা করেছে উচ্চ আদালত। তাতেই তাঁদের ফাঁসির সাজা রদ হল। নিঠারি মামলার আসামি মনিন্দর সিং পান্ধেরের আইনজীবী মনীষা ভান্ডারি বলেছেন, 'মনিন্দর সিং পান্ধেরকে দু'টি মৃত্যুদণ্ডে বেকসুর খালাস করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে আর কোনও মামলা নেই।"

২০০৫-২০০৬ সাল নাগাদ নিঠারিতে একের পর যুবতী, কিশোর-কিশোরী নিখোঁজ হতে শুরু করে। তদন্তে নেমে ২০০৬ সালের ২৯ ডিসেম্বর নিঠারির ব্যবসায়ী পান্ধেরের বাড়ি পিছনের নর্দমা থেকে উদ্ধার হয় বেশ কিছু কঙ্কাল ও দেহাবশেষ। এই ঘটনায় গোটা দেশ জুড়ে তোলপাড় শুরু হয়। পরে তদন্তে উঠে আসে, শিশু, কিশোর-কিশোরীদের উপর যৌন অত্যাচার চালিয়ে খুন করে তাদের দেহের অংশ প্রেসার কুকারে সেদ্ধ করে খেয়ে ফেলতেন পান্ধের এবং তাঁর বাড়ির পরিচারক সুরেন্দ্র।

পান্ধেরের বাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া কঙ্কারগুলির মধ্যে একটি ছিল বাঙালি তরুণী পিঙ্কি সরকারের কঙ্কাল। অভিযোগ ছিল, যৌন নির্যাতনের পরে খুন করা হয় তাঁকে। সেই মামলায় পান্ধের এবং কোলিকে ফাঁসির সাজা শুনিয়েছিলেন সিবিআই আদালতের বিশেষ বিচারক পবন তিওয়ারি। নিঠারি কাণ্ডের ১৯টি মামলার মধ্যে যথেষ্ট প্রমাণের অভাবে তিনটি মামলা খারিজ হয়ে গিয়েছিল। বাকি ১৬টি মামলার মধ্যে সাতটিতে ফাঁসির সাজা দেওয়া হয় কোলিকে। মণীন্দ্র অবশ্য মামলায় জামিনে ছাড়া পেয়েছিলেন। পরে পিঙ্কি খুনের মামলায় তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

দোকানে ভয়াবহ বিস্ফোরণে ১৮ ফুট দূরে ছিটকে পড়লেন দম্পতি

দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১৬ অক্টোবর, (হি.স.) : দোকানে ভয়াবহ বিস্ফোরণ। তীব্রতায় প্রায় ১৮ ফুট দূরে ছিটকে পড়লেন দম্পতি।

সোনারপুরের গঙ্গা জয়ারায়ের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য। কৌটো বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে বলেই জানা গিয়েছে। কৌটো বোমাটি কোথা থেকে এল, তা নিয়ে তীব্র ধোঁয়াশা।

সূত্রের খবর, অন্যান্য দিনের মতো সোমবার ভোররাতে পরোটার দোকান খুলতে যান সুজয় মণ্ডল এবং তাঁর স্ত্রী টুকটুকি। সেই সময় আচমকা বিস্ফোরণ। তীব্রতায় প্রায় ১৮ ফুট দূরে ছিটকে পড়েন দুজনে। বিস্ফোরণে শব্দে ঘুমঘোর কাটিয়ে কোনওক্রমে ঘটনাস্থলে জড়ো হন স্থানীয়রা। তাঁরাই খবর দেন নরেন্দ্রপুর থানায়। খবর পাওয়ামাত্রই পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। দুজনকে উদ্ধার করে কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, কৌটো বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে। কেউ বোমা ছুড়ল নাকি অন্য মজুত করা ছিল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

মণিপুরের চেয়ে ইজরায়েলে কী ঘটছে তাতে বেশি আগ্রহী প্রধানমন্ত্রী মোদী : রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে কটাক্ষ করলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। সোমবার মিজোরামের আইজলে এক জনসভায় রাহুল বলেছেন, মণিপুরের চেয়ে ইজরায়েলে কী ঘটছে তাতে বেশি আগ্রহী প্রধানমন্ত্রী মোদী।

রাহুলের কথায়, মণিপুর আর একটি রাজ্য নয়, এটি দু'টি রাজ্যে বিভক্ত। রাহুল দাবি করেছেন, মিজোরামে শান্তি এনেছে কংগ্রেস। মিজোরাম বিধানসভা নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে কংগ্রেস। সোমবার কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী চানমারি থেকে রাজভবন পর্যন্ত পদযাত্রা করেন। পরে এক জনসভা থেকে বলেছেন, 'কয়েক মাস আগে আমি কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত হেঁটেছিলাম। এটি ছিল ৪,০০০ কিলোমিটার পদযাত্রা। আজ আমরা ২ কিলোমিটার হেঁটেছি, কিন্তু আমি যে বার্তা পৌঁছে দিতে চেয়েছিলাম সেটাই আমি ভারত জুড়ে পদযাত্রার সময় দিয়েছিলাম।'

রাহুল আরও বলেন, 'কয়েক মাস আগে আমি মণিপুর গিয়েছিলাম। মণিপুরের ধারণা বিজেপি ধ্বংস করেছে।

মানুষ খুন হয়েছে, মহিলাদের শ্লীলতাহানি করা হয়েছে এবং বাচ্চাদের হত্যা করা হয়েছে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী সেখানে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন না।'

রাহুলের মতে, 'ছোট এবং মাঝারি ব্যবসা ধ্বংস করার জন্য তৈরি করা হয়েছে জিএসটি, এটি ভারতের কৃষকদের দুর্বল করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। আপনারা সকলেই জানেন, ডিমোনেটাইজেশনের সঙ্গে কী ঘটেছে...এটি আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীর দ্বারা চিন্তা করা একটি হাস্যকর ধারণা ছিল। অর্থনীতি এখনও পুনরুদ্ধার হয়নি। সবকিছু একজন ব্যবসায়ীকে সাহায্য করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।'

বোনের মৃত্যুশোকে জন্মদিন পালন না করার সিদ্ধান্ত ওডিশার মুখ্যমন্ত্রীর

ভুবনেশ্বর, ১৬ অক্টোবর (হি.স.) : বোনের মৃত্যুশোকে জন্মদিন পালন না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ওডিশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক। সোমবার তাঁর ৭৭-তম জন্মদিন। মুখ্যমন্ত্রীর বড় বোন গীতা মেহতার গতমাসেই মৃত্যু হয়। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর শুভাকাঙ্খীসহ সকলকে তাঁর জন্মদিনে তাঁর বাসভবনে যেতে নিষেধ করেছেন। তিনি সকলকে অনুরোধ করেন, কেউ যেন তাঁর বাড়ি নবীন নিবাসে তাঁকে শুভেচ্ছা জানাতে না আসেন।

গত মাসে তার বড় বোন গীতা মেহতার মৃত্যুর কারণে, মুখ্যমন্ত্রী পট্টনায়েক এই বছর তার জন্মদিন পালন না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে এই তথ্য জানানো হয়েছে।ওডিশার পাঁচবারের মুখ্যমন্ত্রী পট্টনায়েক গত বছরও তার জন্মদিন উদযাপন করেননি। কারণ তিনি একটি ব্যবসায়িক সভায় যোগ দিতে হায়দরাবাদ গিয়েছিলেন।

কংগ্রেসের ডিএনএতে রয়েছে দুর্নীতি : জে পি নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর (হি.স.) : কংগ্রেসের ডিএনএ—তে দুর্নীতি রয়েছে বলে মন্তব্য করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। আয়কর দফতর বেঙ্গালুরুতে প্রাক্তন কর্পোরেটরের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি বাসভবন থেকে ৪২ কোটি টাকা উদ্ধার করে। তার পরই সোমবার বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা মন্তব্য করলেন, দুর্নীতি কংগ্রেসের ডিএনএতে রয়েছে। তিনি আরও বলেন, কংগ্রেস এবং দুর্নীতি একই মুদ্রার দুটি দিক।

সোমবার এক্স-এ নাড্ডা লেখেন, কংগ্রেস এখন প্রতিশ্রুতি দেওয়ার শিল্প আয়ত্ত করেছে। কিন্তু বর্তমানে এই দলটি আরও একধাপ এগিয়ে গেছে। তারা এখন প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে গ্যারান্টি দিতে শুরু করেছে। সম্প্রতি প্রকাশ্যে একটি বিষয় এসেছে যে কর্ণাটকের কিছু কন্ট্রাকটারদের বাড়ি থেকে ১০০ কোটি টাকারও বেশি নগদ উদ্ধার হয়েছে। এই ঘটনা অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। নাড্ডা আরও বলেন, এই একই কন্ট্রাকটাররা কর্নাটকে বিধানসভা নির্বাচনের সময় বিজেপির বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার করেছে।

তামিলনাড়ুর ডিন্ডিগুলের কিছু স্থানে প্রবল বৃষ্টি, বন্ধ রইল স্কুল ও কলেজ

ডিন্ডিগুল, ১৬ অক্টোবর (হি.স.) : তামিলনাড়ুর ডিন্ডিগুল জেলার বেশ কিছু অংশে সোমবার সকালে ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে। আইএমডি জানিয়েছে, তামিলনাড়ুর ডিন্ডিগুল শহরে ৩৫ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। অন্যদিকে কোডাইকানাল (রোজ গার্ডেন)---এ ৩০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। কামাচিপুরমে ১১.৫ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে এবং কোডাইকানালের ব্রায়ান্ট পার্কে ৪৩.৬ মিমি বৃষ্টিপাত হয়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। তামিলনাড়ুতে গতবছর ৪৫ শতাংশ অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হয়েছিল কিন্তু এবছর এখনও পর্যন্ত মাত্র ৭ শতাংশ অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হয়েছে।

আচমকাই কালিন্দী কুঞ্জের যমুনা ঘাট পরিদর্শন বীরেন্দ্র ও মনোজের, মূল্যায়ন করলেন দূষণ পরিস্থিতি

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর (হি.স.): আচমকাই দিল্লির কালিন্দী কুঞ্জের যমুনা ঘাট পরিদর্শন করলেন দিল্লি বিজেপির সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেবা ও বিজেপি সাংসদ মনোজ তিওয়ারি। তাঁরা মূল্যায়ন করেন যমুনা নদীর দূষণ পরিস্থিতি। নৌকায় চেপে যমুনা নদীর দূষণ পরিস্থিতি মূল্যায়ন করেছেন উভয়ে। যমুনার জলকে দূষিত করার জন্য বীরেন্দ্র ও মনোজ তোপ দেগেছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে।

যমুনা নদীর তীর পরিদর্শনের পর দিল্লি বিজেপির সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেবা বলেছেন, 'শীঘ্রই ছট উৎসব শুরু হতে চলেছে এবং দিল্লির মানুষজন "ছঠি মাইয়া"-র উপাসনা করবেন। যমুনায় এই মুহূর্তে আমরা যে পরিস্থিতি দেখতে পাচ্ছি, তা বিপজ্জনক।' বীরেন্দ্র বলেছেন, 'অরবিন্দ কেজরিওয়াল আসলে যমুনাকে মেরে ফেলেছেন, এই জলের এমন অবস্থা যে কেউ এতে হাত দিলেই অসুস্থ হয়ে পড়বে...ছট পুজোর সময় যারা এই জলে ডুব দেবেন তাঁদের কী হবে? অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা হওয়া উচিত।' বিজেপি সাংসদ মনোজ তিওয়ারি বলেছেন, 'ছট পুজোর আগে আমরা যমুনা ঘাট পরিদর্শন করেছি, মহিলারা এই জলে ডুব দেয়, অথচ অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং তাঁর দল এই জলকে বিষাক্ত করে তুলেছে, এটি একটি বড় অপরাধ, আমরা বিষয়টি উচ্চ কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দেব।'

বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টের নজরে আনা হবে বলে জানিয়েছেন মনোজ তিওয়ারি।

ভারতে করোনার সক্রিয় রোগী কমে ৩৩৬; ২৪ ঘন্টায় সুস্থ ৩৭ জন, প্রাণহানি শূন্য

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর (হি.স.): ভারতে নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই রয়েছে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, মাঝেমধ্যেই ওঠানামা করছে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যাও। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৩ জন। রবিবার সারাদিনে ভারতে করোনায় মৃত্যু হয়নি কারও। এই সময়ে সুস্থ হয়েছেন ৩৭ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা এই মুহূর্তে মাত্র ৩৩৬ এবং মৃত্যুর সংখ্যা ৫, ৩২,০৩৭।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৬৭,২৪৮ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৫ অক্টোবর সারা দিনে ভারতে ৯, ৭০৪ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। মোট টিকাকরণের সংখ্যা বেড়ে ২২০, ৬৭,৭৩,৪৭৯-তে পৌঁছেছে।

তেলেঙ্গানার রাঙ্গারেডিতে দোকানে আগুন, শর্টসার্কিট থেকে সূত্রপাত বলে অনুমান

রাঙ্গারেড্ডি, ১৬ অক্টোবর (হি.স.) : তেলেঙ্গানার রাঙ্গারেড্ডি জেলায় একটি দোকানে ভয়াবহ আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। সোমবার তেলেঙ্গানার রাঙ্গারেড্ডি জেলার বনস্থলীপুরম এলাকায় একটি দোকানে আগুন লেগেছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। এই ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। পুলিশ জানিয়েছে, অনুমান করা হচ্ছে শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে। যদিও আগুন লাগার কারণ সম্পর্কে সঠিক তথ্য এখনও জানা যায়নি।

পুলিশের এক আধিকারিক জানান, সকাল ৬টা নাগাদ বনস্থলীপুরমের একটি দোকানে আগুন লাগার ফোন আসে। স্কুল ব্যাগ, লাগেজ ব্যাগের দোকানে সোমবার আচমকাই আগুন লাগে। এলাকায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। যদিও হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

পুলিশ জানিয়েছে, আগুন এখন নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। আগস্ট মাসের ১২ তারিখে তেলেঙ্গানার রাঙ্গারেড্ডি জেলার চন্দননগর এলাকায় একটি মলে আগুন লাগে। কয়েক ঘন্টা পরে আগুনকে নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছিল।

মহুয়া মৈত্র তৃণমূলের একজন বিশিষ্ট নেত্রী, বিজেপি তাঁকে নিরাশ করার চেষ্টা করছে : সঞ্জয় রাউত

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর (হি.স.): তৃণমূল বনাম বিজেপির মধ্যে শুরু হয়েছে নতুন বিতর্ক। লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ মহুয়া মৈত্র এক ব্যবসায়ীর হয়ে অর্থ ও উপহারের বিনিময়ে লোকসভায় প্রশ্ন করেছেন বলে অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার কাছে অবিলম্বে মহুয়াকে নিলম্বিত (সাসপেন্ড) করার আর্জি জানিয়েছেন ঝাড়খণ্ডের বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে। নিশিকান্তের এই আর্জির প্রেক্ষিতে শিবসেনা (উদ্ধব ঠাকরে শিবির) সাংসদ সঞ্জয় রাউত বলেছেন, 'মহুয়া মৈত্র তৃণমূলের একজন বিশিষ্ট নেত্রী, বিজেপি তাঁকে নিরাশ করার চেষ্টা করছে।'

প্রসঙ্গত, নিশিকান্তের সেই চিঠিতে অবিলম্বে কৃষ্ণনগরের সাংসদের বিরুদ্ধে তদন্তের দাবি করা হয়েছে। তাঁর সাংসদপদ কেড়ে নেওয়ার আবেদনও রয়েছে। একই সঙ্গে আইনজীবী অনন্ত দেহাদরি মহুয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে সিবিআই প্রধানকে চিঠি দিয়েছেন। তাঁর দাবি, দুবাইকেন্দ্রিক ব্যবসায়ী দর্শন হিরনানদানির থেকে অর্থ এবং উপহার নিয়ে লোকসভায় ৪৬টি প্রশ্ন করেছেন মহুয়া। যে প্রশ্নগুলি আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। সঞ্জয় রাউত এ বিষয়ে সোমবার বলেছেন, "আদানি-সহ কোনও শিল্পপতিকে কেউ প্রশ্ন করলে বিজেপি তা হজম করতে পারে না, এই কারণেই তাঁরা এমন অভিযোগ তুলছে।'

মুখোমুখি হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া-শ্রীলঙ্কা, এখনও জয়ের মুখ দেখেনি কোনও দল

লখনউ, ১৬ অক্টোবর (হি.স.): সপ্তাহের প্রথম দিন অর্থাৎ সোমবার ওডিআই বিশ্বকাপের ম্যাচে মুখোমুখি প্যাট কামিন্সের অস্ট্রেলিয়া এবং নতুন অধিনায়ক কুশল মেণ্ডিসের শ্রীলঙ্কা। চলতি বিশ্বকাপে দু"টো দলই দুটো করে ম্যাচ খেলে একটি ম্যাচও জেতেনি। ৫ বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া প্রথমে ভারত ও তারপর দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হেরেছে। অন্যদিকে শ্রীলঙ্কা পরপর দুই ম্যাচে হেরেছে দক্ষিণ আফ্রিকা ও পাকিস্তানের কাছে।

পয়েন্ট টেবিলে এই দুই দল কোন পয়েন্ট না পেয়ে একেবারে নিচের দিকে রয়েছে। অস্ট্রেলিয়া ও শ্রীলঙ্কার পয়েন্ট শূন্য। কিন্তু নেট রানরেটে শ্রীলঙ্কার থেকে পিছিয়ে থাকার কারণে পয়েন্ট টেবলের ৯ নম্বরে অজিরা। আর শ্রীলঙ্কা রয়েছে ৭ নম্বরে। এরই মাঝে শ্রীলঙ্কা শিবিরে বিরাট চাপ। মাসেল চোটের জন্য বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গিয়েছেন লঙ্কান অধিনায়ক দাসুন শানাকা। নতুন অধিনায়ক হয়েছে কুশল মেন্ডিস। আগামিকাল অজিদের বিরুদ্ধে শ্রীলঙ্কা টিমকে নেতৃত্ব দেবেন তিনি। কোনও দলই এখনও বিশ্বকাপে জয় মুখ দেখেনি। এখন দেখার আজ লখনৌর একানা স্টেডিয়ামে কোন দল প্রথম জয়ের মুখ দেখে।

নবীন পট্টনায়েককে জন্মদিনের শুভেচ্ছাজ্ঞাপন প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর

ভুবনেশ্বর, ১৬ অক্টোবর (হি.স.) : ওডিশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েককে জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সোমবার সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে ওডিশার মুখ্যমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী লেখেন, ওডিশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েককে তাঁর জন্মদিনে অভিনন্দন। আমি তাঁর দীর্ঘ ও সুন্দর জীবন কামনা করছি।

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে ওডিশার মুখ্যমন্ত্রী পট্টনায়েককে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি লেখেন, আমি মহাপ্রভুর কাছে তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

আসছেন অমিত শাহ, পুজোয় গণসংযোগের সুযোগ হারাতে চায় না বিজেপি

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর (হি.স.) : সোমবার কলকাতায় আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। একাধিক দুর্গাপুজোর উদ্বোধন করবেন তিনি। এ ছাড়াও কিছু পুজোর উদ্বোধনে থাকবেন বিজেপি-র রাজ্য নেতারা। বেলা তিনটায় অমিত শাহকে রেস কোর্সের হেলিপ্যাডে স্বাগত জানাবেন দলের রাজ্য সহ সভাপতি মধুছন্দা কর, বিধায়ক তথা রাজ্য সম্পাদক ডঃ শঙ্কর ঘোষ, সাংসদ তথা দলের রাজ্য সহ সভাপতি জগন্নাথ সরকার এবং প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। অমিতবাবু এর যাবেন সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের পুজো উদ্বোধনে। সেখানে যাবেন দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, বিজেপি-র রাজ্য সাধারণ সম্পাদক এবং সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো প্রমুখ।

সন্ধ্যায় অমিত শাহ পুজোর উদ্বোধনে যাবেন হাওড়া ও সল্ট লেকের ইজেডসিসি-তে। ওই দুই স্থানে থাকবেন জগন্নাথ সরকার এবং দলীয় নেতৃবৃন্দ।

বিধানসভায় বিজেপি-র বিক্ষোভ, ওয়াক আউট

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর (হি.স.) : মন্ত্রী-বিধায়কদের বেতন বৃদ্ধি করতে 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল স্যালারিজ অ্যান্ড অ্যালায়েন্স অ্যাক্ট ১৯৫২' এবং বেঙ্গল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি (মেম্বার অ্যামিউজমেন্টস) অ্যাক্ট ১৯৩৭' সংশোধনে বিজেপি-র বিরোধিতার জেরে সোমবার বিধানসভায় বিজেপি বিধায়করা বিক্ষোভ দেখানোর পর ওয়াক আউট করেন।

সব মিলিয়ে মন্ত্রী-বিধায়কদের বেতন বৃদ্ধির বিল নিয়ে একটা জটিলতা তৈরি হল। মন্ত্রী-বিধায়কদের বেতন বৃদ্ধির জন্য পুজোর মধ্যে বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন ডেকেও তা পাশ করাতে পারল না সরকার।

বাদল অধিবেশনে রাজ্যের বিধায়ক, পূর্ণমন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, বিধানসভার স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই বিল পাশের জন্য এদিন তড়িঘড়ি সংশোধনী আনা হলেও তা পাশ করতে পারল না সরকার। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস এখনও সেই বিলে সই করেননি।নিয়ম অনুয়ায়ী অন্য কোনও ধরনের বিলের ক্ষেত্রে প্রয়োজন না হলেও ফিন্যান্স বিল পেশের ক্ষেত্রে রাজ্যপালের অনুমোদন প্রয়োজন হয়। সরকারের তরফে মন্ত্রী-বিধায়কদের বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাবিত বিল রাজভবনে পাঠানো হয়। নির্ধারিত সময় রাজভবন থেকে রাজ্যপালের সই করা বিলের প্রতিলিপি বিধানসভায় এসে না পৌঁছনোয় বৈঠকে বসে বিএ (বিজনেস অ্যাডভাইসরি) কমিটির সদস্যরা। বৈঠক শেষে পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় জানান, মন্ত্রী-বিধায়কদের বেতন বৃদ্ধির এই সংশোধনী বিল বিধানসভায় পেশ করা হলেও সেই নিয়ে কোনও আলোচনা বা ভোটাভুটি হবে না। বিধানসভার সচিবালয় থেকে জানানো হয়, একদিনের এই অধিবেশনে একটি বিশেষ সংশোধনী গৃহিত হবে। প্রথমে বিশেষ অধিবেশনে উপস্থিত থাকবে না বলে জানালেও মত বদল করে বিজেপি। এদিন বিধানসভায় বিল পেশের পর ওয়ারকাউট করে বিজেপি বিধায়করা। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিধানসভার করিডোরে বিলের প্রতিলিপি ছিঁড়ে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি বিধায়করা।

ফের একবার মন্ত্রী-বিধায়কদের বেতন বৃদ্ধি নিয়ে রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাত বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৯১ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর (হি.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। সোমবার ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৯১ এবং ডব্লিউটিআই অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৮৮ ডলারের কাছাকাছি। যদিও সোমবার সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি। ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, সোমবার দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা। ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে। প্রসঙ্গত, গত বছর ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

স্বস্তির বৃষ্টিতে ভিজল হিমাচলের রাজধানী শিমলা, কাশ্মীরের পাহাড় ঢাকল তুষারে

শিমলা ও শ্রীনগর, ১৬ অক্টোবর (হি.স.): বৃষ্টিতে স্বস্তি পেল হিমাচল প্রদেশের রাজধানী শিমলা। সোমবার সকালে শিমলায় প্রবল বৃষ্টিপাত হয়, বৃষ্টির জেরে সাময়িকের জন্য থমকে যায় স্বাভাবিক জনজীবন। বৃষ্টির সৌজন্যে মনোরম হয়ে উঠেছে শিমলার আবহাওয়া। এদিকে, সোমবারই তুষারপাত হয়েছে কাশ্মীরের পাহাড়ে। পীর কি গালিতে তুষারপাতের পর অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে মুঘল রোড। কাশ্মীরের বান্দিপোরা জেলার রাজদান পাসেও নতুন করে তুষারপাত হয়েছে এদিন। জম্মু ও কাশ্মীরের গুরেজ উপত্যকাতেও নতুন করে তুষারপাত হয়েছে। ডিওয়াইএসপি ট্রাফিক রাজৌরি-পুঞ্চ, নওয়াজ চৌধুরী বলেছেন, পীর কি গালি এবং পার্শবর্তী এলাকায় তুষারপাত এবং রাস্তায় পিচ্ছিল অবস্থা হওয়ায় মুঘল রোডে যানবাহন চলাচল স্থগিত করা হয়েছে।

চন্ডীগড় পিজিআই-তে ফের অগ্নিকাণ্ড, চক্ষু কেন্দ্রের ইউপিএস রুম থেকে আগুনের সূত্রপাত

চন্ডীগড়, ১৬ অক্টোবর (হি.স.): ফের আগুন লাগল চন্ডীগড় পিজিআই-তে। সোমবার সকাল ৯.৩০ মিনিট নাগাদ আগুন লাগে। অ্যাডভান্সড চক্ষু কেন্দ্রের ইউপিএস ব্যাটারি রুম থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়, সেখানে আগুন লাগার পর দ্রুত সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। অগ্নিকাণ্ডে কেউ হতাহত হননি। দমকলের চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে এসেছে।

গত সপ্তাহেই পিজিআই নেহরু হাসপাতালের "সি" ব্লকের কম্পিউটার রুমে আগুন লেগেছিল।

তদন্তে জানা যায়, ইউপিএস রুমে শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগে। আগুন লাগার পর শক্তিশালী বিস্ফোরণ হয়, যে কারণে বৈদ্যুতিক তার পুড়ে যায়। অক্সিজেন পাইপলাইনও ফেটে গিয়েছিল। সেই অগ্নিকাণ্ডের রেশ কাটতে না কাটতেই ফের আগুন লাগল চন্ডীগড় পিজিআই-তে।

বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত পঞ্জাব হরিয়ানা ও চন্ডীগড়; মাথায় হাত কৃষকদের

চন্ডীগড়, ১৬ অক্টোবর (হি.স.): প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল পঞ্জাব, হরিয়ানা ও চন্ডীগড়। সোমবার সকালে পঞ্জাব, হরিয়ানা ও চন্ডীগড়ের কিছু অংশে প্রবল বৃষ্টি হয়। বৃষ্টির সৌজন্যে তাপমাত্রাও কিছুটা নেমেছে, মনোরম হয়ে উঠেছে আবহাওয়া। তবে, অসময়ের বৃষ্টিতে মাথায় হাত কৃষকদের। আবহাওয়া দফতরের মতে, হরিয়ানার আম্বালা, হিসার, সিরসা, ফতেহাবাদ ও কুরুক্ষেত্র এবং পঞ্জাবের লুধিয়ানা, পাটিয়ালা, ভাটিন্ডা, ফরিদকোট, ফতেহগড় সাহেব, ফিরোজপুর এবং মোহালিতে সোমবার সকালে বৃষ্টি হয়েছে।

ভারী বৃষ্টির ফলে দুঃশ্চিন্তার মধ্যে রয়েছেন লুধিয়ানা, কার্নাল এবং কাইথালের কৃষকরা। ফসল নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় অন্নদাতারা। প্রবল বৃষ্টিতে জমিতেই তাঁদের ফসল ভিজে গিয়েছে, যা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। বৃষ্টির কারণে ক্ষয়ক্ষতি রুখতে কৃষকদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। যেভাবেই হোক নিজেদের উৎপাদিত ফসল বাঁচাতে চাইছেন তাঁরা।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

বর্ষার মরসুমে খুদেকে সংক্রমণের হাত থেকে কী ভাবে বাঁচাবেন?

রাজ্য জুড়ে ফের বাড়ছে ডেঙ্গির চোখরাঙানি। গত জুলাই থেকে প্রায় এক মাসে এ নিয়ে মশাবাহিত রোগে মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল দশ। সেই তালিকায় রয়েছেন, বৃদ্ধ থেকে শিশু সকলেই। এই সময় শিশুদের জ্বর হলে অভিভাবকদের বাড়তি সতর্কতা নিতে বলছেন চিকিৎসকেরা। শিশুদের জ্বর হলে গড়িমসি না করে সঙ্গে সঙ্গে চিকিতকের নির্দেশে রক্ত পরীক্ষা করাতে হবে। চিকিৎসকের বক্তব্য, শিশুদের জ্বরে বয়স ও ওজন অনুযায়ী প্যারাসিটামল ছাড়া অন্য কোনও ওষুধ বিশেষ করে আইব্রুফেন দেওয়া উচিত নয়। কারণ, ডেঙ্গি হলে আইব্রুফেন হেমোরেজের আশঙ্কা বাড়িয়ে দেয়। জ্বর যদি বেশি হয়, তখন মাথায় জলপট্টি দিতে হবে এবং ঈষদুষ্ণ জলে গা-হাত-পা স্পঞ্জ করিয়ে দেওয়া দরকার। এ সময়ে জ্বর, সর্দি, পেটে ব্যথা দিয়ে রোগের সূত্রপাত। এই অবস্থায় রক্ত পরীক্ষা করে ডেঙ্গির জীবাণু পাওয়া গেলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। এই সময়ে শিশুদের যাতে

ডিহাইড্রেশন না হয়, সে দিকে নজর রাখতে হবে। এই সময়ে শিশুকে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল ও জলীয় খাবার দিতে হবে। নিয়ম করে রক্তের প্লেটলেটের সংখ্যা পরীক্ষা করাতে হবে। তবে যদি বমি হয়, তা হলে শিশুকে ভর্তি করার দরকার হতে পারে। যদি জ্বরের মধ্যে শিশুদের প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যায় (দিনে ৭/৮ বারের কম প্রস্রাব হয়) তা হলে ঝুঁকি না নিয়ে খুদেকে হাসপাতালে ভর্তি করানো দরকার। এর সঙ্গে যদি শিশুটি জানায় যে, বুকে বা পেটে ব্যথা করছে, তা হলে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করানো দরকার।

শিশুদের রোগ প্রতিরোধশক্তি বৃদ্ধির জন্য ডায়েটের উপর নজর দিতে হবে।

সংক্রমণ এড়ানোর উপায় কী?

১) বাড়িতেই হোক কিংবা বাড়ির বাইরে বেরোলেই শিশুদের মশা তাড়ানোর ক্রিম গায়ে মাখিয়ে রাখুন, ফুলহাতা জামা আর ফুল ট্রাউজার পরিয়ে রাখুন।

২) যত অনভ্যাসই থাক, শিশু আর নিজের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে বর্ষার ক'দিন মশারির ভিতর ঘুমোনোর অভ্যাস করুন।

৩) জল সে নোংরা হোক বা পরিষ্কার, কিছুতেই জমে থাকতে দেবেন না। জলের বালতি ঢেকে রাখুন। বাড়ির চারপাশে যেন কোনও ভাবেই জল না জমতে পারে সে দিকে কড়া নজর রাখুন। প্রয়োজনে কর্পোরেশন, স্থানীয় পুরসভা বা পঞ্চায়েতের সঙ্গে যোগাযোগ করুন সত্বর। জানলায় মশা আটকানোর নেট লাগিয়ে রাখুন।

৪) ভেষজ কোনও কোনও ধূপেও মশা যায়। সে সব প্রয়োগ করতেই পারেন বাড়িতে। বাড়িতে মশা নিরোধক তেল ব্যবহারের আগে চিকিৎকের পরামর্শ নিন। মশা তাড়ানোর জন্য কর্পূর জ্বালিয়ে রাখতে পারেন বাড়িতে। ইউক্যালিপটাস, তুলসী, লেমনগ্রাস এই সব গাছ কিনে বাড়িতে রাখতে পারেন, এদের গন্ধে মশা দূরে থাকে।

৫) শিশুদের রোগ প্রতিরোধশক্তি বৃদ্ধির জন্য ডায়েটের উপর নজর দিতে হবে। খুদেকে বেশি করে ব্রকোলি, দই, টকজাতীয় ফল, পালংশাক, বাদাম খাওয়াতে হবে। শুধু তা-ই নয়, খুদে যেন বেশি করে জল খায় সে দিকেও নজর রাখতে হবে।

ব্যথার উপশমে কাপিং থেরাপি

উপুড় হয়ে শুয়ে আছেন বাংলার জনপ্রিয় এক তারকা। তাঁর পিঠের উপরে বসানো রয়েছে ছোট ছোট কাপের আকৃতির কয়েকটি কাচের পাত্র। সম্প্রতি এমনই একটি ছবি ঘুরছিল সমাজমাধ্যমে। স্বাভাবিক ভাবেই ওই সব কাচের পাত্রগুলি কী এবং সেগুলি কেন পিঠে বসানো, তা নিয়ে কৌতূহল প্রকাশ করেছিলেন অনেকেই।

ফিজিয়োথেরাপিস্টরা জানাচ্ছেন, দেহের কোনও অংশে এই ভাবে ছোট ছোট পাত্র বসানো আসলে এক ধরনের থেরাপির অঙ্গ।

প্রাচীন চিন, ইজিপ্ট এবং মধ্য প্রাচ্যে এর চল ছিল। বর্তমানে এই কাপিং থেরাপি আবার জনপ্রিয় হচ্ছে।

কাপিংয়ের ব্যবহার

ফিটনেস বিশেষজ্ঞ সৌমেন দাস জানাচ্ছেন, মূলত ব্যথা কমানোর জন্য এর ব্যবহার হয়। এ ছাড়া, দেহের কোনও অংশে শক্ত হয়ে থাকা পেশিতে রক্ত চলাচল বাড়িয়ে নমনীয়তা ফেরাতেও কাপিং উপযোগী। অ্যাকনে, একজিমার মতো ত্বকের সমস্যা, দেহে ইনফ্লামেশন, ভ্যারিকোজ ভেন থেকে উপশম মিলতে পারে এই পদ্ধতিতে। তা ছাড়া, এটির মাধ্যমে ডিপ টিসু মাসাজও সম্ভব।

কী ভাবে হয় কাপিং

থেরাপির নাম থেকেই স্পষ্ট, এতে কাপের মতো পাত্রের ভূমিকাই প্রধান। এই কাপ হতে পারে বিভিন্ন আকারের। সাধারণত এগুলি কাচ, মাটি, ধাতু বা বাঁশের তৈরি হয়। মূলত কাপের মধ্যে শূন্যস্থান (ভ্যাকুয়াম) তৈরি করে সেগুলি দেহের নির্দিষ্ট জায়গায় উল্টো করে বসিয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে কাপগুলি চামড়ার সঙ্গে এঁটে বসে যায়। এই ভাবে সেগুলি রেখে দেওয়া হয় তিন-চার মিনিট। এর ফলে ওই অংশের শিরাগুলি ফুলে ওঠে, রক্ত চলাচল বাড়ে সেখানে। এর পরে কাপগুলি সরিয়ে নেওয়া হয়। প্রয়োজন বুঝে নির্দিষ্ট সংখ্যার কাপ ব্যবহার করেন থেরাপিস্ট। এ সব ক্ষেত্রে কাপের মধ্যে শূন্যস্থান তৈরি করতে আগুনের ব্যবহার করা হলেও আধুনিক পদ্ধতিতে অনেক সময়েই ব্যবহার করা হয় পাম্প কাপ। এতে যন্ত্রের সাহায্যে কাপের ভিতরের বাতাস বার করে নেওয়া হয়। এ ছাড়া, সিলিকন কাপের ব্যবহার করলে সেগুলি সহজেই ত্বকের উপর দিয়ে টেনে বিভিন্ন জায়গায় সরানো যায়। ডিপ টিসু মাসাজে এই পদ্ধতির ব্যবহার হয়। সৌমেন জানাচ্ছেন, এ ছাড়াও ওয়েট কাপিং নামে একটি পদ্ধতির চল রয়েছে। এতে কাপ বসানোরকিছু ক্ষণ পরে সেগুলি সরিয়েনেওয়া হয়। এর পরে ফুলে ওঠা অংশে ধারালো কিছু দিয়ে অগভীর ভাবে কেটে সামান্য রক্ত বার করে নেওয়া হয়। মনে করা হয়, এতে দেহের টক্সিন সহজেই বেরিয়ে যায়। এর পরে আবার কাপ বসানো হয়। পরে ওই অংশে ওষুধ লাগিয়েহাল্কা করে টেপ বা ব্যান্ডেজ করে দেওয়া হয়।

কারা করাতে পারেন

এই থেরাপি মূলত খেলাধুলোর সঙ্গে যুক্ত বা ফিটনেসপ্রেমীরা করিয়ে থাকেন। তবে দ্রুত ব্যথামুক্তির জন্য সকলেই করাতে পারেন এটি। রিউম্যাটিক, অ্যানিমিক রোগীরা, ত্বকের সমস্যা বা মাইগ্রেনে ভোগেন যাঁরা, সকলেই উপকার পেতে পারেন এই থেরাপিতে। যাঁরা দ্রুত ব্যথার উপশম চান, তাঁদের জন্য উপযুক্ত এই থেরাপি।

কী কী সাবধানতা দরকার

কাপিং সাধারণত নিরাপদ হলেও কয়েকটি জিনিস মাথায় রাখা দরকার। একটি বেসরকারি হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত ফিজিয়োথেরাপিস্ট অতনু হালদার বললেন, "কাপ দিয়ে ভ্যাকুয়াম তৈরির জেরে থেরাপির পরে ত্বকের উপরে গোল দাগ বেশ কিছু দিন থাকে। যাঁরা এই থেরাপি করাতে যাবেন, তাঁদের এই বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। থেরাপিস্টের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে তবেই যাওয়া উচিত। কারণ, এর জন্য মানবদেহে পেশি, রক্তবাহী শিরা-ধমনীর অবস্থান সম্পর্কে ভাল জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। ওয়েট কাপিংয়ের ক্ষেত্রে সাবধানতা বেশি দরকার, কারণ এতে সংক্রমণের ভয় থাকে। ব্যবহৃত কাপ ও অন্য জিনিস ঠিক মতো জীবাণুমুক্ত করা কি না, খেয়াল রাখতে হবে সেই দিকে।" এ ছাড়া, কাপ বসানোর সময়ে ব্যথা বা ত্বকের ক্ষতির আশঙ্কাও থাকে। অতনু জানান, কাপের ভ্যাকুয়ামের চাপ সহ্য করার জন্য কারও ত্বক উপযুক্ত কি না, সেই দিকেও খেয়াল রাখতে হবে থেরাপিস্টকে।

কত দিন দরকার

সমস্যার গুরুত্ব বুঝে সেশনের প্রয়োজনীয়তা ঠিক করেন থেরাপিস্ট। সাধারণত, তিন-চারটি সেশনের প্রয়োজন পড়ে। তবে প্রথম বার থেকেই ফল মিলতে শুরু করে বলে জানাচ্ছেন থেরাপিস্টরা।

সমুদ্রের ধারে বৃষ্টি দেখতে দেখতে কাঁকড়া খাবেন, শরীরের কোনও ক্ষতি হবে না তো?

শুধু বাঙালিরাই নয়, সমুদ্রের ধারে ঘুরতে গেলে অনেকেই মাছের প্রতি আলাদা টান অনুভব করেন। সকালে সমুদ্রস্নান সেরে, বিকেলে সমুদ্রের পারে বসে মাছভাজা খাওয়ার মজাই আলাদা। অনেকেই মনে করেন, সমুদ্রের ধারে যত টাটকা মাছ পাওয়া যায়, তা অন্য কোথাও পাওয়া সম্ভব নয়। এ কথা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। মাছ বা সামুদ্রিক জীব টাটকা হওয়া সত্ত্বেও যত পেটের রোগ বা অ্যালার্জিজনিত সমস্যা কিন্তু শুরু হয় এই সমস্ত ভাজা খাওয়ার পর থেকেই। তাই চিকিৎসকেরা বলছেন, ঘোরার আনন্দ মাটি না করতে চাইলে এই সব সামুদ্রিক খাবার এড়িয়ে চলাই ভাল।

বর্ষাকালে সামুদ্রিক মাছ খাবেন না কেন? ১) জলজ দূষণ

বৃষ্টির জলে নানা জায়গা থেকে নোংরা, ধুলো-ময়লা সমুদ্রে এসে মেশে। এই দূষণের ফলে মাছ, সামুদ্রিক জীবেরাও সংক্রামিত হয়। এই ধরনের মাছ যতই টাটকা হোক না কেন, তা খেলে পেটের রোগ হতে বাধ্য। ২) পারদ সংক্রমণ বর্ষাকালে আরও একটি সমস্যা হল জলের মধ্যে পারদ মাত্রা বেড়ে যাওয়া। পারদ এমনিতেই বিষাক্ত একটি ধাতু। জলের মধ্যে থাকা এই বিষ মাছেদের শরীরে সহজেই থেকে যায়। টুনা, তরয়াল বা হাঙর প্রজাতির বড় মাছের মধ্যে এই ধরনের সংক্রমণ বেশি দেখা যায়। কোন মাছে এই বিষ ঢুকে রয়েছে, তা বাইরে থেকে দেখলে

একেবারেই বোঝা যায় না। ফলে এই ধরনের মাছ থেকে সংক্রমণের ঝুঁকি থেকেই যায়।

৩) অ্যালার্জির ভয় সামুদ্রিক খাবার থেকে অনেকেরই অ্যালার্জি হয়। এই সমস্যা কিন্তু বেড়ে যেতে পারে বর্ষায়। যে হেতু এই সময়ে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে তাই চট করে এই ধরনের সমস্যা প্রভাব ফেলতে পারে। এ ছাড়াও বর্ষাকালে পরজীবীদের সংখ্যাও বেড়ে যায়। জলের মধ্যে থাকা মাছেদের শরীর থেকে সহজেই তা মানবদেহে প্রবেশ করতে পারে। ফলে পেটব্যথা, বমি, পেটখারাপের মতো সমস্যা হতেই পারে।

ক্যালশিয়ামের কমবেশি

প্রত্যেক দিনের খাদ্যচাহিদায় ক্যালশিয়ামের গুরুত্বের কথা কমবেশি সকলেই জানি আমরা। কিন্তু তার কতটা পূরণ হয় রোজ? যাঁরা ক্যালশিয়াম সাপ্লিমেন্ট নেন, তা অন্য কোনও বিপদ ডেকে আনবে না তো? যাঁরা দুধ কিংবা দুগ্ধজাত খাবার খেতে পারেন না, তাঁরাই বা কী ভাবে ক্যালশিয়ামের জোগান নিশ্চিত করবেন? এমনই সব প্রশ্নের সমাধান জেনে রাখা দরকার।

খেতে হবে মাপসই

দুগ্ধজাত খাবার, মাছ, সবুজ আনাজ, ফলের মধ্যে কমলালেবু, পিয়ার, বেরি, কিউয়িতে ক্যালশিয়াম পাওয়া যায় প্রচুর পরিমাণে। ক্যালশিয়ামসমৃদ্ধ খাবার নিয়মিত খেতে হবে। বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষেত্রে এ কথা বেশি করে প্রযোজ্য। তাঁরা অনেক সময়েই দুধ, দই, ছানা, ডিম ইত্যাদি সন্তানকে খাওয়ালেও নিজেরা খান না। ফলে চল্লিশের আশপাশ থেকেই অস্টিয়োপোরোসিসের মতো চেনা সমস্যা দেখা যায় ঘরে ঘরে। শুরু হয় ক্যালশিয়াম সাপ্লিমেন্ট নেওয়া।

ডায়াটিশিয়ান সুবর্ণা রায়চৌধুরী বললেন, ১৯ থেকে ৫০ বছর বয়সিদের ক্যালশিয়ামের প্রয়োজনীয়তা প্রত্যেক দিন কমবেশি ১০০০ মিলিগ্রাম। ৫১ থেকে ৭০ বছর বয়সি মহিলাদের এই প্রয়োজনীয়তা আবার ১২০০ মিলিগ্রাম। আড়াইশো মিলিলিটার দুধ, একটা ডিম, একশো-দেড়শো গ্রাম মাছ, একটু শাক-আনাজ আর একটা ক্যালশিয়াম সাপ্লিমেন্ট নিলেই এই চাহিদা রোজ মিটিয়ে ফেলা সম্ভব। এ বার প্রশ্ন হল, এই সাপ্লিমেন্ট নেওয়ার সময়ে আমরা খেয়াল করি কি যে, তাতে ক্যালশিয়ামের মাত্রা কতখানি? ট্যাবলেট যদি ৫০০ মিলিগ্রামের হয়, তা হলে খাবার সেই মতো ব্যালান্স করতে হবে। অতিরিক্ত হলে হিতে বিপরীত হতে পারে।

অতিরিক্ত ভাল নয়

মাত্রাতিরিক্ত ক্যালশিয়াম শরীরে প্রবেশ করলে তা থেকে হতে পারে ক্যালশিয়াম ডিপোজিট। গলব্লাডার স্টোন, কিডনি স্টোন থেকে শুরু করে হার্টের সমস্যার মতো কঠিন অসুখও ডেকে আনতে পারে তা। বমি ভাব, গা হাত পা ফুলে যাওয়ার মতো প্রাথমিক লক্ষণ দেখা দিলেই সতর্ক হোন। খাবার এবং সাপ্লিমেন্ট মিলিয়ে অতিরিক্ত ক্যালশিয়াম শরীরে প্রবেশ করছে না তো?

গর্ভাবস্থায় অনেকেই ভালমন্দ খাওয়ার পাশাপাশি ক্যালশিয়াম সাপ্লিমেন্ট খান। সঙ্গে অনেকে পাউডার বেসড ভিটামিন-মিনারেল সাপ্লিমেন্টও খেয়ে থাকেন। দৈনিক ১০০০ মিলিগ্রামের চাহিদা কোনও ভাবে পূরণ হয়ে গেলেই আর সাপ্লিমেন্টের দরকার পড়ে না, এটা মাথায় রাখা জরুরি। একটানা কোনও সাপ্লিমেন্ট খাওয়াই উচিত নয়। মাসতিনেক খেয়ে একটু বিরতি দিয়ে আবার শুরু করতে পারেন। সেই সময়ে খাবারের মাধ্যমে দৈনিক চাহিদা যাতে পূরণ হয়, সে দিকেও খেয়াল রাখতে হবে।

দুধ না খেলে

ল্যাকটোজ ইনটলারেন্টরা সরাসরি দুধ খেতে না পারলেও দই, ছানা, চিজ বা অন্য দুগ্ধজাত খাবারের মাধ্যমে ক্যালশিয়াম পেতে পারেন। আবার দুগ্ধজাত কোনও খাবারই খেতে পারেন না যাঁরা, তাঁরা বেছে নিন সয়া-বেসড খাবার। সয়া মিল্ক, টোফু ইত্যাদির মাধ্যমে ক্যালশিয়ামের চাহিদা পূরণ হতে পারে।

শুধু ক্যালশিয়াম কেন, সব ধরনের খাবারের ক্ষেত্রেই ব্যালান্স রেখে ডায়েট তৈরি করা উচিত। তা হলে শরীরও থাকবে ভাবনাহীন।

হেঁশেলের তাকে লুকিয়ে থাকা আরশোলা

হেঁশেলে আরশোলার উপদ্রব কমবে বলে পুরনো হেঁশেলের ভোল বদলে "মডিউলার" করে ফেলেছেন। কিন্তু সমস্যা যে কে সেই। উল্টে আরশোলারা লুকোনোর জন্য প্রচুর জায়গা পেয়েছে। তার উপর এখন বর্ষাকাল। রান্নাঘরে খাওয়া এবং থাকার ব্যবস্থা করতে পারলে তারাও খানিকটা নিশ্চিন্ত হতে পারে। কিন্তু সমস্যা হল এই আরশোলা এবং নানা রকম পোকামাকড়ের ঠেলায় সেখানে খাবার জিনিস খুলে রাখাই দায়।

ঝুড়িতে রাখা আলু, প্যাকেটে রাখা পাউরুটি সবই অর্ধেকটা করে খেয়ে রেখে দিচ্ছে। লক্ষ্মণরেখা টেনেও কোনও লাভ হচ্ছে না। আর কোনও উপায় আছে কি?

১) পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে

হেঁশেল থেকে আরশোলা এবং বিভিন্ন পোকামাকড়ের অত্যাচার প্রতিরোধ করতে গেলে প্রথমেই পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর দিতে হবে। খাবারের উচ্ছিষ্ট, খাবার-সহ প্যাকেটের মুখ খুলে রেখে দেওয়া, খাবার নিতে গিয়ে মেঝেতে ছড়িয়ে রেখে দিলে কিন্তু আরশোলাদের আটকানো যাবে না।

২) ঢোকার মুখ বন্ধ করতে হবে

যে যে জায়গা দিয়ে পোকামাকড় ঢুকতে পারে, সেই সমস্ত প্রবেশপথ বন্ধ করে দিতে হবে। নিয়মিত পরিষ্কার রাখতে হবে হেঁশেলের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত নালিমুখ।

৩) প্রাকৃতিক রেপেলেন্টস

আরশোলা উপদ্রব কমাতে প্রাকৃতিক রেপেলেন্ট ব্যবহার করতে পারেন। জলের সঙ্গে পিপারমেন্ট অয়েল মিশিয়ে বাড়িতেই তৈরি করে ফেলতে পারেন স্প্রে। রান্নাঘরের প্রতিটি কোণে ছড়িয়ে রাখলে এই তেলের গন্ধে আরশোলা ধারেকাছে আসতে সাহস পাবে না।

ত্বকের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে গেলে নিয়ম মেনে পরিষ্কার করতে হবে মুখ

সাধ্যের মধ্যে যত রকম প্রসাধনী রয়েছে, প্রায় সবই এক বার করে মেখে ফেলেছেন। সুন্দর, নিটোল, ব্রণহীন, দাগ-ছোপহীন ত্বক পাওয়ার ইচ্ছে থাকে সকলেরই। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেই তো আর তা পূরণ হয় না। নামীদামি প্রসাধনী মেখেও সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ত্বকের ধরন অনুযায়ী বিভিন্ন প্রসাধনী ব্যবহার করলেই যে ত্বকের স্বাস্থ্য ভাল থাকবে এমনটা নয়।

সেই প্রসাধনীগুলি ত্বকে মাখার পর ঠিক মতো কাজ করতে পারছে কি না, তা দেখা জরুরি। সারা দিন বাইরে থেকে ঘুরে তেল, ধুলো-ময়লা জমে থাকা মুখে যতই নামীদামি প্রসাধনী মাখুন না কেন, তা কোনও উপকারেই আসবে না। তাই ত্বকের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে নিয়ম মেনে মুখ পরিষ্কার করতে হবে।

১) দিনে দু'বার

ত্বকের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে গেলে অন্তত পক্ষে দিনে দু'বার মুখ পরিষ্কার করতেই হবে। অনেকেই মনে করেন, রাতে মুখ পরিষ্কার করেই ঘুমোতে গিয়েছেন। তা হলে ঘুম থেকে উঠে আবার মুখ পরিষ্কার করার প্রয়োজন কোথায়? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, রাতে ঘুমের মধ্যেও ত্বকের গ্রন্থি থেকে সেবাম উতন্ন হয়। তার উপর কোনও প্রসাধনী মাখলে তা কোনও কাজে আসবে না। তাই মুখ পরিষ্কার করতেই হবে।

২) উষ্ণ গরম জল

মুখ পরিষ্কার করতে ঠান্ডা বা গরম নয়, ঈষদুষ্ণ জল ব্যবহার করতে বলছেন বিশেষজ্ঞরা। খুব গরম জল ব্যবহার করলে ত্বক শুষ্ক হয়ে পড়তে পারে। আবার ঠান্ডা জলের ব্যবহারে ত্বক থেকে তেল বা ধুলো-ময়লা পুরোপুরি পরিষ্কার হতে পারে না।

৩) কোমল হাতে

সারা দিন কাজ করার পর রাতে মুখ পরিষ্কার করার সময়ে অনেকেই অধৈর্য পড়েন। তাড়াতাড়ি কাজ সারার জন্যে যা হোক করে মুখে ফেসওয়াশ মেখে, ধুয়ে নেন। অনেকে আবার মুখ থেকে ধুলো-ময়লা তোলার জন্যে শক্ত হাতে মুখে স্ক্রাব ঘষেন। যার ফলে ত্বক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৪) মেকআপ তুলতে হবে

বাড়ি ফিরে ক্লান্ত লাগলেও মুখে মেকআপ তুলতে হবে। মেকআপের এতটুকু অংশ যেন মুখে লেগে না থাকে। না হলে ত্বকের উন্মুক্ত রন্ধ্রগুলি বন্ধ হয়ে সেখানে ব্রণ দেখা দিতেই পারে।

৫) ময়েশ্চারাইজার তবে মুখ পরিষ্কার করার পরে কিন্তু ময়েশ্চারাইজার মাখতে ভুলবেন না। ফেসওয়াশ যতই মাইল্ড হোক, তা ত্বকের স্বাভাবিক তেলের পরিমাণ কিছুটা হলেও কমিয়ে দেয়। ফলে আর্দ্রতার অভাব হতেই পারে। তাই মুখ ধোয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মুখে ময়েশ্চারাইজার মেখে নেওয়া জরুরি।

প্রজ্ঞানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ এস সোমনাথের, ইসরো প্রধান বললেন প্রতিটি দেশবাসীর মতো আমরাও গর্বিত

চেন্নাই, ১৬ অক্টোবর (হি.স.): ভারতীয় দাবা গ্র্যান্ডমাস্টার রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র প্রধান এস সোমনাথ। সোমবার সকালে চেন্নাইতে প্রজ্ঞানন্দর বাসভবনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন ইসরো প্রধান এস সোমনাথ। প্রজ্ঞানন্দর সঙ্গে সাক্ষাতের পর এস সোমনাথ বলেছেন, 'প্রত্যেক ভারতীয়র মতো, আমরাও তাঁর কৃতিত্বের জন্য খুবই গর্বিত। সে এখন বিশ্বের ১৫ নম্বরে, বিশ্বের মধ্যে এক নম্বর হবে সে।'

এস সোমনাথ আরও বলেছেন, 'দাবা হল ভারতে শুরু হওয়া একটি পুরনো খেলা... আমরাই এর উৎপত্তিস্থল...এটি মন এবং বুদ্ধির খেলা...এটি বুদ্ধিমত্তা, পরিকল্পনা এবং কৌশলের একটি খেলা, যার জন্য ভারত খুবই বিখ্যাত... আমরা গর্বিত যে চাঁদে একটি প্রজ্ঞান রয়েছে, এবং এখানে ভূমিতেও একটি প্রজ্ঞান... আমরা চাঁদে ভারতের জন্য যা করেছি, তিনি ভূমিতে সম্পন্ন করেছেন... তিনি মহাকাশের প্রচারের জন্য আমাদের সঙ্গে কাজ করতে যাচ্ছেন। তরুণ প্রজন্মকে বিজ্ঞান, প্রকৌশল এবং প্রযুক্তি গ্রহণ করতে এবং ভারতকে একটি শক্তিশালী দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত করার জন্য সে আমাদের সঙ্গে কাজ করছে।' ইসরো প্রধানের সঙ্গে সাক্ষাতের পর প্রজ্ঞানন্দ বলেছেন, 'ইসরো প্রধান এস সোমানাথের সঙ্গে দেখা করে আমরা খুবই গর্বিত। আমি চন্দ্রযান-৩-এর টেক অফ এবং ল্যান্ডিং দেখেছি, আমরা নিজের যাত্রা এবং প্রশিক্ষণ নিয়ে আলোচনা করেছি।'

স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের বিক্ষোভ সোনারপুরে

সোনারপুর, ১৬ অক্টোবর (হি. স.) : সোনার দোকানে লুঠ ও ব্যবসায়ীর উপর হামলার ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার না হওয়ায় দক্ষিণ দিনাজপুরের সোনারপুরে আন্দোলনে নামলেন স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা। ব্যবসায়ীরা সোমবার সোনারপুর থানার সামনে বিক্ষোভ দেখান ও স্মারক লিপি জমা দেন। তাদের দাবী প্রশাসন ব্যবস্থা না নিলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন।

১৩ই অক্টোবর সোনারপুরের বারেন্দ্রপাড়ায় একটি সোনার দোকানে দুটি বাইকে করে দুষ্কৃতিরা আসে। তারা দোকানের মধ্যে ঢুকে ব্যবসায়ী সজল বাড়ুই-এর উপর হামলা চালায়। বন্দুকের বাট দিয়ে তার মাথায় মারে। দোকানের মধ্যে থাকা সোনার গয়না ও টাকা লুঠ করে নিয়ে পালায়। পালিয়ে যাওয়ার সময় দুষ্কৃতিরা শুন্যে গুলি চালায় বলেও অভিযোগ। ঘটনার তদন্ত শুরু হলেও এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় কেউ গ্রেফতার হয়নি। এরই প্রতিবাদে এদিন আন্দোলন করেন স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা। আগামীদিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামার ডাক দিয়েছেন তারা।

তামিলানাড়ুর জেলেদের মুক্তির জন্য জয়শঙ্করকে চিঠি স্ট্যালিনের

রাঁচি, ১৬ অক্টোবর (হি.স.) : আন্তর্জাতিক জলসীমা লঙ্ঘনের অভিযোগে ২৭ জন ভারতীয় মৎস্যজীবীকে গ্রেফতার করেছে শ্রীলঙ্কার নৌবাহিনী। এরা সকলেই তামিলনাড়ুর বাসিন্দা। তামিলনাড়ুর জেলেদের মুক্তি দেওয়ার আবেদন জানিয়ে জয়শঙ্করকে চিঠি লিখলেন মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন।

সোমবার তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্টালিন, কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করকে একটি চিঠি লিখে জেলেদের মুক্তির অনুরোধ করেন। জেলে ও মাছ ধরার নৌকাকে মুক্ত করার আবেদন জানিয়ে এই চিঠি লেখেন স্ট্যালিন। মুখ্যমন্ত্রী চিঠিতে লেখেন, আমি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনার সামনে তুলে ধরতে চাই যে, জেলেদের ও তাদের মাছ ধরার নৌকা ছেড়ে না দিলে ভারতীয় জেলেদের জীবন ও জীবিকাকে অত্যন্ত প্রভাবিত করছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে, মুখ্যমন্ত্রী আরও লেখেন যে, দুটি পৃথক ঘটনায় ২৭ জন ভারতীয় জেলেকে গ্রেফতার করা হয়েছিল এবং কিছু মাছ ধরার নৌকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল।

আন্তর্জাতিক মেরিটাইম বর্ডার লাইন (আইএমবিএল) অতিক্রম করার অভিযোগে শ্রীলঙ্কার নৌবাহিনী রামেশ্বরম থেকে ২৩জন ভারতীয় জেলেকে গ্রেফতার করেছিল এবং চারটি নৌকা বাজেয়াপ্ত করেছিল। আরেকটি ঘটনায় দ্বীপরাষ্ট্রের নৌবাহিনী চারজন ভারতীয় জেলেকে আটক করেছিল এবং একটি যান্ত্রিক নৌকা বাজেয়াপ্ত করেছিল। জেলেদের পরিবার এরফলে গভীর সমস্যায় রয়েছে বলেও মুখ্যমন্ত্রী চিঠিতে উল্লেখ করেন। মাছ ধরার জীবিকায় বহু মানুষ সংসার চালান তাদের কথা ভাবতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জয়শঙ্করকে অনুরোধও করেন মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন।

গাজা দখল হবে ইজরায়েলের 'বড় ভুল': বাইডেন

ওয়াশিংটন, ১৬ অক্টোবর (হি.স.) : গাজা ছেড়ে যেতে ফিলিস্তিনিদেরকে দেওয়া সময়সীমা শেষ হওয়ার পর পরই স্থল, আকাশ ও সমুদ্র - তিন পথেই ব্যাপক আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়েছে ইজরায়েল। এই অবস্থায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন রবিবার গাজা উপত্যকা দখলের বিরুদ্ধে ইজরায়েলকে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেন, গাজা অধিগ্রহণ ইজরায়েলের জন্য একটি 'বড় ভুল' হবে।

এক সাক্ষাৎকারে, জো বাইডেন বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাধারণ নাগরিকদের সুরক্ষার জন্য খাদ্য, জল এবং গ্যাসের ঘাটতি দূর করতে কাজ করছে। তিনি আরও জোর দিয়েছিলেন যে, হামাসের চরমপন্থী উপাদানগুলি সমস্ত প্যালেস্টিনীয়দের প্রতিনিধিত্ব করে না। আমি মনে করি যে, ইসরায়েলের জন্য আবার গাজা দখল করা একটি ভুল হবে। কিন্তু ভেতরে প্রবেশ করে হিজবুল্লাহ ও হামাসের মতো চরমপন্থীদের ধ্বংস করে দেওয়া প্রয়োজন।

সেইসঙ্গে গাজার মানুষদের ছেড়ে যাওয়ার জন্য একটি মানবিক করিডোর তৈরি করতে এবং ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার জন্য সমর্থন করেছেন বাইডেন। তবে ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে আকস্মিক হামলা চালানো হামাসকে নির্মূল করা দরকার বলে স্পষ্ট জানান বাইডেন।

হামাসের বিষয়ে কোনও ছাড়নীতিতে যেতে রাজি নয় আমেরিকা। সাক্ষাৎকারে সেই ইঙ্গিত দিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, হামাস প্যালেস্টিনীয় জনগণের সবার প্রতিনিধিত্ব করে না। আমরা হামাসকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করতে চাই। আমি নিশ্চিত যে, ইজরায়েল যুদ্ধের নিয়ম মেনেই সেই কাজ করবে। তবে এক্ষেত্রে ইজরায়েলে মার্কিন সেনা মোতায়েনের প্রয়োজন নেই বলেও মন্তব্য করেছেন বাইডেন।

এদিকে ইতিমধ্যেই, উত্তর গাজার ইজরায়েলি সীমানার কাছে বিপুল সংখ্যক সৈন্য জড়ো হয়েছে। গাজাকে ঘিরে রয়েছে শত শত ইজরায়েলি সাঁজোয়া যান ও ভারী সামরিক সরঞ্জাম। এছাড়া গাজার আকাশে উড়ছে ইজরায়েলের নজরদারি ড্রোন।

শনিবার রাতে ইজরায়েলি বাহিনী এক বিবৃতিতে জানায়, 'বিস্তৃত পরিসরের' গাজায় অভিযান চালানো হবে। তবে কবে, কখন এটি শুরু হবে সেটি নিশ্চিত করেনি দখলদারদের সেনা। ইজরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনীর (আইডিএফ) প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল হেরজি হালেভি রবিবার জানান, খুব শিগগিরই গাজায় প্রবেশ করবে তাদের সেনারা এবং গাজায় গিয়ে হামাসকে ধ্বংস করবে তারা।

বিশাখাপত্তনমে ইনফোসিস অফিসের উদ্বোধনে অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী

বিশাখাপত্তনম, ১৬ অক্টোবর (হি.স.) : বিশাখাপত্তনমে ইনফোসিস অফিসের উদ্বোধন করলেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই এস জগন মোহন রেড্ডি।

জগন মোহন রেড্ডি সোমবার বিশাখাপত্তনমে ইনফোসিস সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের উদ্বোধন করেন। ৮৩,৭৫০ বর্গফুট জুড়ে এই অফিসটি বিস্তৃত। অফিসটি নির্মাণ করতে খরচ হয়েছে ৩৫ কোটি টাকা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেছেন যে এই সফওয়্যার কেন্দ্রে ১,০০০ কর্মী কাজ পাবে। বিশাখাপত্তনম, হায়দরাবাদ এবং বেঙ্গালুরুর মতো আইটি হাবে পরিণত হতে চলেছে বলেও মুখ্যমন্ত্রী মন্তব্য করেন। সাগারা ইতিমধ্যেই এডুকেশন হাবে পরিণত হয়েছে, সেখানে প্রতিবছর ১৫ হাজার ইঞ্জিনিয়ারকে তৈরি করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার বিশাখাপত্তনমকে আইটি গন্তব্যে পরিণত করার উদ্যোগ নিয়েছে। সেজন্য বহু কোম্পানি এখানে আসছে। বিশাখাপত্তনম সবদিক থেকে উন্নত এবং এটি রাজ্যের মধ্যে একটি বড় শহর বলেও মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই এস জগন মোহন রেড্ডি।

বাঙালি-হিন্দুর ভাবাবেগে আঘাত করে অধিবেশন: শুভেন্দু

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর, (হি.স.) : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভার অধিবেশনে বিধায়ক ও মন্ত্রীদের বেতন বাড়ানোর কথা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু সেই বেতন-বৃদ্ধি কার্যকর করতে গেলে বিলে সংশোধনী আনা প্রয়োজন। সেই সংশোধনী আনার জন্যই ডাকা হয় অধিবেশন।

সোমবার বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয় রাজ্য বিধানসভায়। বেতন ও ভাতা সংক্রান্ত বিল নিয়ে আলোচনার জন্যই এই অধিবেশন ডাকা হয়। তবে দেবীপক্ষের দ্বিতীয়ার দিন এভাবে অধিবেশন ডেকে ভাবাবেগে আঘাত করা হয়েছে বলে দাবি করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

সোমবার বিধানসভায় প্রবেশ করার সময়েই রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন শুভেন্দুবাবু। তিনি বলেন, "বাঙালি-হিন্দুদের ভাবাবেগে আঘাত করা হয়েছে। আজ নবরাত্রির দ্বিতীয় দিন অর্থা দ্বিতীয়া। অনেকেই এদিন নবরাত্রির উপোস করে থাকেন। তার মধ্যেই ডেকে আনা হয়েছে।" এছাড়া দুর্গা পুজোর অষ্টমীর দিন মদের দোকান কেন খোলা রাখা হচ্ছে, সেই প্রশ্নও তুলেছেন শুভেন্দু।

গত ৭ সেপ্টেম্বর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভার অধিবেশনে বিধায়ক ও মন্ত্রীদের বেতন বাড়ানোর কথা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু সেই বেতন-বৃদ্ধি কার্যকর করতে গেলে বেতন ও ভাতা সংক্রান্ত বিলে সংশোধনী আনা প্রয়োজন। সেই সংশোধনী বিল আনতেই সোমবার বিধানসভার অধিবেশন ডাকা হয়। এদিকে, অধিবেশনের জন্য রাজ্যপালের অনুমতি চেয়ে রাজভবনে ফাইল পাঠানো হলেও সেই ফাইলে স্বাক্ষর করেননি রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস।

বিজেপিও প্রথম থেকেই এই অধিবেশন নিয়ে আপত্তি জানিয়েছে। মন্ত্রী-বিধায়কদের বেতন বৃদ্ধি নিয়ে এত তাড়াহুড়োর প্রয়োজন নেই বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

গত কয়েক বছর ধরে দুর্গা পুজোয় কোনও 'ড্রাই ডে' থাকে না। অর্থাৎ পুজোর চার দিনই খোলা থাকে মদের দোকান। এদিন সেই প্রসঙ্গ তুলে শুভেন্দু বলেন, "স্বাধীনতার পর প্রথম ওরাই অষ্টমীর দিন মদের দোকান খুলেছে।"

পশ্চিম পুটিয়ারির উন্নয়ন সমিতির পুজোর থিম হর-পার্বতীর বিয়ে

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর (হি.স.) : পশ্চিম পুটিয়ারির উন্নয়ন সমিতির পুজোয় এ বারের থিম 'মিলন'। যার কেন্দ্রে রয়েছে হর-পার্বতীর বিয়ে। এই বিবাহই হল মহাবিশ্বের প্রথম ভালবাসার বিয়ে। ১৯৫৪ সালে তৎকালীন কলকাতার প্রান্তিক অঞ্চলের অধিবাসীরা এই পুজোর আয়োজন শুরু করেন নিছক পুজোর আনন্দে মেতে ওঠার তাগিদে। দক্ষিণ কলকাতায় অবস্থিত এই দুর্গাপুজো অঞ্চলবাসীর সক্রিয় সহযোগিতায় ৬৯ বছর ধরে পালিত হয়ে আসছে। পুজোর সম্পাদক শুভম চক্রবর্তীর কথায়,"এই বছর হর-পার্বতীর বিয়ে লোক শিল্পের মাধ্যমে উদযাপন করবে পল্লী উন্নয়ন সমিতি, পশ্চিম পুটিয়ারীর পুজোর মাধ্যমে। এ ছাড়াও মালদা থেকে ১২জন গম্ভীরা শিল্পী আসছেন। তাঁরা মঞ্চে অনুষ্ঠান। উত্তর এবং দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে দুজন শিল্পী এসে মুখোশ তৈরি করছেন যা মণ্ডপে প্রদর্শন করা হবে।"

পার্বতী তাঁর জন্ম জন্মান্তেরর স্বামী মহাদেবকে পাওয়ার জন্য কঠিন তপসনিমগ্ন হন। তপস্যার দ্বারা মহাদেবকে সন্তুষ্ট করে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। এই বিবাহই হল মহাবিশ্বের প্রথম ভালবাসার বিয়ে।

যুগ যুগ ধরে জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ - চড়ক, গাজন, গম্ভীরা প্রভৃতির মাধ্যমে আজও এই বিবাহকে শ্রদ্ধার সাথে উদযাপন করে চলেছে। দুই বর্ণের 'মিলনের' প্রতীক এই বিবাহকে মানুষ স্বত:স্ফূর্তভাবে পালন করে চলেছে। এই ভেদাভেদ ও সংস্কার বিলুপ্ত হয়ে উৎসবই হোক আলোর দিশারী। এই মিলন শুধু শিব-পার্বতীর নয়, মিলন সর্বাত্মক। সমস্ত অজ্ঞতা ও সংস্কারের প্রাচীর ভেঙে একাত্ম হওয়ার মিলন।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে আটক চার ভারতীয়

জলপাইগুড়ি, ১৬ অক্টোবর (হি. স.) : ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে চার ভারতীয় নাগরিককে আটক করেছে সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। সোমবার বিএসএফ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছে।

তথ্য অনুযায়ী, জলপাইগুড়ির ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে মোতায়েন উত্তরবঙ্গ সীমান্তের শিলিগুড়ি সেক্টরের অধীনে বিএসএফের ১৭৬ তম ব্যাটালিয়নের বর্ডার আউট পোস্ট ফুলবাড়ির সতর্ক সীমান্ত কর্মীরা গরু পাচারের অভিযোগে এক ভারতীয় নাগরিককে আটক করেছে। ধৃত ভারতীয় নাগরিকের নাম রাহুল মুহাম্মদ (২২)। ভারত থেকে বাংলাদেশে গবাদি পশু পাচার করতে গিয়ে বিএসএফ জওয়ানদের হাতে ধরা পড়ে রাহুল। অভিযুক্তদের কাছ থেকে তিনটি গবাদিপশু বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বিএসএফ জব্দ করা বাজেয়াপ্ত গরুসহ অভিযুক্তকে এনজেপি থানার পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

অন্যদিকে উত্তর দিনাজপুর জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে মোতায়েন উত্তরবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের কিশনগঞ্জ সেক্টরের অধীন ৭২ তম বিএসএফ-এর জওয়ানরা পুলিশকে সাথে নিয়ে সীমান্তে কাঁটা তারের বেড়া ভাঙার সাথে জড়িত সন্দেহে তাদের বাড়িতে অভিযান চালায়। অভিযানে তিন অভিযুক্তকে আটক করা হয়। ধৃতদের নাম আবুল হোসেন (৩৪), হাসবুল হক (৩০) ও সাদিক আলী (৩০)।

নেপাল কেঁপে উঠল ৪.০ তীব্রতার ভূমিকম্পে, কম্পন অনুভূত ভারতেও

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর (হি.স.): নেপাল কেঁপে উঠল ৪.০ তীব্রতার ভূমিকম্পে। সোমবার সকাল ৯.১১ মিনিট নাগাদ ৪.০ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয় নেপালে, কম্পন টের পাওয়া যায় ভারতেও। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি জানিয়েছে, নেপালে অনুভূত হওয়া ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ২৯.৮৬ অক্ষাংশ ও ৮০.৬১ দ্রাঘিমাংশ, ভূপৃষ্ঠের মাত্র ৫ কিলোমিটার গভীরতায়।

উত্তরাখণ্ডের ঋষিকেশ থেকে ২২৭ কিলোমিটার পূর্বে, উত্তরকাশি থেকে ২৩০ কিলোমিটার পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বে, হরিদ্বার থেকে ২৩৫ কিলোমিটার পূর্বে ও দেহরাদূন থেকে ২৫৩ কিলোমিটার পূর্বে ছিল ভূমিকম্পের উৎসস্থল। ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম থাকায় ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

দেশজুড়ে মহাসমারোহে উদযাপিত নবরাত্রি, মা ব্রহ্মচারিণীর কাছে মঙ্গল কামনা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর (হি.স.): দেশজুড়ে মহাসমারোহে উদযাপিত হচ্ছে নবরাত্রি। প্রতিদিন মা দুর্গার আরাধনা করা হচ্ছে আলাদা আলাদা রূপে। নবরাত্রির দ্বিতীয় দিনে সোমবার মা ব্রহ্মচারিণী রূপে পূজিত হচ্ছেন দেবী দুর্গা। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মন্দিরে সকাল থেকেই শুরু হয় বিশেষ পূজার্চনা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নবরাত্রির দ্বিতীয় দিনে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। মা ব্রহ্মচারিণীর কাছে দেশবাসীর মঙ্গল কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী এদিন সকালে এক্স মাধ্যমে (টুইট) জানিয়েছেন, নবরাত্রির দ্বিতীয় দিনে মা ব্রহ্মচারিণীর পুজো করা হয়। আমি মায়ের কাছে প্রার্থনা করছি, প্রতিটি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য সমগ্র দেশে আমার পরিবারের সদস্যদের যেন সাহস ও শক্তি পান।

মথুরায় পুলিশের গুলিতে জখম কুখ্যাত দুষ্কৃতী, পাকড়াও আরও এক অপরাধী

মথুরা, ১৬ অক্টোবর (হি.স.): উত্তর প্রদেশের মথুরায় পুলিশের সঙ্গে এনকাউন্টারে জখম হয়েছে কুখ্যাত এক দুষ্কৃতী। এছাড়াও আরও এক অপরাধীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গোপাল গোস্বামী নামে এক দুষ্কৃতী পুলিশের গুলিতে জখম হয়েছে, তার পায়ে গুলি লাগে। গোপালের সহযোগী মনীশকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সোমবার ভোররাতে এই এনকাউন্টার হয়।

এসএসপি শৈলেশ কুমার পান্ডে বলেছেন, 'গোপাল গোস্বামী নামে এক অপরাধী জখম হয়েছে এনকাউন্টারে। তার পায়ে গুলি লাগে। গ্রেফতার করা হয়েছে তার সহযোগী মণীশকে। চেইন ছিনতাইয়ের চেষ্টার পর তারা পালিয়ে যায়। গোপালের বিরুদ্ধে ১৫টিরও বেশি মামলা রয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।' গোপালকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

মার্কিন অভিনেত্রী সুজান সোমার্স প্রয়াত

ওয়াশিংটন, ১৬ অক্টোবর (হি.স.) : মার্কিন অভিনেত্রী সুজান সোমার্স প্রয়াত। ৭৬ বছর বয়সী অভিনেত্রী সোমার্স ১৫ অক্টোবর সকালে নিজের বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

খবর অনুযায়ী, বিখ্যাত টিভি শো থ্রি''স কোম্পানিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয় করেছেন অভিনেত্রী সুজান সোমার্স। সুজান সোমারসের মুখপাত্র আর. কৌরি তাঁর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেছেন যে, সুজান ২৩ বছরেরও বেশি সময় ধরে স্তন ক্যান্সারের সাথে লড়াই

গুজরাটের সুরেন্দ্রনগরে উল্টে গেল যাত্রীবোঝাই বাস; আহত কমপক্ষে ৪০, গুরুতর দু''জন

সুরেন্দ্রনগর, ১৬ অক্টোবর (হি.স.): গুজরাটের সুরেন্দ্রনগর জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল যাত্রীবোঝাই একটি বাস। রবিবার রাতের এই দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ৪০ জন আহত হয়েছেন। ওই বাসে ৫৫-৬০ জন যাত্রী ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। আহতদের মধ্যে দু''জনের আঘাত গুরুতর বলে জানা গিয়েছে।

রবিবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে লাখতার তালুকের অন্তর্গত ওয়ানা গ্রামের কাছে, জুনাগড়গামী একটি রাষ্ট্রীয় পরিবহন বাস উল্টে গিয়ে অন্ততপক্ষে ৪০ জন যাত্রী আহত হয়েছেন।

স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক জগদীশ মাকওয়ানা বলেছেন, রবিবার রাত ১২.১৫ মিনিট নাগাদ দেওদর থেকে জুনাগড়গামী একটি বাস ওয়ানা গ্রামের কাছে উল্টে যায়। বাসে ৫৫ থেকে ৬০ জন যাত্রী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রায় ৪০ জন আহত হয়েছেন এবং তাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। গুরুতর আহত হয়েছেন দুই যাত্রী।

নরেন্দ্রপুরে পরোটা তৈরির দোকানে বিস্ফোরণ; গুরুতর আহত দু''জন, তদন্ত শুরু পুলিশের

নরেন্দ্রপুর, ১৬ অক্টোবর (হি.স.): দক্ষিণ ২৪ পরগনার নরেন্দ্রপুরে পরোটা তৈরির দোকানে বিস্ফোরণে আহত হয়েছেন দু''জন। সোমবার সকালে আচমকাই এই বিস্ফোরণ হয়। নরেন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত গঙ্গাজোয়ারা এলাকায় বিস্ফোরণ ঘটে। ঘটনায় খবর পেয়েই নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, কৌটো বোমা থেকেই বিস্ফোরণ ঘটেছে।

বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই ছিল যে ১৮ ফুট দূরে জিনিসপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। আহত হয়েছেন সুজয় মন্ডল ও টুকটুকি মন্ডল নামে দু''জন।

দোকানের মধ্যেই বোমা ছিল না-কি বাইরে থেকে ছোড়া হয়েছে সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। আহতদের উদ্ধার করে কলকাতায় বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

১৪ নভেম্বর বন্ধ হচ্ছে গঙ্গোত্রী ধাম; ১৫-তে যমুনোত্রী, বদ্রীনাথ নিয়ে এখনও সিদ্ধান্ত হয়নি

দেহরাদূন, ১৬ অক্টোবর (হি.স.): আগামী ১৪ নভেম্বর বন্ধ হয়ে যাচ্ছে গঙ্গোত্রী ধাম। এরপর ১৫ নভেম্বর বন্ধ হয়ে যাবে যমুনোত্রী মন্দিরও। সোমবার শ্রী বদ্রীনাথ-কেদারনাথ মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে এমনটাই জানানো হয়েছে। তবে, বদ্রীনাথ মন্দির কবে বন্ধ হবে সে বিষয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। শীতের মরশুমের জন্য ১৪ ও ১৫ নভেম্বর হয়ে যাবে গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী মন্দির।

শ্রী বদ্রীনাথ-কেদারনাথ মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ১৪ নভেম্বর বেলা ১১.৪৫ মিনিটে অন্নকূটের পর গঙ্গোত্রী ধামের দরজা শীতের জন্য বন্ধ থাকবে।১৫ নভেম্বর ভাইফোঁটার দিন যমুনোত্রী ধামের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। ২৪ অক্টোবর বিজয় দশমীতে বদ্রীনাথ ধামের দরজা বন্ধ করার তারিখ নির্ধারণ করা হবে। দরজা বন্ধের তারিখ ঘোষণা করতে বদ্রীনাথ মন্দির প্রাঙ্গণে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।

বেহালা পর্ণশ্রী সাউথ ব্লকে মণ্ডপসজ্জায় উঠে আসবে ঐতিহ্যবাহী গ্রাম রঘুরাজপুর

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর (হি.স.): ২৫ তম বর্ষে বেহালা পর্ণশ্রী সাউথ ব্লকের পুজো। এবার তাই উৎসব শুরু মহালয়া পার করেই। ১৬ তারিখ থেকেই মণ্ডপে যাবে ঢাকে কাঠি। এবার তাঁদের মণ্ডপসজ্জায় উঠে আসবে ঐতিহ্যবাহী গ্রাম রঘুরাজপুর।

ওড়িশার সাংস্কৃতিক মানচিত্রে উজ্জ্বল রঘুরাজপুর। নীলাচল থেকে অনতিদূরে এই গ্রাম। শুধু ওড়িশায় নয়, সারা ভারতেই পটচিত্রের জন্য প্রসিদ্ধ এই গ্রাম। এবার সেই পটচিত্রের বৈচিত্রে সেজে উঠবে এই মণ্ডপ। থাকবে রংবেরঙের শিল্পকর্ম। মণ্ডপশিল্পীরা স্বল্প পরিসরের মধ্যেই তুলে আনবেন ওড়িশার ঐতিহ্যবাহী গ্রামকে। ভারতের বিখ্যাত শিল্পকে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবে তুলে আনাই ক্লাবের উদ্দেশ্য , জানাচ্ছেন উদ্যোক্তারা।

পুরী থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটার দূরে এই গ্রাম। রঘুরাজপুর গ্রাম ইতিমধ্যেই হেরিটেজ তকমা পেয়েছে। এই গ্রামটাই ছবির মতো সুন্দর। এখানে পটচিত্রর মাধ্যমে বিভিন্ন পৌরানিক কহিনী, ধর্মীয় গল্প এবং ঐতিহাসিক ঘটনা তুলে ধরা হয়।

বলা হয় গল্প। বলা হয়, এখানে সবসময় প্রাকৃতিক ও ভেষজ রং ব্যবহার করা হয়। কার ওপর খড়িমাটি লাগিয়ে তার উপর অলংকরণ করা হয়। এছাড়া শুকনো তালপাতার ওপর আঁকা হয়। এর জন্য ব্যবহৃত হয় লোহার পেন। শুকনো তালপাতা সরু সরু ফলি সুতো দিয়ে জুড়ে তার উপর ছবি আঁকা হয়। এই ঐতিহ্য ও পরম্পরাকেই সারা বাংলার কাছে তুলে ধরাই এবার উদ্যোক্তাদের পরিকল্পনা।

পুজো আসতে আর দেরি নেই। মাত্র কয়েকদিন পরেই পড়বে ঢাকে কাঠি। চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। পর্ণশ্রী সাউথ ব্লকের পুজোর এবার রজত জয়ন্তী। তাই এবার ভিড়ও হবে বেশি, মনে করছেন উদ্যোক্তারা। এবার দর্শনার্থীদের বিশেষ কিছু করে তাক লাগিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে ছিল অনেকদিনই। তাই বহুদিন আগে থেকেই ছিল পরিকল্পনা। এখন মানুষের মনে কতটা ছাপ ফেলে ক্লাবের প্রতিমা ও মণ্ডপসাজ, তার অপেক্ষাতেই উদ্যোক্তারা।

বাঁকুড়া-দুর্গাপুর রাজ্য সড়কে দুর্ঘটনার জেরে অবরোধ, দুর্ভোগে যাত্রীরা

বাঁকুড়া, ১৬ অক্টোবর (হি.স.) : সোমবার বাজারে সবজি বিক্রি করতে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় এক কৃষকের। রাস্তায় তাঁর মৃতদেহ ফেলে রেখে বাঁকুড়া দুর্গাপুর রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন স্থানীয়দের একাংশ। সপ্তাহের শুরুর দিনেই তীব্র যানজট জাতীয় সড়কে। দুর্ভোগে পড়েন নিত্যযাত্রীরা। অন্যদিকে, বেপরোয়া যান চলাচল নিয়ে অভিযোগ তুলে ক্ষোভ চলে স্থানীয়দের।

মাঠ থেকে সবজি তুলে সাইকেলে চাপিয়ে বাজারে বিক্রি করতে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় ওই কৃষকের। ঘটনাটি ঘটে বাঁকুড়া দুর্গাপুর রাজ্য সড়কে বিকনা কর্মতীর্থের সামনে। মৃতের নাম গৌতম সিংহ। বাড়ি স্থানীয় কুড়ারিয়া গ্রামে। ঘাতক গাড়িটিকে চিহ্নিত করা ও মৃতের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবিতে রাস্তায় মৃতদেহ ফেলে রেখে প্রায় দেড় ঘন্টা ধরে রাজ্য সড়ক অবরোধ করে রাখেন স্থানীয়রা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অন্যান্য দিনের মতো সোমবার ভোরে মাঠ থেকে সবজি তুলে সাইকেলে করে সেই সবজি বাঁকুড়া শহরের বাজারে বিক্রি করতে যাচ্ছিলেন কুড়ারিয়া গ্রামের গৌতম সিংহ। বাঁকুড়া দুর্গাপুর রাজ্য সড়ক ধরে বাঁকুড়ার দিকে যাওয়ার পথে বিকনা কর্মতীর্থের কাছে একটি গাড়ি তাঁকে ধাক্কা দিলে তিনি রাস্তায় পড়ে যান।

এরপর ওই গাড়ির চাকায় তাঁর মাথা ও পা পিষ্ট হলে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। পুলিশের ভূমিকায় উঠেছে প্রশ্ন। এরপরই ঘাতক গাড়িটি চম্পট দেয়। ঘটনার সময় কাছাকাছি কেউ না থাকায় গাড়িটি চিহ্নিত করা যায়নি।

স্থানীয়রা রাস্তার উপর গৌতম সিংহর রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে বাঁকুড়া সদর থানায় খবর দেন। খবর দেওয়ার প্রায় ৪৫ মিনিট পর পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছলে ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকাবাসী। মৃতদেহ রাস্তায় ফেলে শুরু হয় পথ অবরোধ। উত্তেজিত জনতা একটি অটোর কাঁচও ভাঙ্গে। এলাকাবাসীর দাবি একদিকে রাস্তার বেহাল দশা আর অন্যদিকে পুলিশের নজরদারীর অভাবে যানবাহনের বেপরোয়া গতির কারনেই বারংবার এমন দুর্ঘটনা ঘটছে।

ক্ষমতার হচ্ছে অপব্যবহার , কেসিআর-এর শাসনকালে দুর্নীতি দ্রুত বাড়ছে : রাজনাথ সিং

হায়দরাবাদ, ১৬ অক্টোবর (হি.স.): ক্ষমতার হচ্ছে অপব্যবহার, কেসিআর-এর শাসনকালে দুর্নীতি দ্রুত বাড়ছে। এই অভিযোগ করলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী তথা প্রবীণ বিজেপি নেতা রাজনাথ সিং। সোমবার তেলেঙ্গানার হায়দরাবাদের করিমনগরে এক নির্বাচনী জনসভা থেকে রাজনাথ সিং বলেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও-এর পরিবারের দুর্নীতির কথা শুধুমাত্র তেলেঙ্গানায় নয়, দিল্লিতেও আলোচিত হয়।'

করিমনগরের হুজুরাবাদের জনসভা থেকে রাজনাথ সিং বলেছেন, 'গত ১০ বছরে তেলেঙ্গানার উন্নয়ন শুধুমাত্র সীমাবদ্ধ নয়, ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধ। এখানে কেসিআর-এর পরিবারের হস্তক্ষেপ দেখা যাচ্ছে... জনগণ আপনাকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বেছে নিয়েছে, আপনার পরিবারকে নয়। আমি পরিবারের কোনও সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে চাই না... আমি তাদের সবাইকে সম্মান করি। কিন্তু আপনাকে সরকার চালাতে হবে। অথচ গোটা পরিবার সরকার চালাচ্ছে। তেলেঙ্গানার মানুষ অবহেলিত হচ্ছে। কেসিআর-এর শাসনে ক্ষমতার অপব্যবহার হচ্ছে এবং দুর্নীতি দ্রুত বাড়ছে। কেসিআর বলেছেন যে তিনি কখনও কোনও দুর্নীতি করেননি তবে তাঁর পরিবারের দুর্নীতির আলোচনা হায়দরাবাদ বা তেলেঙ্গানায় সীমাবদ্ধ নয়, তা দিল্লিতেও পৌঁছেছে।'

বাকিবুরের ঘনঘন দুবাই যাওয়ার কারণ খুঁজছে ইডি

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর (হি.স.) : রেশন 'দুর্নীতি'কাণ্ডে ধৃত মন্ত্রীঘনিষ্ঠ বাকিবুর রহমান বার বার দুবাই যেতেন। এমনকি, চলতি মাসেও তাঁর দুবাইতে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। আদালতে তেমনটাই জানিয়েছে ইডি। কেন, এর উত্তর খুঁজতে শুরু করেছে ইডি।রেশন মিলের মালিক কেন এত ঘন ঘন বিদেশে যেতেন, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বাকিবুরকে সোমবার কলকাতার নগর দায়রা আদালতে হাজির করানো হয়। সেখানে তাঁকে ১২ দিনের জন্য হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে কেন্দ্রীয় সংস্থাটি।ডি আদালতে জানিয়েছে, বাকিবুরের রেশনের মিল থেকে একটি 'রেজিস্ট্রার বুক' বা তথ্য নথিভুক্তকরণের খাতা উদ্ধার করেছে তারা। সেখানে রেশনের খাদ্যসামগ্রী সরানোর নানা রকম হিসাব লেখা রয়েছে বলে দাবি কেন্দ্রীয় সংস্থার। ইডি আদালতে জানিয়েছে, কোথায় কত সামগ্রী পাঠানো হয়েছে, কোন ডিস্ট্রিবিউটর বা কোন ডিলার কতটা রেশন সামগ্রী পেয়েছেন, তার হিসাব রয়েছে ওই খাতায়। অনেকের স্বাক্ষরও রয়েছে।

নেতার বিরুদ্ধে

● প্রথম পাতার পর

অবস্থা খারাপ হওয়ায় তাকে নিয়ে আসা হয় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। নাবালিকার পরিবারের অভিযোগ বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে ওই নাবালিকাকে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মেডিকেল না করানোর জন্য ওই নাবালিকার পরিবারকে ভয় দেখাতে শুরু করে। চিকিৎসকের এহেন ভূমিকা নিয়েও রীতিমত প্রশ্ন উঠেছে। নাবালিকার বাবা বিশালগড় মহিলা থানায় একটি মামলা দায়ের করে যার নম্বর ডব্লিওবিএলজি ২০/২০২৩, পুলিশ ৩৭৬ (এবি) আই পিসি এবং পক্সো আইনের সেকশন ৬ ধারায় মামলা নিয়েছে। নিজ বাড়িতে থেকেও নিরাপত্তা নেই একটি চতুর্থ শ্রেণীতে পাঠরত নাবালিকা। বর্তমান সভ্য সমাজ কোন দিকে এগোচ্ছে প্রশ্ন উঠছে সাধারণ জনসাধারণের।

ডেঙ্গি নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক

● প্রথম পাতার পর

স্থানগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, ডেঙ্গি প্রতিরোধে আগরতলা পুর নিগমের মেয়র সহ কর্পোরেটরদের সঙ্গে সচেতনতা সভার আয়োজন করা, বিভিন্নস্তরের জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে, বিশেষ করে ব্লকস্তরে সচেতনতা সৃষ্টি করা, সংবাদ মাধ্যম ও বৈদ্যতিন মাধ্যমের মাধ্যমে সচেতনতাবৃদ্ধি সহ বিভিন্ন প্রস্তাব গৃহীত হয়। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

শহর

● প্রথম পাতার পর

বনেদি উ ক্লাব রাম ঠাকুর সংঘ এবার পুজুমণ্ডল তৈরি করছে বাঁশ বেত দিয়ে। মা আসছেন কুড়ে ঘরে এই এই থিম আপনার রেখে ক্লাবের সদস্যরা আরের পূজা মন্ডপ কি সাজিয়ে তোলার চেষ্টা করছেন। বাশঁএর বিভিন্ন কারুকার্য দেখতে হলে অবশ্যই আসতে হবে রামঠাকুর সঙ্গে পুজো মন্ডপে। অসাধারণ সমস্ত কারুকার্য ফুটিয়ে তুলছেন শিল্পীরা। প্রতিমাতেও নতুনত্বের স্বাদ রয়েছে। এছাড়া জনগণকে সচেতন করার বার্তাও থাকছে পূজা মন্ডপের চারপাশে। যেমন নেশা মুক্ত স্বচ্ছ ভারত অভিযান প্লাস্টিক মুক্ত ইত্যাদি বিষয় নিয়ে পোস্টার প্লেকার্ড থাকবে মন্ডপের সামনে পেছনে। তবে এবারের দুর্গোৎসবকে সামনে রেখে রাজ্যবাসীর কাছে বার্তা দিল সমাজের বিভিন্ন প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে। ক্লাব সভাপতি জানালেন এবারের পূজো তাদের মূল উদ্দেশ্য প্রকৃতি। পরিবেশ কে সুন্দর নির্মল রাখা। তাই বাঁশের ব্যবহার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।বটতলা আপনজন ক্লাবের এই বছরের পূজা মন্ডপের থিম প্লাস্টিক মুক্ত ও নেশা মুক্ত সমাজ গড়ে তোলা।তাকে সামনে রেখে এবারকার মন্ডপ সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। কারণ প্লাস্টিক যেভাবে পরিবেশকে দূষণ করছে তা থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যেই এবার পুজো মণ্ডপের থিম।এছাড়া নেশা মুক্ত ত্রিপুরা করা বিভিন্ন সচেতনতামূলক প্রদর্শনের আয়োজন করেছে।দূর দূরান্ত থেকে দর্শনার্থী রা দেখতে আসবেন এমন টাই জানালেন ক্লাবের কর্মকর্তা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

করিমগঞ্জে জাতীয় কৃমিনাশক দিবস পালিত

করিমগঞ্জ (অসম) ১৬ অক্টোবর (হি.স.) : সোমবার করিমগঞ্জ শহরের সুভাষ নগরস্থিত ১৮৮ নম্বর (১৫বি) অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে জাতীয় কৃমিনাশক দিবস পালন করা হয়েছে। করিমগঞ্জের অতিরিক্ত মুখ্য চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য আধিকারিক (পরিবার কল্যাণ) ড. মতিন্দ্র সূত্রধর এনএইচএমের ডিপিএম হানিফ মোহাম্মদ কৌশর আলম, ডিএমই সুমন চৌধুরী, এবং আরএমএনসিএইচ কাউন্সিলর রুহুল আলম মজুমদার সহ এএনএম, আশা এবং অঙ্গওয়াড়ি কর্মীদের উপস্থিতিতে জাতীয় কৃমি নাশক দিবসে উপস্থিত ছিলেন।উল্লেখ্য যে জাতীয় কৃমি নাশক দিবসের উদ্দেশ্য হল ১ থেকে ১৯ বছর বয়সী সকল শিশুকে অ্যালবেন্ডাজল ট্যাবলেট খাওয়ানো। ন্যাশনাল ডিওয়ার্মিং ডে ২৬ শে অক্টোবর পর্য্যন্ত চলবে। এতে স্বাস্থ্যকর্মীরা বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম যেমন স্কুল, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, গ্রাম্য স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবস ইত্যাদির মাধ্যমে শিশুদের কৃমিনাশক ট্যাবলেট খাওয়াবেন। শিশুদের মা ও যত্নশীলদের উদ্দেশে ডাঃ সূত্রধর স্বাস্থ্যবিধি ও পরিচ্ছন্নতার ওপর জোর দেন। তিনি জানান যে প্রতি ছয় মাসে কৃমিনাশক প্রয়োজন। কৃমির উপদ্রব শিশুদের পুষ্টির অবস্থা এবং শিক্ষা ও জীবনযাত্রার মানকে ব্যাহত করে। ডোজ সম্পর্কে জানাতে গিয়ে তিনি জানান যে 'আলবেন্ডাজোলের ডোজ হল ১-২ বছরের শিশুদের জন্য অর্ধেক ট্যাবলেট। দুই বছরের বেশি বয়সী শিশুরা সম্পূর্ণ ট্যাবলেট খেতে পারে।'

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের বাড়ি ঘেরাও হল, চরম অশান্তি

উত্তর ২৪ পরগনা, ১৬ অক্টোবর (হি.স.) : উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দেওয়ার ভুয়ো প্রতিশ্রুতি দিয়ে সাংসদ এবং মন্ত্রী হয়েছেন ঠাকুরবাড়ির সদস্য শান্তনু ঠাকুর। এই অভিযোগ তুলে সোমবার কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনুর বাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাল 'ইউনাইটেড ফোরাম ফর ইন্ডিয়া' নামে একটি সংগঠন।সেই বিক্ষোভ কর্মসূচি ঘিরে চরম কোলাহল হয় ঠাকুরবাড়িতে। ওই সংগঠন এবং মতুয়া মহাসঙ্ঘের লোকজন একে অপরের বিরুদ্ধে হামলা, মারধরের অভিযোগ আনে। যদিও গোটা ঘটনায় এখনও পর্যন্ত শান্তনুর কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। নাগরিকত্ব সংশোধনী নিয়ে এই বিক্ষোভের মধ্যে রাজ্যে আসেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি কলকাতা পুরসভার বিজেপির কাউন্সিলর সজল ঘোষের দুর্গাপুজোর উদ্বোধনে শহরে পা রাখেন।সোমবার দুপুর ২টো নাগাদ ঠাকুরবাড়ি ঘেরাও করে 'ইউনাইটেড ফোরাম অফ ভোট ফর ইন্ডিয়া' সংগঠন। তাদের অভিযোগ, "সিএএ-এর নামে মানুষকে ভাঁওতা দিয়েছেন শান্তনুবাবু। সিএএ- এর মাধ্যমে উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে বলে মতুয়া নেতা শান্তনু ঠাকুর উদ্বাস্তুদের ভোট নিয়ে সংসদ এবং মন্ত্রী হয়েছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত মতুয়ারা নাগরিকত্ব পাননি।"কয়েক'শো মতুয়া এবং উদ্বাস্তু মানুষ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বাড়ির দিকে এগিয়ে যান। বাধা পেয়ে তাঁরা ঠাকুরবাড়ির সামনে রাস্তায় বসে পড়েন। সংগঠনের উপদেষ্টা মানিক ফকিরকে মারধরের অভিযোগ ওঠে। তার পর আরও ঘোরালো হয় পরিস্থিতি। অভিযোগ, শান্তনুর সঙ্গে দেখা করিয়ে দেওয়া হবে বলে মানিককে ডেকে নিয়ে গিয়ে মারধর করা হয়েছে।মানিকবাবুর দাবি, তাঁকে বেদম মারধর করেছেন আরএসএসের লোকজন। তাঁর কথায়, "শান্তনু ঠাকুরকে বলব, নিঃশর্ত নাগরিকত্ব দেবেন বলেছিলেন। এমনকি, সিএএ- ২০১৯ আইনে নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা উল্লেখ নেই। এ নিয়ে প্রশ্ন করতে যেতাম। কিন্তু আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে মারধর করল। কেন্দ্রীয় বাহিনী আমাকে ঠেলে দিয়েছে। আরএসএসের লোকজন আমায় প্রচুর মেরেছে।"

খুবা'র

● প্রথম পাতার পর

গ্রাম পঞ্চায়েতে অবস্থিত হেলথ এন্ড ওয়েলনেস সেন্টার, মাতাবাড়ি ব্লকের অন্তর্গত প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা ঘর প্রাপক সবিতা দাসের নব নির্মিত গৃহ, গোমতী জেলা হাসপাতালের জেনেরিক ওষুধের কাউন্টার ইত্যাদি স্থান পরিদর্শন করেন। এদিন সকালে তিনি মাতাবাড়িতে ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে গিয়ে পুজো দেন।

উপর হামলা

● প্রথম পাতার পর

বিষয়টা নিয়ে অন্য এক ঠিকাদার গোষ্ঠীর সাথে তার আভ্যন্তরীন লড়াই চলছে বলে অভিযোগ। আর এর জেরে রবিবার রাতে মেলারমাঠ এলাকায় অভিযুক্ত এসে তাকে মারধর করেছে। পরবর্তী সময় তাকে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন। তিনি জানান থানায় মামলা দায়ের করবেন। উল্লেখ্য, আগরতলা শহরে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ চলছে। আর সেই কাজে ভাগ বসাতে ঠিকাদারদের মধ্যে চলছে লড়াই। যেকোনো সময় ঘটতে পারে বড়সড় ঘটনা। কাজ নিয়ে স্বজনপোষনেরও অভিযোগ উঠেছে।

সংঘের সমাবেশ

● প্রথম পাতার পর

বর্তমান সরকার সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে না। তাই আগামী ৩ নভেম্বর দিল্লির রামলীলা ময়দানে সারা ভারত রাজ্য সরকারি কর্মচারী মহাসংঘ ও কনফেডারেশন অব সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ীজ এন্ড ওয়ার্ডার এক শিক্ষক-কর্মচারী সমাবেশের আয়োজন করবে। সমাবেশে এস.টি.এফ.আই, রেলওয়ে, সারা ভারত বীমা কর্মচারী সমিতি সহ অন্যান্যরাও অংশগ্রহণ করবে। সমাবেশকে সফল করার জন্য রাজ্যে রাজ্যে চলছে বিভিন্ন ধরনের প্রচার কর্মসূচি। রাজ্যেও গত ১১ জুন আগরতলা টাউন হলে যৌথ কনভেনশন করা হয়েছিল। এরপর জুলাই-আগস্ট মাসব্যাপী প্রতিটি জেলাতেও কনভেনশন করা হয়েছে। গত ৮ আগস্ট ৭ দফা জাতীয় দাবির সাথে ত্রিপুরা রাজ্যের কিছু দাবি নিয়ে আগরতলার জাঠা কর্মসূচী পালন করার কথা ছিল। কিন্তু পুলিশ প্রশাসন নির্ধারিত সময়ে জাঠা কর্মসূচির অনুমতি দেয়নি, আগামী ১৮ অক্টোবর আগরতলা প্যারাডাইস চৌমুহনিতে রাজ্যের শিক্ষক কর্মচারি সহ জনগনের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দাবি নিয়ে পথসভা সংগঠিত করবে। মূলত দাবি অবিলম্বে রাজ্যের শিক্ষক কর্মচারি ও পেনশনার্সদের বকেয়া ২২ শতাংশ ডি.এ এবং ডি. আর প্রদান করা। দ্বিতীয়ত — সমস্ত ধরনের আউট সোসিং ও চুক্তি প্রথায় নিয়োগ বন্ধ করে সমস্ত শূন্যপদে নিয়মিত কর্মচারী নিয়োগ করা। সমস্ত ধরনের চুক্তিবদ্ধ, আউট সোর্সড, দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে নিযুক্ত কর্মচারি সহ সমস্ত অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিত করা। বর্দতি বিদ্যুৎ মাশুল ও সম্পত্তিকর প্রত্যাহার করা বলে জানান তিনি।

মফঃস্বল

● প্রথম পাতার পর

মাগুরছড়া, গুয়াচান্দ নন্দীগ্রাম, সাতচান্দ ব্লক এলাকার আর্যভট্ট ক্লাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে পুজা। তাছাড়া মনুবাজারে সুকান্ত পল্লী পঞ্চায়েতে প্রথম বারের মতো অনুষ্ঠিত হচ্ছে দুটি পুজা। এরমধ্যে এবার মনুবাজার ক্লাব আজাদ হিন্দ সম্পুর্ন কাল্পনিক চিত্রে তৈরী করেছে তাদের পুজা প্যান্ডেল। এছাড়াও পুজার তিনদিন পুজা প্যান্ডেলে অনুষ্ঠিত হবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পাশাপাশি এবারই প্রথম বারের মতো অনুষ্ঠিত হবে কুমারী পুজা। একইভাবে অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারো মাতৃ আরাধনায় ব্রতী হয়েছে রাজীব নগর ক্লাব জনকল্যাণ। এবারো তারা তাদের শ্রেষ্টত্বের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পুজো প্যান্ডেল সহ পুজোর তিন দিনের জন্য নিয়ে আসছে নিত্য নতুন আয়োজন। এদিকে সাতচান্দ সমাজ শিক্ষা ক্লাব এবারই প্রথম দর্শনার্থীদের জন্য নিয়ে আসছে ৫১ মুক্তির পুজা। এছাড়া অন্যান্য ক্লাব গুলিতেও চলছে পুজারা জোর প্রস্তুতি। তবে বাঙ্গালির শেষ্ঠ উৎসব দুর্গা পূজাকে ঘিরে সর্বত্র ব্যপক প্রস্তুতি চললেও দেবীর আগমনীতে বাজার গুলিতে চলছে কেমন যেন মন্দা ভাব। হাট বাজার গুলিতে নেই তেমন মানুষের ভীড়, রাস্তাঘাট গুলি ফাঁকা। যার ব্যপক প্রভাব পরতে শুরু করেছে পুজোর বাজারে। তবে এবার মনুবাজার থানা এলাকায় পুজোর সংখ্যা বাড়লেও এখনো পুজোর আনন্দে ভাসলোনা মানুষের মন।

কয়েকটি স্পেশাল ট্রেনের সময়সূচি সংশোধন এনএফ রেলওয়ের

গুয়াহাটি, ১৬ অক্টোবর (হি.স.) : উত্তরপূর্ব সীমান্ত (এনএফ) রেলওয়ের পক্ষ থেকে নিজের অধিক্ষেত্রের অধীনে কয়েকটি ট্রেনের সময়সূচি সংশোধন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এই জোনের মধ্যে অন্যান্য ট্রেনের চলাচলকে সুগম করার লক্ষ্যে ট্রেন নম্বর ০৫৬৯৫/০৫৬৯৬ আগরতলা-শিলচর-আগরতলা স্পেশাল, ট্রেন নম্বর ০৫৯২২/০৫৯২১ নিউ তিনসুকিয়া-ধুবড়ি-নিউ তিনসুকিয়া ত্রিসাপ্তাহিক স্পেশাল, ট্রেন নম্বর ০৫৬৩৮/০৫৬৩৭ শিলচর-নাহরলগুন-শিলচর স্পেশাল এবং ট্রেন নম্বর ০৫৬২৮/০৫৬২৭ আগরতলা-গুয়াহাটি-আগরতলা স্পেশালের সময়সূচিতে সংশোধন করা হয়েছে।

উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে আজ সোমবার এক প্রেস বিবৃতির মাধ্যমে এ খবর দিয়ে জানান, ট্রেন নম্বর ০৫৬৯৫/০৫৬৯৬ আগরতলা-শিলচর-আগরতলা স্পেশাল ১৪ অক্টোবর থেকে ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রত্যেক বৃহস্পতি ও শনিবার সংশোধিত সময়সূচির সাথে চলাচল শুরু করেছে। সংশোধিত সময়ের সাথে ট্রেন নম্বর ০৫৬৯৫ আগরতলা-শিলচর স্পেশাল আগরতলা থেকে ০৬.০০ ঘণ্টায় রওয়ানা দিয়ে শিলচরে ১১.৫০ ঘণ্টায় পৌঁছবে। সংশোধিত সময়ের সাথে ট্রেন নম্বর ০৫৬৯৬ শিলচর-আগরতলা স্পেশাল শিলচর থেকে ১৬.৩৫ ঘণ্টায় রওয়ানা দিয়ে আগরতলায় পৌঁছবে ২২.৩০ ঘণ্টায়। এছাড়া আমবাসা, ধর্মনগর, নিউ করিমগঞ্জ, বদরপুর ও অরুণাচল স্টেশনে এই ট্রেনের সময় পরিবর্তন করা হয়েছে।

বিস্তারিত তথ্য দিয়ে সব্যসাচি দে আরও জানান, ট্রেন নম্বর ০৫৯২২ নিউ তিনসুকিয়া-ধুবড়ি ত্রিসাপ্তাহিক স্পেশাল ১৫ অক্টোবর থেকে ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত প্রত্যেক মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং রবিবার সংশোধিত সময়সূচির সাথে চলাচল শুরু করেছে। ট্রেনটি সংশোধিত সময়ের সাথে নিউ তিনসুকিয়া থেকে ১৪.৩০ ঘণ্টায় রওয়ানা দিয়ে ০৪.৩০ ঘণ্টায় ধুবড়ি পৌঁছবে। ট্রেন নম্বর ০৫৯২১ ধুবড়ি-নিউ তিনসুকিয়া ত্রিসাপ্তাহিক স্পেশাল ১৬ অক্টোবর থেকে ২০ নভেম্বর পর্যন্ত প্রত্যেক বুধ, শুক্র এবং সোমবার সংশোধিত সময়সূচির সাথে চলাচল শুরু করেছে। ট্রেনটি সংশোধিত সময়ের সাথে ধুবড়ি থেকে ০৫.০০ ঘণ্টায় রওয়ানা দিয়ে ২২.০০ ঘণ্টায় নিউ তিনসুকিয়া পৌঁছবে। এছাড়া ধেমাজি, হারমতি, ওদালগুড়ি, রঙিয়া, টিহু, নিউ বঙাইগাঁও এবং সাপটগ্রাম স্টেশনে এই ট্রেনের সময় পরিবর্তন করা হয়েছে।

এভাবে ট্রেন নম্বর ০৫৬৩৮ শিলচর-নাহরলগুন স্পেশাল ১৬ অক্টোবর থেকে ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত প্রত্যেক সোমবার সংশোধিত সময়সূচির সাথে চলাচল শুরু করেছে। ট্রেনটি সংশোধিত সময়ের সাথে শিলচর থেকে ১৩.৫০ ঘণ্টায় রওয়ানা দিয়ে পরের দিন ০৮.৪০ ঘণ্টায় নাহরলগুন পৌঁছবে। ট্রেন নম্বর ০৫৬৩৭ নাহরলগুন-শিলচর স্পেশাল ১৭ অক্টোবর থেকে ২৮ নভেম্বর পর্যন্ত প্রত্যেক মঙ্গলবার সংশোধিত সময়সূচির সাথে চলাচল শুরু করবে। ট্রেনটি সংশোধিত সময়ের সাথে নাহরলগুন থেকে ১০.০০ ঘণ্টায় রওয়ানা দিয়ে পরের দিন ০৫.২০ ঘণ্টায় শিলচর পৌঁছবে। এছাড়া নিউ হাফলং, লামডিং জংশন, ডিমাপুর, মরিয়নি, নিউ তিনসুকিয়া, ধেমাজি ও হারমতি স্টেশনে এই ট্রেনের সময় পরিবর্তন করা হয়েছে।

ট্রেন নম্বর ০৫৬২৮ আগরতলা-গুয়াহাটি স্পেশাল ১৯ অক্টোবর থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত প্রত্যেক বৃহস্পতিবার সংশোধিত সময়সূচির সাথে চলাচল শুরু করবে। ট্রেনটি সংশোধিত সময়ের সাথে আগরতলা থেকে ১৯.০০ ঘণ্টায় রওয়ানা দিয়ে পরের দিন ০৮.৪৫ ঘণ্টায় গুয়াহাটি পৌঁছবে। ট্রেন নম্বর ০৫৬২৭ গুয়াহাটি-আগরতলা স্পেশাল ২০ অক্টোবর থেকে ১ ডিসেম্বর প্রত্যেক শুক্রবার সংশোধিত সময়সূচির সাথে চলাচল শুরু করবে। ট্রেনটি সংশোধিত সময়ের সাথে গুয়াহাটি থেকে ১৩.১৫ ঘণ্টায় রওয়ানা দিয়ে পরের দিন ০৪.১০ ঘণ্টায় আগরতলা পৌঁছবে। এছাড়া আমবাসা, ধর্মনগর, নিউ করিমগঞ্জ, বদরপুর, লামডিং জংশন ও হোজাই স্টেশনে এই ট্রেনের সময় পরিবর্তন করা হয়েছে।এই ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইট ও এনটিইএস-এর মাধ্যমে পাওয়া যাবে এবং উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রা করার আগে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানিয়েছেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে।

করিমগঞ্জে মাইক্রো ফাইন্যান্স ইন্সেন্টিভ অ্যান্ড রিলিফ স্কিমের অধীনে 'নো ডিউজ সার্টিফিকেট' প্রদান

করিমগঞ্জ (অসম) ১৬ অক্টোবর (হি.স.) : করিমগঞ্জে সোমবার অসম মাইক্রো ফাইন্যান্স ইন্সেন্টিভ অ্যান্ড রিলিফ স্কিমের অধীনে ঋণ গ্রহীতাদের স্বস্তি প্রদান করতে 'নো ডিউজ সার্টিফিকেট' প্রদান করা হয়েছে। সোমবার দুপুরে করিমগঞ্জ শহরের নীলমণি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের খেলার মাঠে আনুষ্ঠানিকভাবে করিমগঞ্জের সাংসদ কৃপানাথ মালা এই নো ডিউজ সার্টিফিকেট প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন করিমগঞ্জের জেলা আয়ুক্ত মৃদুল যাদব। এতে সাংসদ বলেন যে বিভিন্ন আর্থিক সংস্থা থেকে ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহীতারা ঋণ নিয়ে করোনা কালীন পরিস্থিতিতে লকডাউন ও অন্যান্য আর্থিক লোকসানের জন্য এই ঋণ ফিরিয়ে দিতে পারেননি যা থেকে স্বস্তি প্রদান করতে রাজ্য সরকার থেকে ইতিমধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং ওই সময়ে রাজ্য সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুসারে এবার তৃতীয় পর্যায়ে যোগ্য ঋণ গ্রহীতাদের নো ডিউজ সার্টিফিকেট প্রদান করে তাদেরকে ঋণ মুক্ত করা হয়েছে। যাতে তারা পুনরায় ঋণ নিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। তবে ঋণের সঠিক ব্যবহার করতে তিনি পরামর্শ দেন।অনুষ্ঠানে জেলাশাসক বলেন আসাম মাইক্রো ফাইন্যান্স ইন্সেন্টিভ অ্যান্ড রিলিফ স্কিম তৃতীয় পর্যায়ের অধীনে সমগ্র রাজ্যে প্রায় ২ লক্ষ ২২ হাজারের অধিক ঋণ গ্রহীতাকে নো ডিউজ সার্টিফিকেট প্রদান করা হচ্ছে যার মধ্যে করিমগঞ্জ জেলায় প্রায় সাড়ে ৭ হাজার সুবিধা প্রাপক রয়েছেন। তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ঋণ গ্রহীতাদের এই নো ডিউজ সার্টিফিকেট নির্ধারিত ব্যাংকের কাউন্টার থেকে সংগ্রহ করে ভবিষ্যতের সুরক্ষার জন্য ভালোভাবে রাখতে পরামর্শ দেন। এ দিনের অনুষ্ঠানে আসাম রাজ্য পরিবহন নিগমের চেয়ারম্যান মিশন রঞ্জন দাস করোনার জন্য লকডাউনের ফলে ওই সময়ে ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণ করা মহিলাদের দয়নীয় অবস্থার বর্ণনা করে এর থেকে রেহাই দিতে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ও বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রতিশ্রুতি পূরণের মাধ্যমে এই ব্যবস্থা গ্রহণকে আন্তরিক সাধুবাদ জানান। পাশাপাশি তিনি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনকল্যাণে গ্রহণ করা বিভিন্ন প্রকল্পের কথাও উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি অমরেশ রায় ঋণগ্রহীতাদের স্বস্তি প্রদান করার এই প্রক্রিয়াকে সাধুবাদ জানান। তিনি ভবিষ্যতে ঋণ গ্রহণ করার আগে ভাল করে ঋণ গ্রহণ করার প্রক্রিয়া বুঝেশুনে তারপর স্বাক্ষর করে গ্রহণ করতে পরামর্শ দেন। কেননা অনেক অসাধু ঋণদাতা রয়েছে যারা নিরীহ ব্যক্তিদের হয়রানির স্বীকার করছে। এদিনের অনুষ্ঠানে প্রাক্তন বিধায়ক প্রণব কুমার নাথ, তপশিলি জাতি উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান কৃষ্ণ দাস, পুলিশ সুপার পার্থ প্রতিমা দাস, ডিডিসি দীপক জিডুং, এসডিও সদর অমিত পারবোসা, সহকারি আয়ুক্ত রং বামন টেরং সহ জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে আগত সুবিধা প্রাপকরা এতে অংশগ্রহণ করেন।

পুজোয় রাজবংশী উচ্চ মাধ্যমিক পড়ুয়ার পরিবারের মুখে ক্ষোভের সুর

উত্তর দিনাজপুর, ১৬ অক্টোবর (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জ থানা এলাকার সাহেবঘাটা গ্রাম। মাস কয়েক আগে রাজ্য-রাজনীতির প্রচারের যাবতীয় আলো কেড়ে নিয়েছিল এই অখ্যাত এলাকা। পুজোর মুখে কেমন আছে ধর্ষণ-খুনের অভিযোগ তোলা রাজবংশী উচ্চ মাধ্যমিক পড়ুয়ার পরিবার? কী ভাবেই বা কাটবে তাদের এবারের পুজো?মৃত কিশোরীর বাড়ির উঠোনে পৌঁছতেই দেখা মিলল তার মা-য়ের। কেমন আছেন? প্রশ্নটা শুনেই কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন কালিয়াগঞ্জের নিহত কিশোরীর মা। "আর্থিক অবস্থা ভালো না।" গলার স্বর বুজে আসে। "এখনও সিট গঠন হল না। বিচার পায়নি আমার মেয়ে। দোষীদের শাস্তি হোক।" শেষ কথাগুলোয় ঝরে পড়ে ক্ষোভের সুর।এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনীতির আঁচে হাত সেঁকেছে শাসক-বিরোধী দুই পক্ষই। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ভোটের কথা মাথা রেখে সুর চড়িয়েছে বিজেপি। মামলার জল গড়িয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে। যার কোনটাই এই পরিবারে পুজোর আনন্দ ফেরাতে অপারগ।একথা-সেকথার পর চলে আসে পুজোর প্রসঙ্গত। গত বছরে কথা তোলেন ওই কিশোরী গর্ভধারিনী। "জানেন, গেল বছরে টোটো ভাড়া করেছিলাম। সবার জন্য নতুন জামা-পোশাক কেনা হয়েছিল। ঠাকুর দেখতে রায়গঞ্জ যাই আমরা। মেয়েটা যে কতটা আনন্দ পেয়েছিল ... এবার তো সব শেষ।" কান্না ধরে রাখতে পারেননি তিনি।

নিহত কিশোরীর কাকার গলাতেও শোনা গিয়েছে একই রকমের অভিযোগ। এই ঘটনায় সিবিআই তদন্তের দাবি তুলেছেন তিনি। রাজ্য পুলিশ গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করছে না বলে জানিয়েছেন তিনি। এ প্রসঙ্গে মা বলেন, "কত মাস তো হয়ে গেল। সিটের কেউ বাড়িতে আসেননি। এসেছে শুধু পুলিশ। আদালতে আমাদের মামলা চলছে। আশা রাখছি বিচার পাব।"চলতি বছরের এপ্রিলে বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে একটি পুকুর পাড়ে ওই উচ্চমাধ্যমিক পড়ুয়ার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। এর পরই অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে উত্তরবঙ্গের আপাত শান্ত ওই এলাকা। দফায় দফায় চলে পথ অবরোধ বিক্ষোভ। এমনকি থানাতে হামলার ঘটনা পর্যন্ত ঘটে। আসেন জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সনও।

যাবজ্জীবন

● প্রথম পাতার পর

সায়েদ উদ্দীন ৩১শে মে ২০২০তারিখে আদালতে চার্জশিট দাখিল করলে শুনানি শুরু হয়। আদালতে সরকারপক্ষে মোট এগারোজন সাক্ষি দিয়েছেন। আদালতে ভাগ্নে খুনের মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয় মামা দুলাল তাঁতি। সোমবার খোয়াইয়ে অতিরিক্ত জেলা বিচারক রাজীব ভট্যাচার্য্য ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ধারায় দুলাল তাঁতি(৪৮)কে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেন। সাথে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। জরিমানার অর্থ অনাদায়ে আরো ছয় মাসের কারাবাসের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। সরকারপক্ষে মামলা পরিচালনা করেছিলেন আইনজীবী অভিজিৎ ভট্যাচার্য্য।

এসডিও অফিসের কাজ সামলে প্রতিমা তৈরির নেশায় মজেছেন গোকুল

দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১৬ অক্টোবর (হি.স.): চাকরি পেলেও ভুলে যাননি পুরনো পেশাকে। বাপ-ঠাকুরদার পেশা আজও বাঁচিয়ে রেখেছেন অজানা এক তাগিদ থেকে। সকালে ডায়মন্ডহারবারের অফিসে বেরিয়ে যান। রাতে বাড়ি ফিরে প্রতিমা নির্মাণের কাজে লেগে পড়েন তিনি।

এসডিও অফিসের কাজ সামলে প্রতিমা তৈরির নেশায় মজেছেন রায়দিঘির গোকুল দাস। প্রতিদিন অফিসে কাজ করার পর বাড়িতে এসে, প্রতিমা তৈরির কাজ করেন প্রায় ১০ থেকে ১২ ঘন্টা। মূলত গোকুল দাশের নেশা প্রতিমা তৈরি। প্রতি বছর গোকুল দাসের তৈরি প্রতিমা পৌঁছে যায় রায়দিঘির বিভিন্ন পুজো মণ্ডপে।

ডায়মন্ডহারবার মহকুমা শাসকের অফিসে পিওনের পদে কাজ করেন গোকুল দাশ। পুজোর সময় দিনে অফিস আর রাতভর প্রতিমা গড়েন রায়দিঘির গোকুল। টানা ৩০ বছর ধরে চলছে একই রুটিন। মাঝে একবার প্রতিমা গড়ার কাজ ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু কাজ ছেড়ে মানসিক শান্তি তিনি পাননি।রায়দিঘির কাছারি মোড়, রায়দিঘি বাজারের মণ্ডপে এবার যাবে তাঁর হাতে তৈরি প্রতিমা। নাওয়া-খাওয়া ভুলে কাজ করে চলেছেন গোকুল। সেই সঙ্গে অফিসও যাচ্ছেন। ছোট মেয়ে খুকুমণি দাস ও স্ত্রী মিঠুরানি দাস গোকুলবাবুর কাজে সাহায্য করেন।

গোকুলবাবুর হাতের খুবই কাজ সুন্দর এমনটাই মনে করেন এই অঞ্চলের মানুষ। এবছর তিনি তৈরি করছেন ৮ টি ঠাকুর। দেশলাই দিয়ে তৈরি প্রতিমা, পাটের প্রতিমা, থার্মোকলের প্রতিমা সহ আরও নিত্য নতুন প্রতিমা তৈরি করেন তিনি।রায়দিঘি জুড়ে গোকুলবাবুর নাম শোনা যায় পুজা কমিটির কর্তাদের মুখে মুখে। গোকুলবাবু বলেন, "নেশার টানেই ৩০ বছর ধরে বাপ-ঠাকুরদার কাজকে ধরে রেখেছি এখনও। মায়ের কাজে আনন্দ বেশি। পরিশ্রম হলেও ক্লান্তি আসে না শরীরে।" এভাবেই মনের আনন্দে রোজ কাজ করে চলেছেন গোকুলবাবু। তাঁকে দেখে অনুপ্রাণিত হচ্ছেন সবাই।

ক্রীড়াঙ্গন

ভিনু মানকড়ে ফের হারলো ত্রিপুরা জয়ের হ্যাট্রিকে এগিয়ে উত্তর প্রদেশ

ত্রিপুরা-১৪২(৪২.১) উ:প্রদেশ-১৪৫/৩(৩২.৪)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ অক্টোবর।। ব্যাটিং ব্যর্থতার ট্রেডিশন অব্যাহত। আর তাতেই পরাজিত হলো ত্রিপুরা। আসরের তৃতীয় ম্যাচে এসে দ্বিতীয় পরাজয়ের তেঁতো স্বাদ পেলো ত্রিপুরা। অনূর্ধ-১৯ ভিনু মানকড় ট্রফি ক্রিকেটে। পালামের এয়ার ফোর্স মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ত্রিপুরা পরাজিত হয় ৭ উইকেটে। উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে। মূলতঃ ব্যাটসম্যানদের চূড়ান্ত ব্যর্থতা পরাজয়ের অন্যতম কারন। ত্রিপুরার গড়া ১৪২ রানের জবাবে উত্তর প্রদেশ ৩ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। ত্রিপুরার প্রীতম দাস ৪৯ রান করেন। উত্তরপ্রদেশের ইয়াশু প্রধান ব্যাট ও বল হাতে দাপট দেখান। মিজোরাম ম্যাচে ব্যাট হাতে সাফল্য পাওয়া দুই ওপেনার দেবাংশু এবং দ্বীপজয় সোমবার ব্যর্থ হওয়ায় শুরুতেই চাপে পড়ে যায় ত্রিপুরা। ওই অবস্থায় দীপঙ্কর ভাটনাগরের পরিবর্তে খেলতে নামা প্রীতম দাস সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন। তৃতীয় উইকেটে দলনায়ক সপ্তজিৎ দাসের সঙ্গে ১৩৪ বল খেলে ৭৭ রান যোগ করে ত্রিপুরাকে কিছুটা বড় স্কোর গড়ার স্বপ্ন দেখান। কিন্তু প্রীতম এবং সপ্তজিৎ আউট হতেই 'তাসের ঘরের' মতো ভেঙ্গে যায় ত্রিপুরার ইনিংস। প্রীতম ৮৬ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৯ এবং সপ্তজিৎ ৬৭ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩০ রান করেন। এছাড়া ত্রিপুরার পক্ষে দীপায়ন দাস ২৬ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ (অপ:) এবং অর্কজিৎ পাল ২০ বল খেলে ১১ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৯ রান। উত্তরপ্রদেশের পক্ষে ইয়াশু প্রধান ২১ রান দিয়ে ৪ টি, আকশু বাজোয়া ১৩ রান দিয়ে, মহ: আসিয়ান ১৭ রান দিয়ে এবং রাজ নায়েক ২০ রান দিয়ে ২ টি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে উত্তরপ্রদেশ ৩২.৪ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্য পৌঁছে যায়। দলের পক্ষে ইয়াশু প্রধান ৬৭ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৬১ রানে এবং মহ: আমন ৪৭ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৫ রানে অপরাজিত থেকে যান। এছাড়া দলের পক্ষে ইনজামাম হুসেন ১৮ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭, মহ: আশিয়ান ৪১ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ এবং মানব সিন্ধু ২৮ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ রান করেন। ত্রিপুরার পক্ষে রাকেশ রুদ্রপাল ২৪ রান দিয়ে, রোহন বিশ্বাস ৩৩ রান দিয়ে এবং অর্কজিৎ রায় ৩৬ রান দিয়ে ১ টি উইকেট দখল করেন। ১৮ অক্টোবর ত্রিপুরার চতুর্থ প্রতিপক্ষ বিদর্ভ।

অনূর্ধ-১৯ মহিলা জাতীয় ক্রিকেটে ৬ দলীয় গ্রুপে ৫ম স্থান ত্রিপুরার

ছত্তিশগড়-১৫৮(৪৮.১) ত্রিপুরা-৭১(২৯.৩)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ অক্টোবর।। পরাজয় দিয়ে আসর শেষ করলো ত্রিপুরা। আসরে ৫ ম্যাচ খেলে ত্রিপুরা জয় পেলো মাত্র ১ টি ম্যাচ। ৬ দলীয় 'এ' গ্রুপে পঞ্চম স্থান পেলো শ্রাবণী দেবনাথের মেয়েরা। সেই ব্যাটিং ব্যর্থতায় মরশুমে ভুগতে হলো ত্রিপুরাকে। নাগাল্যান্ডের বিরুদ্ধে একমাত্র ম্যাচে জয় পেলেও ব্যাটসম্যান-রা তেমন আহামরি কিছুই করতে পারেননি। আগামী দিনে জাতীয় আসরে সাফল্য পেতে হলে ব্যাটসম্যানদের অনুশীলনের উপরই বেশী জোড় দিতে হবে রাজ্য ক্রিকেট সংস্থাকে। এমনই মনে করছেন রাজ্যের ক্রিকেট প্রেমীরা। নতুবা এভাবেই জাতীয় আসরে ত্রিপুরার সম্মান ডুবিয়ে ফিরে আসবেন ক্রিকেটাররা। ইন্দোরের ইমারেল্ড হাইট ইন্টারন্যাশনাল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ছত্তিশগড় প্রথমে ব্যাট নিয়ে ১৫৮ রান করে। বৃষ্টির জন্য খেলা মাঝপথে বন্ধ হওয়ায় ত্রিপুরার সামনে জয়ের লক্ষ্যমাত্রা দাড়ায় ১৩৪ রান ৩৮ ওভারে। ত্রিপুরা মাত্র ৭১ রান করতে সক্ষম হয়। ফলে ৬৩ রানে পরাজিত হয় ত্রিপুরা। ত্রিপুরার বিজয়া ঘোষ ৪ উইকেট পেয়েছেন। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে ছত্তিশগড় ৪৮.১ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ১৫৮ রান করেন। দলকে কিছুটা বড় স্কোর গড়াতে মুখ্য ভূমিকা নেন মানসা সাও। ডান হাতি ওই ব্যাটসম্যানটি ৯৮ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪২ রান করেন। এছাড়া ছত্তিশগড়ের পক্ষে চিত্রা প্যাটেল ১৮ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯, সেজল ভার্মা ৫১ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯, রিয়া সিং ২৩ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ এবং তানিয়া বারিয়া ৩৪ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৩০ রান।

ত্রিপুরার পক্ষে বিজয়া ঘোষ ৩৫ রান দিয়ে ৪ টি এবং পায়েল নম: ৩৪ রান দিয়ে ৩ টি উইকেট পেয়েছেন। জবাবে খেলতে নেমে ব্যাটিং ব্যর্থতায় ত্রিপুরা মাত্র ৭১ রান করতে সক্ষম হয় ২৯.৩ ওভারে। ত্রিপুরার কোনও ব্যাটসম্যানই তেমন প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেননি। রাজ্যদলের পক্ষে অশ্মিতা দেবনাথ ৪৭ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯ এবং প্রীয়া সরকার ২৯ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ রান করেন। ত্রিপুরার আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেননি। ছত্তিশগড়ের পক্ষে সাক্ষী শুক্লা ৫ রান দিয়ে ৪ উইকেট নিয়ে ত্রিপুরার কোমড় ভেঙ্গে দেন।

সন্তোষে পাখির চোখ গ্রুপ রানার্স তেলেঙ্গানা জয়ে আজ মরিয়া ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ অক্টোবর।। মূল টার্গেট ভালো খেলা এবং জয় পাওয়া। প্রতিপক্ষ তেলেঙ্গানা। ন্যূনতম গোলে হলেও জয়-ই মুল টার্গেট ত্রিপুরার ছেলেদের। ত্রিপুরা দলের ফুটবলাররা এবারকার সন্তোষ ট্রফি ফুটবলে যেন ডার্ক হর্স-এর মতো খেলছে। উদ্বোধনী ম্যাচে অন্ধ্রপ্রদেশকে হারিয়ে তারা বেশ নজর কেড়ে নিয়েছে। মহারাষ্ট্রের কোলাপুরে শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে সন্তোষ ট্রফি ফুটবল টুর্নামেন্টের এফ-গ্রুপের খেলা। ইতোমধ্যে ৮ অক্টোবর থেকে টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছে। ছটি গ্রুপে খেলা। প্রতিটি গ্রুপে ছয়টি করে দল। গ্রুপ পর্যায়ে খেলার পর প্রতিটি গ্রুপ থেকে শীর্ষ দুটো দলকে নিয়ে হবে মূল পর্বের খেলা। শুক্রবারে এফ গ্রুপের প্রথম খেলায় মহারাষ্ট্র ৮-০ গোলের ব্যবধানে আন্দামানকে পরাজিত করেছিল। দ্বিতীয় ম্যাচে ত্রিপুরা ন্যূনতম গোলে জয় পায় অন্ধ্রপ্রদেশকে হারিয়ে। বিকেলে তৃতীয় খেলায় তেলেঙ্গানা ও লাক্ষা দ্বীপের মধ্যে ম্যাচটি গোলশূন্য অবস্থায় ড্র তে শেষ হয়েছে। আগামী কাল সকাল সাড়ে আটটায় আন্দামান-নিকোবর ও লাক্ষাদ্বীপ পরস্পরের মুখোমুখি হবে। বেলা ১১ঃ৩০ টায় তেলেঙ্গানা খেলবে ত্রিপুরার বিরুদ্ধে। বিকেল সাড়ে তিনটায় দিনের তৃতীয় খেলায় মহারাষ্ট্র খেলবে অন্ধ্রপ্রদেশের বিরুদ্ধে। রবিবারে দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলায় মহারাষ্ট্র ৪-০ গোলে লাক্ষাদ্বীপকে হারালেও দ্বিতীয় ও তৃতীয় ম্যাচে তেলেঙ্গানা- অন্ধ্রপ্রদেশ এবং আন্দামান নিকোবর ও ত্রিপুরার ম্যাচ দুটো গোলশূন্য ড্র -তে নিষ্পত্তি হয়েছে। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে গ্রুপ-এ থেকে কেরালা, গ্রুপ-বি থেকে দিল্লী, গ্রুপ-সি থেকে মনিপুর, গ্রুপ-ডি থেকে আসাম এবং গ্রুপ ই থেকে সার্ভিসেস মূল পর্বের লক্ষ্যে ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে।

মুস্তাক আলী : ১ম দিনের একাধিক ম্যাচ পরিত্যক্ত, আজ ত্রিপুরা - নাগাল্যান্ড

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ অক্টোবর।। প্রথম দিনের গ্রুপ লীগের তিনটি ম্যাচ-ই পরিত্যক্ত ঘোষিত হয়েছে। সৈয়দ মুস্তাক আলী ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আজ থেকে দেশজুড়ে একাধিক ভেন্যুতে শুরু হয়েছে। তবে ত্রিপুরা সহ আরো ছয়টি রাজ্য দল মূলতঃ যে ভেন্যুতে খেলছে অর্থাৎ উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনে প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য তিনটি ম্যাচের একটিও অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। মোহালি ভেন্যুতেও একাধিক ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়েছে। গ্রুপ লীগের খেলা আজ, সোমবার থেকে শুরু হলেও ত্রিপুরা দলের প্রথম ম্যাচ আগামীকাল নাগাল্যান্ডের বিরুদ্ধে। আজ গ্রুপ লীগের প্রথম দিনে অভিমন্যু ক্রিকেট একাডেমিতে প্রথম ম্যাচে মধ্যপ্রদেশ - নাগাল্যান্ডের খেলা, একই সময়ে মহারানা প্রতাপ কলেজ গ্রাউন্ডে কর্ণাটক - তামিলনাড়ুর খেলা, বিকেল সাড়ে চারটায় অভিমুন্য ক্রিকেট একাডেমি গ্রাউন্ডে দিল্লি - উত্তরপ্রদেশের খেলা তিনটিই পরিত্যক্ত ঘোষণা হয়েছে। প্রতি দল এক-এক করে পয়েন্ট ভাগাভাগি করে নিয়েছে। আগামীকাল বেলা ১১ টায় অভিমন্যু ক্রিকেট একাডেমিতে দিল্লী খেলবে মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে।

একই সময়ে মহারানা প্রতাপ কলেজ গ্রাউন্ডে তামিলনাড়ু খেলবে উত্তর প্রদেশের বিরুদ্ধে। অভিমন্যু ক্রিকেট একাডেমিতে ত্রিপুরা ও নাগাল্যান্ডের ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে বিকেল সাড়ে চারটায়।

বিশ্বকাপের ইতিহাসে সেরা ১০ অঘটন

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর (হি.স.): গতকাল আফগানদের কাছে শক্তিশালী ইংল্যান্ড হেরেছে। এই অঘটন সবাইকে অবাক করেছে।এই অঘটন নতুন কিছু নয়। এর আগেও বিশ্বকাপের ইতিহাসে শক্তিশালী দলগুলির বিরুদ্ধে জয় পেয়েছে অনেক ছোট দল। এক নজরে দেখে নেওয়া যাক এমনই ১০টি ম্যাচ।

আয়ারল্যান্ড বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ২০১৫

বিশ্বকাপে আয়ারল্যান্ড সেবারই অঘটন দেখাতে শুরু করেছিল। তারা সেবার ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়েছিল। চার উইকেটে জিতেছিল উইলিয়াম পোর্টারফিল্ডের আয়ারল্যান্ড। এক সময় ৮৭ রানে চার উইকেট হারিয়েছিল ক্যারিবিয়ান দল। সেখান থেকে লেন্ডল সিমন্সের শতরানে ৩০৭ রান তোলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এই রান ২৫ বল বাকি থাকতে তুলে নেয় আয়ারল্যান্ড। পল স্টার্লিং (৯২) এবং এড জয়েস (৮৪) ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেলেছিলেন।

বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান, ১৯৯৯

বাংলাদেশ সেই সময় ক্রিকেট বিশ্বে পা রাখছে। সেই সময় তারা বিশ্বকাপে পাকিস্তানকে হারিয়ে দিয়েছিল। প্রথমে ব্যাট করে ৫০ ওভারে ২২৩ রান তুলেছিল বাংলাদেশ। সেই রান তাড়া করতে নেমে ১৬১ রানে শেষ হয়ে যায় পাকিস্তান।

জিম্বাবোয়ে বনাম ভারত, ১৯৯৯

সেবারের বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বের ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে ২৫২ রান তোলে জিম্বাবোয়ে। সেই রান তুলে জিততে ভারতের শেষ দু'ওভারে দরকার ছিল ৯ রান। কিন্তু ২৪৯ রানে অল আউট হয়ে যায় ভারত। হেনরি ওলঙ্গা ম্যাচ জিতিয়েছিলেন ৩ উইকেট নিয়ে।

জিম্বাবোয়ে বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা, ১৯৯৯

সেবার জিম্বাবোয়ে ভারত ছাড়াও হারিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকাকে। প্রথমে ব্যাট করে জিম্বাবোয়ে ২৩৩ রান করেছিল। জিম্বাবোয়ের নিল জনসন নায়ক হয়ে উঠেছিলেন। ব্যাট হাতে ৭৬ রান করেছিলেন। বল হাতেও ছিলেন বিধ্বংসী মেজাজে। নতুন বলে তিনি এবং হিথ স্ট্রিক নাড়িয়ে দিয়েছিলেন প্রোটিয়াবাহিনীকে। ১৮৫ রানে শেষ হয়ে গিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংস।

কেনিয়া বনাম শ্রীলঙ্কা, ২০০৩

বড় দলের বিরুদ্ধে তারা একের পর এক অঘটন ঘটিয়ে সেই বিশ্বকাপে সেমিফাইনালে খেলেছিল কেনিয়া। সেই সময় শ্রীলঙ্কা ছিল যথেষ্ট শক্তিশালী দল। কেনিয়াকে মাত্র ২১০ রানে শেষ করে দিয়েও হেরে গিয়েছিল সনৎ জয়সূর্য্যের দল। কেনিয়ার কলিন ওবুয়া ১০ ওভারে ২৪ রান দিয়ে ৫ উইকেট তুলে নিয়েছিলেন। ১৫৭ রানে অল আউট হয়ে যান শ্রীলংকা।

আয়ারল্যান্ড বনাম পাকিস্তান, ২০০৭

২০০৭ সালের বিশ্বকাপে পাকিস্তানকে হারিয়ে বড় অঘটন ঘটিয়েছিল আয়ারল্যান্ড। পাকিস্তান প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ১৩২ রানে শেষ হয়ে গিয়েছিল। বৃষ্টির জন্য সেই রানের লক্ষ্য কমে হয় ১২৭ রান। ৩ উইকেট হাতে নিয়ে ম্যাচ জিতে নেয় আয়ারল্যান্ড। যদিও সেই ঘটনাকে ছাপিয়ে যায় পরের দিন পাকিস্তানের কোচ বব উলমারের মৃত্যু।

বাংলাদেশ বনাম ভারত, ২০০৭

সেবার শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ এবং বারমুডার সঙ্গে এক গ্রুপে ছিল ভারত। প্রথম ম্যাচেই ভারত হেরে গিয়েছিল বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। ১৯১ রানে শেষ হয়ে গিয়েছিল রাহুল দ্রাবিড়ের ভারত। সেই সময় মুশফিকুর রহিম অপরাজিত ৫৬ রানের ইনিংস খেলে ম্যাচ জিতিয়েছিলেন। সেই হারের ধাক্কায় ভারত সে বারের বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নেয়।

জিম্বাবোয়ে বনাম অস্ট্রেলিয়া, ১৯৮৩

সেবার প্রথম বার বিশ্বকাপ খেলতে নেমেছিল জিম্বাবোয়ে। প্রথম ম্যাচেই সামনে শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়া। যে দলে রয়েছেন ডেনিস লিলি এবং জেফ থমসনের মতো ক্রিকেটার। অ্যালান বর্ডারও তখন দলে। সেই ম্যাচে ব্যাট করতে নেমে জিম্বাবোয়ে এক সময় ৯৪ রানে ৫ উইকেট হারায়। সেখান থেকে অধিনায়ক ডানকান ফ্লেচারের ব্যাটে ভর করে ২৩৯ রান তোলে জিম্বাবোয়ে। অস্ট্রেলিয়া শেষ হয়ে যায় ২২৬ রানে।

কেনিয়া বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ১৯৯৬

নিপুণ বোলিংয়ের দাপটে সে বার ক্যারিবিয়ান দৈত্যদের হারিয়ে দেয় কেনিয়া। প্রথমে ব্যাট করে কেনিয়া মাত্র ১৬৬ রান করে। এর মধ্যে ৩৭ রান অতিরিক্ত পেয়েছিল তারা। সেটাই কাল হয় ওয়েস্ট ইন্ডিজের জন্য। মাত্র ৯৩ রানে শেষ হয়ে গিয়েছিল ব্রায়ান লারাদের দল। বিশ্বকাপে সেটাই ক্যারিবিয়ানদের সব থেকে কম রানের ইনিংস।

ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ১৯৮৩

সেবার সবচেয়ে বড় অঘটন ঘটিয়েছিল ভারত বিশ্বকাপের ফাইনালে দুবারের বিজয়ী ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে কপিলেরা বিশ্বকাপ জিতবেন সেটা ছিল অবিশ্বাস্য। সেই অসাধ্য কাজটাই সাধন করেছিলেন কপিলেরা। ১৮৩ রান করেছিল ভারত। সেই রান তাড়া করে জয় ভিভ রিচার্ডসদের কাছে যে কঠিন হবে তা ভাবা যায়নি। ১৪০ রানে শেষ হয়ে গিয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

এস এম কাপ ফুটবলে আসামকে রুখে মূল পর্বের প্রত্যাশা জিইয়ে ত্রিপুরার

ত্রিপুরা: ২ আসাম: ২

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ অক্টোবর।। ত্রিপুরার জুনিয়র ফুটবলাররা আজ দারুন খেলেছে। রুখে দিয়েছে শক্তিশালী দল আসাম কে। দিল্লিতে আয়োজিত ৬২তম সুব্রত মুখার্জি কাপ অনূর্ধ ১৭ জুনিয়র বালকদের ফুটবল টুর্নামেন্টে। দুই-দুই গোলে ম্যাচটি শেষ পর্যন্ত ড্র-তে নিষ্পত্তি হয়েছে। দু দল এক-এক করে পয়েন্ট ভাগাভাগি করে নিয়েছে। প্রথম ম্যাচে মিজোরামের সৈনিক স্কুলের বিরুদ্ধে চার-এক গোলে জয় ছিনিয়ে রাজ্য দলের আত্মবিশ্বাস অনেকটা বেড়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় ম্যাচে গোয়ার বিরুদ্ধে নূন্যতম গোলে হেরে যাওয়ায় কিছুটা পিছিয়ে পড়তে হয়েছে। তবে আজ, সোমবার আসামকে রুখে দেওয়ায় ত্রিপুরার ফুটবলাররা বেশ নজরে এসেছে। জি-পুল থেকে গ্রুপ লীগের শেষ ম্যাচে ত্রিপুরার ছেলেরা অর্থাৎ রাজ্যের প্রতিনিধি হিসেবে বাধারঘাটের ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের জুনিয়র ফুটবলাররা আগামীকাল হরিয়ানার মুখোমুখি হবে। উল্লেখ্য, এই ম্যাচে ত্রিপুরা যদি হরিয়ানাকে হারাতে পারে পাশাপাশি পরদিন অর্থাৎ ১৮ অক্টোবর হরিয়ানা যদি আসামকে হারাতে পারে তবে হয়তো ত্রিপুরার ভাগ্যে মূল পর্বের ছাড়পত্র চলে আসতে পারে। তবে সমীকরণ যথেষ্ট জটিল হলেও ত্রিপুরা দলের আশা এখনও জিইয়ে আছে সেটাই বলা যায়।

Walk - in Interview

A walk - in interview will be held in MBB College, Agartala on the 18.10.2023 from 11 a.m. to 4 p.m. for engagement of Guest Lecturer in Kokborok Subject. Essential Qualification: At least 55% marks in Masters Degree in concerned
Subject. Relaxation of 5% marks may be allowed in case of SC/ST/PH/Ph.D.candidates. Preference will be given to the candidates having NET/SLET/Ph.D. degree.
Interested candidates are requested to appear before the interview board with all necessary testimonials in original & photocopies of the same along with an application in plain paper. Engagement will be made on merit basis taking into account the API score and interview. Selected candidates will be engage with an honorarium of Rs. 500/- per class during academic year 2023-2024. The engagement will be purely on temporary basis. No TA/DA is admissible for appearing in the interview.

Principal,
MBB College, Agartala.

ICA/D-1129/23

PRESS NOTICE INVITING TENDER

For and on behalf of the Governor of Tripura, E-tender in Two Bid System is hereby invited by the undersigned From Manufacturer / Authorized supplier and distributers for supply of Fish Feed Floating Pellet to different blocks of Mohanpur Sub-Division for implementation of different pisciculture schemes under Department of Fisheries, Government of Tripura during the F.Y 2023-24, meeting the pre- qualifying criteria for the supply mentioned below through online bidding on the website https://tripuratenders, gov. fn having Digital Signature Certificate (DSC) issued from any agency authorized by controller of certifying Authority (CAA), Govt. of India and which can be traced up to the chain of trust to the root Certificate of CAA.

NIT No.	Item for which e –Tender is invited	Estimated quantity	Estimated Tender Value	Necessary dates & Times
No. F.3(56)-SF/MNP/DEV/ 2023-24/6568	Fish Feed Floating Pellet	20 Ton	7.00 Lakhs	Bidding Document can be downloaded from 13/10/2023 at 15:00 hrs. Last date of online submission of e-tender is upto 30/10/2023 till 14.00 hrs. Time as per clock time of e – procurement websites https://tripuratenders.gov.in

(S. Roy)
SUPERINTENDENT OF FISHERIES
MOHANPUR SUB-DIVISION.

ICA/C-2740/23

PNIeT No:-21/EE/DWS-I/2023-24 dated 12-10-2023

Single bid percentage rate e-tender is invited for 1(One) no. works viz. Replacement of Air Blower of WTP under DWS Sub- Division-II, Kunjaban.
Deadline for online bidding:-Up to 1500 hrs. of 03-11-2023
Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
For more details please visitwww.tripuratenders. gov.in.
For query please e-mail:dwsdivagartalal @gmail.com.

(For and on behalf of Governor Tripura)
(Er. R. Paul)
Executive Engineer
DWS Division Agartala-I
Agartala, Tripura (W)

ICA/C-2733/23

PNIT No.:-30/EE/DD/PWD(R&B)/2023-24 Dated.13-10-2023

The Executive Engineer, PWD (R&B)Dharmanagar Division, Dharmanagar (N) Tripura Of behalf of the 'Governor of Tripura', invites online Item rate e-tender for the following works:-
Name of work:- "Proposed vertical extension of Court Building of District & Session Judge, North Tripura Judicial District, Dharmanagar, North Tripura during the year 2022-23 / SH: Providing Office furniture etc. complete under PWD(R&B) Dharmanagar Sub-Division".
DNIT No. 70/EE/DD/PWD(R&B)/2023-24
Estimated Cost:- Rs.6,80,184.00.
Earnest Money :- Rs.13,604.00
Bid Fee:-Rs.1000.00
Time for completion :-30 (Thirty) Days.
Last date & time for online Bidding: 02-11-2023.upto 3:00 PM.
Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https: tripuratenders.gov.in.

Executive Engineer
PWD (R&B)
Dharmanagar Division
Dharmanagar,(N) Tripura

ICA/C-2729/23

PRESS NIeT. NO. 17/EE/DWS/DIVN/UDP/2023-24 Dated.10/10/2023

The Executive Engineer, DWS Division Udaipur, Gomati District, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura, single bid percentage rate e-tender from the approved and eligible Contractors/ Firms / Agencies of appropriate class registered with PWD / TTAADC / MES // CPWD / Railway /P&T /Other State PWD / Central & State Sector undertaking and Trade Licence, 3-Phase connection,Electricity Bill (any of Last Three months) (for Sl. No. 5) for the following works :-

Sl. No	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money
1	DNIeT No. 84/EE/DWS/DIVN/UDP/2023-24	₹ 4,832,776.41	₹ 96,656.00
2	DNIeT. No. 85/EE/DWS/DIVN/UDP/2023-24	₹ 2,425,450.00	₹ 48,509.00
3	DNIeT. No. 86/EE/DWS/DIVN/UDP/2023-24	₹ 4,410,658.00	₹ 88,213.00
4	DNIeT. No. 87/EE/DWS/DIVN/UDP/2023-24	₹ 4,716,666.55	₹ 94,333.00
5	DNIeT. No. 88/EE/DWS/DIVN/UDP/2023-24	₹ 1,170,031.00	₹ 23,401.00
6	DNIeT. No. 89/EE/DWS/DIVN/UDP/2023-24	₹ 703,728.00	₹ 14,075.00
7	DNIeT. No. 90/EE/DWS/DIVN/UDP/2023-24	₹ 4,302,400.00	₹ 86,048.00
8	DNIeT. No. 91/EE/DWS/DIVN/UDP/2022-23	₹ 4,347,979.00	₹ 86,960.00
9	DNIeT. No. 92/EE/DWS/DIVN/UDP/2023-24	₹ 1,280,070.00	₹ 25,601.00
10	DNIeT. No. 93/EE/DWS/DIVN/UDP/2023-24	₹ 4,832,776.41	₹ 96,656.00
11	DNIeT. No. 94/EE/DWS/DIVN/UDP/2023-24	₹ 930,960.00	₹ 18,619.00
12	DNIeT. No. 95/EE/DWS/DIVN/UDP/2023-24	₹ 930,960.00	₹ 18,619.00
13	DNIeT. No. 96/EE/DWS/DIVN/UDP/2023-24	₹ 4,302,400.00	₹ 86,048.00
14	DNIeT. No. 97/EE/DWS/DIVN/UDP/2023-24	₹ 1,402,384.00	₹ 28,048.00

Last date and time for document downloading and bidding : Up to 15.00 Hrs on 31-10-2023
Place, Time and date of opening of online bid : 0/o the Executive Engineer, DWS Division, Udaipur at 15:30 on 31-10-2023 if possible Details tender notice may be seen in the office of the Executive Engineer, DWS Division, Udaipur and office of the Assistant Engineer, DWS Sub-Division No- 1/II, Udaipur/Kakraban/Killa/Rig/Amarpur/ Karbook/Ompi and the website https:// www.tripuratenders.gov.in

(Er. Goutam Reang)
Executive Engineer
DWS Division Udaipur
Gomati District, Tripura

ICA/C-2723/23

সোমবার আগরতলা বিমানবন্দরে সাংসদ রাহুল গান্ধীকে স্বাগত জানাচ্ছেন প্রদেশ সভাপতি আশিস কুমার সাহা এবং বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ।

প্রকৃতি, বন, বন্যপ্রাণী ও জীবন একে অপরের পরিপূরক: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ অক্টোবর।। প্রকৃতি, বন, বন্যপ্রাণী ও জীবন একে অপরের পরিপূরক। বন সৃজনের মাধ্যমে ও বনজ সম্পদকে কাজে লাগিয়ে কর্মসংস্থানেও সরকার গুরুত্ব দিয়েছে। বিলোনীয়া মহকুমার জয়চাদপুর উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে বন্যপ্রাণী সপ্তাহ উদযাপনের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।

বন্যপ্রাণী সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে খেলাধুলা ও ছবি আঁকা প্রতিযোগিতার আয়োজন করায় মুখ্যমন্ত্রী সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এতে করে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সম্পর্কে ধারণা তৈরী হবে। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, বিধায়ক স্বপ্না মজুমদার, বিধায়ক মাইলায়ু মগ, বন দপ্তরের প্রধান সচিব কে এস শেঠি প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা বলেন, ত্রিপুরায় ৭৩ শতাংশ বনভূমি রয়েছে। আমাদের রাজ্যের বনে একসময় বিভিন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণী ও পাখি দেখা যেত। এর বেশকিছু প্রাণী এখন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বন ধ্বংসের ফলেই এমন হয়েছে। তাই শুধু নিজেরাই বাঁচলে হবে না, বন ও বন্যপ্রাণীদেরও রক্ষা করতে হবে। তাঁর কথায়, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে সরকার প্রতিবছর বাইসন উৎসব, হবিল উৎসব, পরিযায়ী পাখিদের জন্য উৎসবের আয়োজন করছে। সেইসঙ্গে বনসৃজনের উপর গুরুত্ব দিয়ে বৃক্ষরোপন করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, বন সৃজনের মাধ্যমে ও বনজ সম্পদকে কাজে লাগিয়ে কর্মসংস্থানেও সরকার গুরুত্ব দিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পর্যটন কেন্দ্রগুলিকে সরকার আকর্ষনীয় করে সাজিয়ে তুলছে। রাজ্যে দেশ-বিদেশের পর্যটকগণ আসছেন। ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক গৌরভ গাঙ্গুলীকে ত্রিপুরার পর্যটনের বিকাশের জন্য ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর করা হয়েছে। এতে করে রাজ্যের পর্যটন কেন্দ্রগুলির দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে যাবে। তিনি বলেন, তৃষ্ণা অভয়ারণ্য, প্রজাপতি পার্ক সহ অন্যান্য পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে শিক্ষামূলক ভ্রমণের উদ্যোগ নিতে হবে। বর্তমান রাজ্য সরকার স্বচ্ছ প্রশাসন পরিচালনার জন্য ই-বিধানসভা, ই ক্যাবিনেট, ই-অফিস চালু করেছে। এতে বায় কমবে ও সময়ও বাচবে। আজ মুখ্যমন্ত্রী দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ই-অফিসের উদ্বোধন করেন। এদিন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ছাত্রছাত্রীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। বাইসনের আক্রমণে নিহত হরিপদ শীলের স্ত্রী কবিতা শীলের হাতে ৫ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন। পর্যটকদের জন্য আজ একটি ই-রিক্সা চালু করেন মুখ্যমন্ত্রী।

মহারাষ্ট্রের আহমেদনগরে যাত্রীবাহী ট্রেনের ৫টি বগিতে আগুন

আহমেদনগর, ১৬ অক্টোবর (হি.স.) : মহারাষ্ট্রের আহমেদনগর জেলার নারায়ন্দোহ স্টেশনের কাছে একটি ডিজেল-ইলেকট্রিক মাল্টিপল ইউনিট (ডিইএমইউ) প্যাসেঞ্জার ট্রেনের পাঁচটি বগিতে আগুন ধরে যায়। সোমবার দুপুর নাগাদ এই ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।রেলের তরফে জানান হয়েছে যে এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর নেই। অস্তি স্টেশন থেকে ট্রেনটি পশ্চিম মহারাষ্ট্রের আহমেদনগরের দিকে যাওয়ার সময় এই ঘটনা ঘটে। তাৎক্ষণিকভাবে আগুন লাগার কারণ জানা যায়নি।সোমবার দুপুর ৩টে নাগাদ আচমকাই ট্রেনের পাঁচটি বগিতে আগুন ধরে যায়। সেন্ট্রাল রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাজ মানসপুরে জানিয়েছেন, জ্বলন্ত কোচের ভিতরে কেউ আটকে পড়েনি। তিনি আরও বলেন, ঘটনার পর দমকল বিভাগের কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে এক ঘণ্টার মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত স্থানীয়রাও আগুন নেভাতে সহায়তা করে। রেলের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, এই ঘটনায় কোনও যাত্রী আহত হয়নি।

সমাজদ্রোহী কর্তৃক উদ্যোগ বার্তার সম্পাদক আক্রান্ত, মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ অক্টোবর।। রবিবার রাতে পত্রিকা অফিসের কাজ সেরে বাড়ি যাওয়ার পথে রাজধানীর মেলার মাঠ ও উড়ালপুলে দুষ্কৃতিকারীদের দ্বারা আক্রান্ত উদ্যোগ বার্তা পত্রিকার সম্পাদক কানাই লাল আচার্য। শেষ পর্যন্ত পুলিশের সহযোগিতায় প্রাণে বাঁচলেন তিনি। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, রবিবার রাতে বটতলা উড়াল পুল সংলগ্ন এলাকায় কোনো একটা বিষয় নিয়ে কিছু যুবকের মধ্যে ঝামেলা চলছিল। তখন সংবাদকর্মী নিজ গাড়ির গতি কমালে এম এল ০৫ আর ২৮১৭ নম্বরের একটি গাড়ি এসে সংবাদকর্মীর গাড়িতে সজোরে ধাক্কা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ কর্মী গাড়ি থামিয়ে নামার আগেই সেই গাড়িটি পাশ কেটে চলে যায়, কিছুটা সামনে গিয়ে গাড়িটি দাঁড়ায়, পুন:রায় সংবাদকর্মী গাড়ি নিয়ে উড়ালপুল দিয়ে বাড়ির উদ্দ্যেশ্যে রওনা হলে, দুর্বৃত্তরা গাড়িটির পেছনে ধাওয়া করে। কিছুটা সামনে এগিয়ে যেতেই দেখতে পায় উড়ালপুলে একটি দুর্ঘটনা হওয়ার সেখানে পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে, তখন সেখানে দাঁড়িয়ে পুলিশের সাহায্য চান অসহায় সংবাদকর্মী। পুলিশ সেই গাড়িটিকে থামাবার চেষ্টা করলে তারা দ্রুত গতিতে চলে যায়। সেই গাড়িটির মধ্যে চার থেকে পাঁচ জন ছিলো। তারা সংবাদকর্মীকে প্রানে মারার অভিপ্রায় নিয়েই এই কাজ করেছে বলে অভিযোগ। বর্তমানে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন পাশাপাশি উক্ত ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানান তিনি।

অভিষেকের আপ্তসহায়ককে ৩০ নভেম্বরের মধ্যে হলফনামা জমা দিতে বলল হাই কোর্ট

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর (হি.স.) : তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়কে কোনও রক্ষাকবচ দিল না কলকাতা হাই কোর্ট। নিয়োগ মামলার তদন্তে সুমিতকে তলব করেছিল ইডি। ইডির নোটিসের বিরুদ্ধে শুক্রবার কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের আপ্তসহায়ক। দ্রুত শুনানির আবেদন জানিয়ে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি।আদালতে সুমিতের আর্জি ছিল, এই মামলায় অভিষেককে রক্ষাকবচ দেওয়া হয়েছে। তাই তাঁকেও যেন রক্ষাকবচ দেওয়া হয়। কিন্তু সুমিতের এই আবেদনে সাড়া দেয়নি আদালত।কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি ঘোষের পর্যবেক্ষণ, অভিষেকের বিষয়টি আলাদা। কুন্তল ঘোষের চিঠির প্রেক্ষিতে অভিষেকের বক্তব্য নিয়ে মামলা ছিল। তার সঙ্গে সুমিতকে রক্ষাকবচ দেওয়ার কোনও সম্পর্ক নেই বলেও স্পষ্ট করেছে আদালত।এই মামলার পরবর্তী শুনানি ৪ ডিসেম্বর। এর মধ্যে সুমিতের বিরুদ্ধে ইডি কোনও কড়া পদক্ষেপ করলে তিনি আদালতে আসতে পারবেন বলেও নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি ঘোষ। একই সঙ্গে আগামী ৩০ নভেম্বরের মধ্যে ইডিকে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশও তিনি দিয়েছেন।

জেলাভিত্তিক হ্যান্ডলুম এক্সপো মেলা শুরু বিলোনিয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৬ অক্টোবর।। জেলা ভিত্তিক হ্যান্ডলুম এক্সপো তানা বানা উইভারস সার্ভিস সেন্টারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় মেলা,সোমবার সন্ধ্যা ছয়টায় বিলোনীয়া পুরাতন টাউন হলের মুক্ত মঞ্চে পাঁচ দিন ব্যাপী মেলার উদ্বোধন করেন মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথিগন ,হ্যান্ডলুম হ্যান্ডিক্রেপ্ট আমাদের ঐতিহ্য, মহাত্মা গান্ধী আমাদের পথ দেখিয়েছেন, বিদেশী পন্য বর্জন দেশী জিনিষ ব্যবহার করা,হাতে তৈরী যে বস্ত্র আমাদের নতুন প্রজন্ম জানতে পারে তার জন্য এধরনের উদ্যোগ ,পাঁচদিন ব্যাপী মেলার উদ্বোধনী মঞ্চে ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাকলি দাস দত্ত, রাজনগর বিধানসভার বিধায়িকা স্বপ্না মজুমদার, বিলোনীয়া পুরপরিষদের পুরপিতা নিখিল চন্দ্র গোপ,পুরপরিষদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিষয়ক সায়ী কমিটির সভাপতি অনুপম চক্রবর্তী, সহ দপ্তরের আধিকারিকগন পাঁচ দিন ব্যাপী মেলায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাতে তৈরী তাঁত শিল্পীরা বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে মেলায় উপস্থিত হয়, অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন দপ্তরের আধিকারিক লক্ষণ চন্দ্র বসাক।

ফের শিক্ষাভবনে ডেপুটেশন দিল টেট উত্তীর্ণ চাকুরী প্রার্থীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ অক্টোবর।। অতিসত্বর ২০২২ সালের টেট ওয়ান এবং টেট টু পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের নিয়োগ করার দাবিতে বিক্ষোভে শামিল হয়েছে সোমবার চাকরি প্রত্যাশী যুবক-যুবতীরা।উল্লেখ্য তারা গত ৪ অক্টোবর তারা শিক্ষা ভবনে অধিবেশন দিয়েছিল। এদিন পুনরায় সোমবার শিক্ষাভবনে আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করতে যায়। কিন্তু দপ্তরের আধিকারিককে পায় নি তারা। তারপর পরবর্তী সময়ে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তারা জানান টেট ওয়ান ১৯৪ জন এবং টেট টু ১৬৫ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু তাদের নিয়োগ করা হচ্ছে না। তাদের মধ্যে অনেকে বয়সত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। তাই সকলকে একসাথে অতিসত্বর নিয়োগ করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে দাবি জানান তারা।

দুর্নীতি দমনের হাতে এবার গ্রেফতার প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেট

গুয়াহাটি, ১৬ অক্টোবর (হি.স.) : রাজস্ব সার্কল অফিসের লাটমণ্ডল, পুলিশ অফিসার-কনস্টেবলের পর এবার ঘুষের টাকা নিতে গিয়ে ভিজিল্যান্স অ্যান্ড অ্যান্টি করাপশন অধিকরণের আধিকারিকদের হাতে ধরা পড়েছেন জনৈক প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি কামরূপ গ্রামীণ জেলার জেলাশাসক কার্যালয়ে কর্মরত প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেট দীপঙ্কর কলিতা (এসিএস) প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, তার বিভাগে জনৈক নাগরিকের একটি সরকারি ফাইল পাস করার জন্য মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করেছিলেন প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেট দীপঙ্কর কলিতা। ঘুষের টাকা দিতে নারাজ ব্যক্তিটি ভিজিল্যান্স অ্যান্ড অ্যান্টি করাপশন অধিকরণের দ্বারস্থ হন। ভিজিল্যান্স আধিকারিকদের কথা ছক অনুয়ায়ী আজ বিকেলের দিকে ব্যক্তিটি কামরূপ গ্রামীণের জেলাশাসক কার্যালয়ে কর্মরত প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেট দীপঙ্কর কলিতার চেম্বারে তাঁর হাতে টাকা তুলে দেন।

পঞ্চম ধলাই সাহিত্য উৎসব : ২০২৩ ও শারদীয়া সাহিত্য মুখপত্র প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আমবাসা, ১৬ অক্টোবর।। গত ১৪ই অক্টোবর ধলাই জেলার কুলাই দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় সভা গৃহে পঞ্চম ধলাই সাহিত্য উৎসব-২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সভাপতিত্ব করেন লেখিকা, কবি রীতা ঘোষ মহুদয়া। মঞ্চে অন্যান্যদের মধ্যে রয়েছেন বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্য সমালোচক বিদ্যুৎ চক্রবর্তী,কবিও সাংবাদিক জ্যোতির্ময় রায়, লোক গবেষক অশোকানন্দ রায়বর্ধন, সংগঠক কৃষ্ণকুসুম পাল মহোদয়। অনুষ্ঠানে ''উপত্যকা'' ও ''প্রবাহ'' নামক দু''টি সাহিত্য পত্রিকার উদ্বোধন হয়। উত্তর-পূর্বের কবিও কবিতা বিষয়ক আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবে রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে আসা কবি ও গবেষকরা হলেন অমলকান্তি চন্দ, দিব্যেন্দু নাথ, গোবিন্দ ধর,আলাল উদ্দীন, সাচীরাম মানিক, নিভা চৌধুরী,মন্টু দাস, ছকিনা বিবি,সানি আক্তার, জহরলাল দাস,সৌম্যদীপ দেব, রতন আচার্য, শিপ্রা ঘোষ, নিশীথ রঞ্জন পাল, সুচিত্রা দাস, মানিক নাথ,কবি টিঙ্কু রঞ্জন দাস, কবি দীপক রঞ্জন কর, ড়শ্যাম উৎপল বিশ্বাস ,দীপেন নাথশর্মা,গৌতম দাস,অর্পিতা দাস,মিঠু দেবনাথ, শিপ্রা ঘোষ, প্রমুখ। প্রবাহ ধলাইয়ের মুল প্রাণপুরুষ হলেন সকলের প্রিয় সাহিত্যিক,প্রাবন্ধিক কবি জহর দেবনাথ মহাশয়।

অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশনা ,সংগীত এবং বিভিন্ন শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারমূলক বিষয়ে আলোচনা।কবি সম্মেলনের সঞ্চালনায় ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব কবি ও সাহিত্যিক জ্যোতির্ময় রায় ও কবি ও গবেষক গোবিন্দ ধর মহাশয়। বেলা দশটা থেকে বিকেল চারটি পর্যন্ত এই উৎসবের কর্মসূচি চলে। এই সাহিত্য উৎসবে কবে, সাহিত্যিক প্রবন্ধকার, গল্পকার লেখক লেখিকার উপস্থিত ছিল বিশেষ লক্ষণীয়, এক কথায় যেন চাঁদের হাট জমেছে এই উৎসবে। আগামী প্রজন্মের শিশু ও যুবকদের সঠিক দিশার বার্তা দেওয়ার গুরুত্বের উপর আলোচনা রেখে সভাপতির ভাষনে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

পিতৃ সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলা, দুই ভাই মিলে খুন করল মধ্যম ভাইকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ১৬ অক্টোবর।। পিতৃ সম্পত্তি নিয়ে তিন ভাইয়ের মধ্যে ঝামেলা। শেষ অব্দি দুই ভাই মিলে হত্যা করল মধ্যম ভাইকে। ঘটনা কমলপুর থানার পশ্চিম হালাহালি গ্রামে। নিহত মধ্যম ভাইয়ের নাম সত্যব্রত চৌধুরী। অভিযুক্ত দুই ভাইয়ের নাম সুব্রত চৌধুরী এবং মিঠু চৌধুরী। এই ঘটনায় অভিযুক্ত দুই ভাইকে গ্রেপ্তার করেছে কমলপুর থানার পুলিশ। উদ্ধার হয়েছে হত্যাকান্ডে ব্যবহৃত শাবল।

মৃত ব্যক্তির পরিবারের অভিযোগ, বড় ভাই এবং ছোট ভাই দুজন মিলে মধ্যম ভাইয়ের সাথে সম্পত্তি নিয়ে ঝগড়া করে রবিবার। শেষ পর্যন্ত বড় ভাই এবং ছোট ভাই সম্পত্তির লোভে মধ্যম ভাই সত্যব্রত চৌধুরীকে শাবল ও রড দিয়ে মারধর করে এদিন। সাথে সাথে গুরুতর ভাবে আহত হয় মধ্যম ভাই। এতে মধ্যম ভাই সত্যব্রত চৌধুরীকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় কুলাই হাসপাতালে। কিন্তু অবস্থা আশঙ্কা জনক হওয়ায় জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। জিবি হাসপাতালে আনার পর রবিবার রাত নয়টার নাগাদ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে সত্যব্রত চৌধুরী। সোমবার মৃতদেহ ময়না তদন্তের পর তুলে দেওয়া হয় পরিবারের লোকজনদের হাতে। কান্নায় ভেঙে পড়ে মৃত ব্যক্তির স্ত্রী সহ অন্যান্যরা। অভিযুক্ত দুই ভাইয়ের কঠোর শাস্তি দাবি করে পরিবার পরিজন। ঘটনায় গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

অবৈধভাবে কয়লা কাটতে গিয়ে চাল ধসে মৃত্যু ২ জনের

নিরসা (ঝাড়খণ্ড),১৬ অক্টোবর (হি. স.) : ঝাড়খন্ডের ধানবাদের ইসিএলের খোলামুখ খনিতে অবৈধভাবে কয়লা কাটতে গিয়ে চাল ধসে মৃত্যু হল দু'জনের। সোমবার এই ঘটনাটি ঘটেছে। ধসের নীচে আরও বেশ কয়েকজন চাপা পড়ে থাকতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে নিরসা থানার পুলিশ। মৃতদের নাম তাপস দাস (৪০) ও যমুনা রাজবংশী (৩৫)। যদিও ঘটনা নিয়ে ইসিএলের তরফে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। এদিকে, এই ঘটনায় এলাকার বাসিন্দারা দোষ চাপিয়েছেন ইসিএল ও প্রশাসনের ওপরে। বাসিন্দাদের বক্তব্য, ইসিএল এই এলাকায় খোলামুখ খনি বা ওসিপি থেকে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে কয়লা তুলছে। কিন্তু ফাঁকা জায়গা ভরাট করছে না। আর সেখানেই ঘটছে বিপত্তি। প্রসঙ্গত, গত ১১ অক্টোবর দুপুরে আসানসোলের রানিগঞ্জ থানার নারায়ণকুড়িতে একই ঘটনা ঘটেছিল। তাতে তিনজনের মৃত্যু হয়েছিল।

কাশ্মীরের শারদা মন্দিরে নবরাত্রির পূজা ঐতিহাসিক: শাহ

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর (হি.স.) : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, এটি একটি আধ্যাত্মিক গুরুত্বের বিষয় যে ১৯৪৭ সালের পর প্রথমবারের মতো কাশ্মীরের ঐতিহাসিক শারদা মন্দিরে নবরাত্রি পূজার আয়োজন করা হয়েছে।শাহ সোমবার জানান, এইবছর চৈত্র নবরাত্রি উপলক্ষ্যেও এখানে পুজো হয়েছিল। এখন শারদীয়া নবরাত্রি উপলক্ষ্যেও মন্দিরে পুজোর মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে। এরফলে খুব সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে জম্মু ও কাশ্মীরে শান্তি ফিরে আসছে। শাহ জানান, এইবছর ২০২৩-এর ২৩ মার্চ পুনরায় এই মন্দিরটি খোলার সৌভাগ্য হয়েছিল। এই মন্দিরে পুজো হলে উপত্যকায় শান্তি ফিরে আসার প্রতীক। শুধু তাই নয়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে আমাদের দেশের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক শিখাকেও পুনরুজ্জীবিত করারও প্রতীক।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভে সামিল ত্রিপুরা প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ অক্টোবর।। হঠাৎই নিজেদের অস্তিত্বের জানান দিতে রাজপথে বিক্ষোভে সামিল তৃণমূল কংগ্রেস। দুর্গাৎসবের প্রাক লগ্নে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে সরব হয়েছে ত্রিপুরা প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেস। বাজারের বর্ধিত নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য হ্রাস করার দাবিতে আজ খাদ্য দপ্তরের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেস।

তাঁদের অভিযোগ, আসন্ন দুর্গাৎসবকে কেন্দ্র করে বেশ কিছুদিন যাবৎ রাজ্যের বিভিন্ন বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় চাল, ডাল, আটা, সরষের তেল, সহ অন্যান্য সামগ্রীর মূল্য অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে। ফলে সাধারণ মানুষের শাক সবজির ক্রয়ক্ষমতা নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে। তাতে সাধারণ মানুষর নাভিশ্বাস উঠেছে।তারই প্রতিবাদের প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে আজ খাদ্য দপ্তরে সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে ত্রিপুরা প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেস দল।

গোমতী জিলা পরিষদের কনফারেন্স হলে জেলা ভিত্তিক পর্যালোচনা সভায় কেন্দ্রীয় শক্তিমন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী ভগবন্ত খুবা কৃষি দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্পের বিষয়ে আলোচনা করেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।